গোয়েন্দা কিশোর-মুসা-রবিন

হাইপারসনিক রহস্য

রকিব হাসান

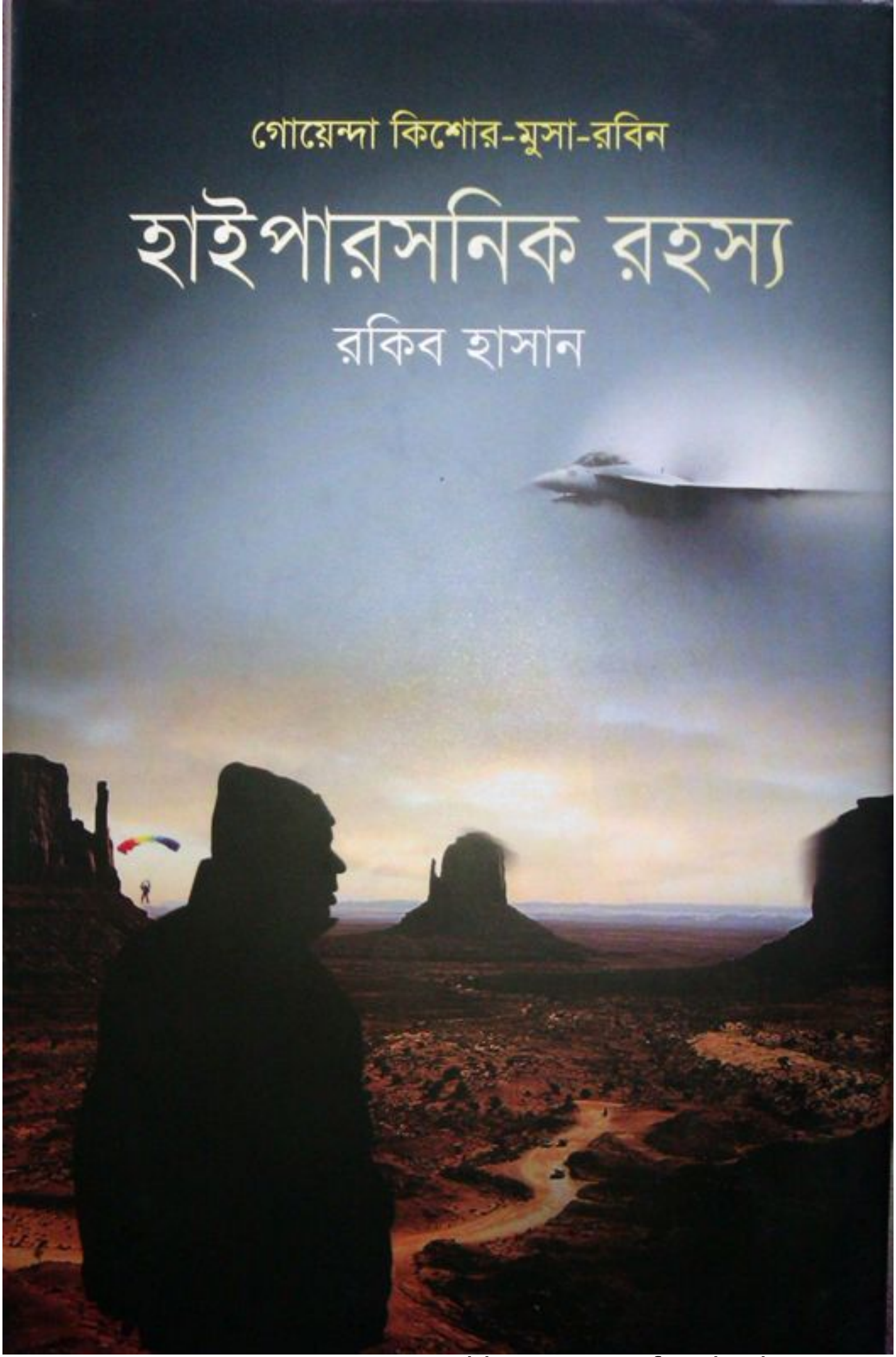

Generated by CamScanner from intsig.com

গোয়েন্দা কিশোর মুসা রবিন ২

হাইপারসনিক রহস্য

রকিব হাসান

প্রথমা প্রকাশন

Generated by CamScanner from intsig.com

এক

একটা ৭২৭ প্যাসেঞ্জার জেট প্লেনের কন্ট্রোল হুইল চেপে ধরে আছে কিশোর পাশা। বলল, 'এবার এই মস্ত পাখিটাকে নামানো যাক।'

'অ্যালটিটিউড বিশ হাজার ফুট,' বলল কোপাইলটের চেয়ারে বসা মুসা। এরোপ্লেনের ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলে আঠা দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছে যেন ওর দৃষ্টি।

'ফিনিক্স টাওয়ার,' হেডসেটে লাগানো মাইক্রোফোনে কথা বলল কিশোর। 'ওয়ান-ওয়ান-থ্রি-ফাইভ রোমিও থেকে বলছি। রিয়ো ভার্ডের বিশ হাজার ফুট ওপরে রয়েছি আমরা। ফিনিক্সে ল্যান্ডিংয়ের জন্য ক্লিয়ারেন্স দেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।'

টাওয়ার থেকে হেডসেটের ভেতরে জবাব পেয়ে প্লেনের উইন্ডশিল্ড অর্থাৎ জানালার ভেতর দিয়ে পরিষ্কার নীল আকাশের দিকে তাকাল কিশোর। এক হাজার ফুট নিচে একটা নরম কম্বলের মতো বাতাসে ভেসে রয়েছে এক টুকরো মেঘের স্তর। 'থ্রটল কেটে দাও,' হুইলটা সামনে ঠেলে দিতে দিতে মুসাকে বলল কিশোর। সঙ্গে সঙ্গে টের পেল ও, নাক নামিয়ে দিয়েছে বিশাল প্লেনটা।

'তার মানে সেভেন টোয়েন্টি সেভেন ওড়ানো খুব একটা কঠিন নয়,' মুসা বলল।

'মাটিতে নামার আগে এখনই কিছু বোলো না,' কিশোর বলল। 'সাবধান থাকা ভালো। প্লেন ল্যান্ডিংয়ের সবচেয়ে কঠিন সময়টা হলো শেষ কয়েকটা...'

হঠাৎ কিশোরের হাতের মধ্যে কাঁপতে শুরু করল হুইলটা। ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলে জ্বলতে-নিভতে লাগল একটা লাল আলো, সেই সঙ্গে অ্যালার্ম বেলের তীক্ষ্ণ 'টিউক টিউক' শব্দ বেজে উঠল কেবিনের ভেতর।

'কী হচ্ছে?' মুহূর্তে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে গেল মুসা।

Generated by CamScanner from intsig.com

'বুঝতে পারছি না,' জবাব দিল কিশোর। চোখের চঞ্চল দৃষ্টি ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলে সমস্যাটা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কাঁপতে আরম্ভ করল প্লেন। গুড়গুড় শব্দ হচ্ছে। সেফটি বেল্টে আটকানো কিশোর ও মুসার দেহ দুটো ঝাঁকি খাচ্ছে।

'ইঞ্জিনে সমস্যা,' উত্তেজিত ভঙ্গিতে কন্ট্রোল হুইলে সজোরে ঠেলা মারল।

'কী সমস্যা?' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখতে কষ্ট হচ্ছে মুসার।

তারপর নিজেই পেয়ে গেল জবাবটা। অতিরিক্ত ঝুঁকে গেছে প্লেনের নাক। দ্রুত গতিতে নেমে চলেছে মেঘের স্তরের ভেতর দিয়ে। অসহায় ভঙ্গিতে অ্যালটিমিটারের দিকে তাকিয়ে দেখছে মুসা, অসম্ভব দ্রুত ঘুরছে ডায়ালের নম্বরগুলো, এতই দ্রুত, চোখের দৃষ্টি লেখাগুলোর সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না।

'ডাইভ দিয়েছে প্লেন!' চেঁচিয়ে বলল কিশোর। এক ঠেলায় পুরোটা সামনে নিয়ে গেল কন্ট্রোল হুইল, 'থ্রটল বন্ধ করে দাও!'

মুসাও জোরে টান দিয়ে পাওয়ার লিভারটা পেছনে নিয়ে এল। কিশোরের হাতের চাকাটার কাঁপুনি বন্ধ হয়ে গেল। প্যানেলের লাল আলো নিভে গেল। কিন্তু প্লেনের পতন ঠেকানো গেল না, ভয়ানক গতিতে নেমে চলেছে নিচের দিকে।

'কিশোর,' পেছন থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ, 'এখন কিন্তু জরুরি অবস্থা।'

ডান কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল কিশোর। রবিন বসে রয়েছে পেছনে ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ারের চেয়ারে। ওর চোখের তারায় উত্তেজনার ঝিলিক।

'হ্যারল্ড মামা আমাকে শিখিয়েছেন, ফ্লাইট ক্রাইসিসে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো মাথা ঠান্ডা রাখা,' রবিন বলল, 'যদি তা করতে পারো, তাহলে বাঁচার সম্ভাবনা আছে।'

'মাথা ঠান্ডাই আছে আমাদের,' প্রচণ্ড গতিতে ধেয়ে আসা মেঘের চাদরের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল মুসা, 'এখন কী করব?'

'কিশোর,' শান্ত কণ্ঠে নির্দেশ দিল রবিন, 'খুব ধীরে ধীরে হুইলটা ঠেলে দাও। তাড়াহুড়ো করতে গেলে ডানা ভেঙে যেতে পারে। মুসা, প্লেনের নাক সোজা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থ্রটল খুলে দেবে।'

মাথা ঠান্ডা রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে কিশোর। খুব সাবধানে পেছনে টেনে আনতে লাগল হুইলটা। কয়েক সেকেন্ড পর হুশ করে ছেড়ে দিল ফুসফুসে চেপে রাখা বাতাস। নাক আবার সোজা হয়ে গেছে প্লেনের।

'ভুল অ্যাঙ্গেলে নিয়ে গিয়েছিলে প্লেনটা,' ব্যাখ্যা করল রবিন, 'সে জন্যই ইঞ্জিন গোলমাল শুরু করেছিল। হুইলের কাঁপুনি আর লাল আলো তোমাদের সাবধান করে দিয়েছিল, কিন্তু কাজ শুরু করতে দেরি করে ফেলেছিলে তোমরা।

Generated by CamScanner from intsig.com

তবে এত বড় প্লেন তো আর চালাওনি, তাই তোমাদের দোষ দেওয়া যায় না।'

দশ মিনিট পর প্লেনটা মোটামুটি নিখুঁতভাবেই ল্যান্ড করাল কিশোর। জেট ইঞ্জিনগুলো বন্ধ করে দেওয়ার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মুসারও একই অবস্থা।

'এই ফ্লাইট সিমুলেটরগুলো আশ্চর্য জিনিস, আসল প্লেনের সঙ্গে কোনো তফাত বোঝা যায় না,' কিশোর বলল, 'মনে হলো যেন সত্যি সত্যি একটা সেভেন-টু-সেভেনকে ফিনিক্স এয়ারপোর্টে নামালাম।'

মডেল ককপিট থেকে উঠে এল তিন গোয়েন্দা। কম্পিউটার কানসোলে বসা একজন মানুষকে ধন্যবাদ দিল, তিনি এই কানসোলের পরিচালক।

একটা মই বেয়ে নেমে এল তিন গোয়েন্দা। আসলে ফিনিক্স এয়ারপোর্টে নেই ওরা, রয়েছে রকি বিচ এয়ারপোর্টের একটা মস্ত ফ্লাইট ট্রেনিং রুমে। মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ফ্লাইট সিমুলেটরের বিশাল একটা সাদা রং করা চেম্বার। কম্পিউটারাইজড ইমেজ আর হাইড্রলিক মোশনের সাহায্যে আসল প্লেন চালানোর অভিজ্ঞতা দিয়েছে ওদেরকে সিমুলেটর। মনেই হয়নি সাজানো।

'পাইলটদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য এগুলো তুলনাহীন,' কিশোর বলল, 'বিশেষ করে প্লেন চালাতে গেলে যেসব বিপদে পড়তে হয়, সেসব ইমার্জেন্সি অবস্থা বোঝানোর জন্য।'

'রবিন, এ ধরনের একটা সিমুলেটর বানাতে কত খরচ হয়?' জানতে চাইল মুসা।

'কেন, বানাবে নাকি?' হাসল রবিন, 'মাত্র কয়েক মিলিয়ন ডলার লাগবে। এখন থেকে যদি প্রতি সপ্তাহের হাতখরচের টাকা পুরোটাই বাঁচাতে থাকো, তাহলে...'

'মৃত্যুর আগে হয়তো একটা সিমুলেটরের মালিক হতে পারব,' বাক্যটা শেষ করে দিয়ে মুসা বলল, 'যখন ওটা আর আমার কোনোই কাজে আসবে না।'

কিছুদিন হলো, হ্যারল্ড এয়ার-ট্যাক্সি সার্ভিসে পার্টটাইম কাজ নিয়েছে রবিন। ছুটির দিনে দুই বন্ধুকে দাওয়াত দিয়েছে কোম্পানির ফ্লাইট সিমুলেটর দেখার জন্য। কোম্পানিটার মালিক মিস্টার জিম হ্যারল্ড। রবিনের দূরসম্পর্কের মামা। কিশোর ও মুসার সঙ্গে মামার পরিচয় করিয়ে দিতে চায় রবিন, কিন্তু আপাতত তিনি একটা ফ্লাইট নিয়ে গেছেন। চলে আসার সময় হয়েছে।

'চলো, আগে কন্ট্রোল টাওয়ারটা ঘুরে আসি,' রবিন বলল। ঠান্ডা থেকে বাঁচতে ভারী কোটের ওপর পার্কা পরছে তখন কিশোর ও মুসা। 'তারপর মামার প্লেনগুলো দেখাব তোমাদের। আর মামা এসে থাকলে তাঁর সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেব।'

দরজা খুলে বাইরে বেরোতেই শীতের প্রচণ্ড ঠান্ডা ঝোড়ো বাতাস ঝাপটা মারল।

তাড়াতাড়ি পার্কার হুড তুলে দিল মুসা।

Generated by CamScanner from intsig.com

'বৃষ্টি আসবে মনে হচ্ছে। ঠান্ডা আরও বাড়বে,' কিশোর বলল। টান দিয়ে পার্কার চেনটা গলা পর্যন্ত তুলে দিল ও। মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল। ধূসর মেঘে ছেয়ে গেছে বিকেলের আকাশ।

এয়ারপোর্ট গ্রাউন্ডের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা টাওয়ারটার দিকে এগোল ওরা। ক্রিসমাসের আর মাত্র ছয় দিন বাকি। জায়গাটাতে তাই লোক গিজগিজ করছে। বড়দিনের ছুটিতে বেড়াতে যাবে অনেকেই। তাদের সামাল দিতে বাড়ানো হয়েছে এয়ারপোর্টের লোকবল। অতিরিক্ত ফ্লাইটের জন্য জরুরি নানা ধরনের যন্ত্রপাতি আর ট্রাকের সংখ্যাও বেড়েছে। একটা রানওয়েতে কানফাটা গর্জন করে আকাশমুখী হচ্ছে একটা ৭২৭ জেট বিমান।

'তোমার মামার কোম্পানিতে কয়টা প্লেন আছে?' মানুষের হট্টগোল আর প্লেনের ইঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'সাতটা,' চেঁচিয়েই জবাব দিল রবিন, 'সবই লাইট প্লেন। দুই, চার আর ছয় সিটের হালকা বিমান।'

'ধনীরাই নিশ্চয় ভাড়া করে, যাদের সামর্থ্য আছে?' কিশোর জানতে চাইল।

'তা তো বটেই,' রবিন বলল, 'আরামে ভ্রমণ ছাড়াও ওসব ধনীর কিছু ব্যাপার থাকে। সাধারণ মানুষকে এড়িয়ে চলতে চায়, বাণিজ্যিক বিমানে যাওয়ার ঝামেলাও এড়াতে চায়।'

'সাতটা প্লেন নিশ্চয় একা চালাতে পারেন না তোমার, মামা,' মুসা বলল, 'বেতন দেওয়া লোক নিশ্চয় আছে?'

'আছে। তবে মামা নিজেও পাইলট হয়, মাঝে মাঝে,' রবিন বলল, 'হ্যাঙারে প্রচুর কাজ, তাই বেশির ভাগ সময় হ্যাঙারেই থাকে। খুব জরুরি না হলে নিজে প্যাসেঞ্জার নিয়ে যায় না। এই যেমন আজ গেছে স্যাক্রামেন্টোয়। এতক্ষণে ফিরে আসার কথা। টাওয়ারে যাই আগে। তারপর মামার সঙ্গে দেখা করাতে নিয়ে যাব তোমাদের।'

টাওয়ার বিল্ডিংয়ে ঢুকল ছেলেরা। লিফটে করে দশ তলায় উঠে এল। এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল রুমে ঢুকল। মস্ত একটা গোলাকার ঘর, কাচ দিয়ে ঘেরা, গোলাকার আস্ত একটা জানালা বলা যেতে পারে। সেই কাচের ভেতর দিয়ে বাইরে এয়ারপোর্টের ব্যস্ততা আর তার ওপাশে সাগর চোখে পড়ে। হেডসেট পরা তিনজন লোক প্রায় সারা ঘরে বিস্তৃত বিশাল কানসোলের সামনে বসে আছে। এরা কন্ট্রোলার। এদের কাজকর্ম দেখেই বোঝা যায়, নিজেদের কাজটা বোঝে, এ ব্যাপারে খুব দক্ষ। প্লেন দেখছে, পাইলটদের সঙ্গে কথা বলছে, একই সঙ্গে রেডারের স্ক্রিনের দিকে চোখ রাখছে।

Generated by CamScanner from intsig.com

'এয়ারপোর্টের নার্ভ সেন্টার এটা,' রবিন বলল।

'কেমন চলছে, রবিন?' একজন কন্ট্রোলার জিজ্ঞেস করল। ঘন সবুজ রেডারের ওপর স্থির তার চোখ।

'ভালো,' জবাব দিল রবিন। 'মার্লিন, এক ঘণ্টা আগে স্যাক্রামেন্টো থেকে ফেরার কথা মামার। ফিরেছে? জানেন কিছু?'

'আসতে তো দেখলাম না,' মার্লিন জবাব দিল। 'অ্যাপ্রোচ কন্ট্রোলে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারো।'

ফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে কিশোর ও মুসাকে বলল রবিন, 'এক মিনিট।'

রবিন ফোনে কথা বলছে। কাচের দেয়ালের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকাল মুসা। গোধূলির ছায়া নামছে এয়ারপোর্টে। রানওয়ের দুই পাশে বসানো খুদে খুদে আলোর সারিগুলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। একটা ৭৬৭ বিমান আকাশ থেকে নেমে এসে রানওয়ে ধরে ছুটল।

ঘরের পুরোটাই কাচ দিয়ে ঘেরা থাকায় এয়ারপোর্টের চারদিকই চোখে পড়ে এখান থেকে। কিশোর দেখছে, কন্ট্রোলাররা শান্তকণ্ঠে কথা বলছে প্লেনগুলোর পাইলটদের সঙ্গে। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে তাদের উড়তে কিংবা নামতে সাহায্য করছে।

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, 'এখানকার কন্ট্রোলাররা শুধু এয়ারপোর্ট থেকে প্লেন ওঠা-নামায় সাহায্য করে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'গ্রাউন্ডফ্লোরে যেসব কন্ট্রোলার আছে তাদের দায়িত্ব এয়ারপোর্টের সীমানার কয়েক মাইলের মধ্যে যেসব প্লেন আসবে-যাবে, তাদের সহযোগিতা করা। প্লেন আরও দূরে থাকলে তাদের সহযোগিতা করার জন্যও কন্ট্রোলার আছে, তারা থাকে প্লেন চলাচলের পথে শহরের ভেতরে বা বাইরের টাওয়ারে—*অঁ রুট* টাওয়ার বলে ওগুলোকে। মোট কথা, যেখানে যত দূরের প্লেন থেকেই সাহায্য চাওয়া হোক না কেন, সাহায্য করার লোক থাকে।'

কয়েক মিনিট কন্ট্রোলারদের কাজকর্ম দেখল দুজনে। কিশোর ফিরে তাকাল রবিনের দিকে। এখনো রিসিভারে কথা বলছে ও। উত্তেজিত দেখাচ্ছে ওকে। গম্ভীর হয়ে গেছে মুখচোখ। মুসার গায়ে কনুই দিয়ে আস্তে গুঁতো মেরে ইঙ্গিতে রবিনকে দেখাল কিশোর।

কিশোররা দেখল, জানালার দিকে এগিয়ে চলেছে রবিন, কেমন যান্ত্রিক প্রাণহীন ভঙ্গি। কিশোর আর মুসাও ওর দিকে এগোল।

'রবিন, কী হয়েছে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কোনো খারাপ খবর?'

জবাব না দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল রবিন। প্লেনের ওঠা-

Generated by CamScanner from intsig.com

নামা দেখল। মেঘে ভরা আকাশের দিকে তাকাল। অন্ধকার হয়ে গেছে। তার মধ্যে হালকাভাবে পাক খেতে লাগল কুয়াশার স্তর। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও পড়ছে।

'মামার প্লেনটা নিরুদ্দেশ হয়েছে,' অবশেষে রবিন বলল।

'নিরুদ্দেশ?' মুসা জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে?'

'স্যাক্রামেন্টো থেকে ঠিক সময়ই ছেড়েছিল ওটা,' রবিন জানাল, 'কিন্তু সামান্য পরে একজন আঁ রুট কন্ট্রোলার রেডারে প্লেনটাকে সান্তা মনিকা পর্বতের দিকে যেতে দেখেছে। তারপর হঠাৎই রেডার থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল প্লেনটা। বাতাসে গায়েব হয়ে যাওয়ার মতো।'

দুই

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত বাইরে তাকিয়ে রইল ছেলেরা, ওদের চারপাশের মানুষজন, শব্দ, কথাবার্তা—সবকিছু ভুলে গিয়ে। নীরবে দেখতে লাগল কালো আকাশ থেকে পড়তে থাকা সাদা বৃষ্টির দিকে।

'ইয়ে,' অবশেষে মুসা বলল, 'সবকিছুরই একটা যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা থাকে। সেটা কী, জানা দরকার আমাদের।'

'তোমার মামা একজন অভিজ্ঞ পাইলট, রবিন,' কিশোর যোগ করল, 'যদি তাঁর প্লেনটা বিগড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তো তাঁর কাছের টাওয়ারটাতে সাহায্যের আবেদন "মে-ডে" পাঠাতে পারতেন। যে আঁ রুটের রেডারটা তাঁকে অনুসরণ করছিল, তাকেও জরুরি মেসেজ দিতে পারতেন।'

'পারত,' উদ্বেগ যেন বাইরের কালো আকাশের মতো ফুটে উঠল রবিনের মুখে, 'সেটাই তো আশ্চর্য। রেডার থেকে প্লেনটা উধাও হয়েছে তিন ঘণ্টা আগে, অথচ এখনো কোনো টাওয়ার কোনো মে-ডে পায়নি।'

'প্লেনটা যদি কোনো কারণে পড়েও গিয়ে থাকে, সাহায্যের আবেদন পাঠানো হয়,' মুসা বলল, 'তাহলে টাওয়ারগুলো কোনো মেসেজ না পেলেও আশপাশের কোনো না কোনো প্লেন দুর্ঘটনায় পড়া প্লেনের সংকেত ধরতে পারতই। সমস্ত প্লেনেই এ ধরনের সংকেত পাঠানোর যন্ত্র বসানো থাকে।'

Generated by CamScanner from intsig.com

'একে বলে ইমার্জেন্সি লোকেটর ট্রান্সমিটার,' রবিন বলল, 'সংক্ষেপে ইএলটি। ঠিকই বলেছ, প্রতিটি প্লেনেই এই যন্ত্র থাকে। মাটিতে পড়ার আগে পর্যন্ত দুর্ঘটনায় পড়া প্লেনটা সংকেত পাঠাতে থাকে। তাতে কোথায় পড়ল, সেটা খুঁজে বের করা যায়। কিন্তু মামার প্লেন থেকে এ রকম কোনো সংকেতই পাওয়া যায়নি।'

'কোনো মে-ডে কল আসেনি, কিংবা কোনো সতর্ক সংকেত,' মগজের ভাবনাগুলো মুখে প্রকাশ করল কিশোর, 'খুবই অদ্ভুত।'

'সে কথাই তো বলছি,' মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'মনে হচ্ছে যেন স্রেফ বাতাসে মিলিয়ে গেছে প্লেনটা। যদি মামার ফোন কিংবা রেডিও নষ্ট না হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই তার কী হয়েছে অফিসকে জানাত। কেন দেরি হচ্ছে, কিংবা কোনো বিপদে পড়েছে কি না, জানাতই। এসব ব্যাপারে মামা খুবই সিরিয়াস। এই যে একটু আগে হ্যাঙারে ফোন করলাম আমি, কেউ কিছু জানাতে পারল না।'

'প্লেনটাকে খুঁজে বের করার উপায় কী এখন?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'সিভিল এয়ার প্যাট্রোল কাজ শুরু করে দিয়েছে,' রবিন বলল, 'যেখান থেকে উধাও হয়েছে প্লেনটা, সেখানে উড়ে গেছে তারা। প্লেনটা যদি পড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ওরা খুঁজে বের করবেই। তবে পর্বত একটা বিরাট বাধা, পর্বতে ধসে পড়া প্লেন খুঁজে বের করা খুব কঠিন। আমি এখন মামার অফিসে যাব, খবরের অপেক্ষা করব। তোমরা কী করবে?'

'অবশ্যই তোমার সঙ্গে যাব,' রবিনের কাঁধে হাত রাখল মুসা।

'আংকেলের কোনো খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা এখানেই থাকব,' মুসার কথায় যোগ করল কিশোর।

'থ্যাংকস,' রবিন বলল।

রবিনকে সঙ্গে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে টাওয়ার বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এয়ারপোর্ট গ্রাউন্ডের ভেতর দিয়ে চলল ওরা। আকাশ এখন পুরোপুরি অন্ধকার। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো বড় আর ঘন হয়েছে। বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাতে পার্কার হুড তুলে দিল ওরা।

করোগেটেড স্টিলের তৈরি কতগুলো হ্যাঙারের কাছে এসে দাঁড়াল তিনজন। একটা হ্যাঙারের ওপর লাল নিয়ন সাইনে লেখা রয়েছে 'হ্যারল্ড এয়ার সার্ভিস'।

'এটা মামার হ্যাঙার,' রবিন বলল। কিশোর ও মুসাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল।

হ্যাঙারের ভেতরের মস্ত ছড়ানো জায়গাটায় কয়েকটা প্লেন পার্ক করে রাখা। নীল কভারঅল পরা একজন মেকানিক একটা বিমানের পরিচর্যা করছে। উঁচু ছাত থেকে ঝুলে রয়েছে উজ্জ্বল ফ্লোরেসেন্ট লাইট। স্পেস

Generated by CamScanner from intsig.com

হিটারের সাহায্যে ঘর গরম রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

হ্যাঙারের সামনের অংশে কয়েকটা ধাতব ফোল্ডিং চেয়ার আর একটা ডেস্ক রাখা। ডেস্কে এলোমেলোভাবে কাগজপত্র ছড়ানো। ডেস্কের সামনে বসে আছে একজন সুন্দরী তরুণী। মাথায় লাল চুল। গায়ে সাইজে বড় একটা সোয়েটার। পরনের গরম কাপড়ের প্যান্ট। রবিনকে দেখেই লাফ দিয়ে উঠে ছুটে এল তার কাছে। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'রবিন, তোমার মামার কোনো খবর পেয়েছ? তিনি ভালো আছেন? তাঁর মতো ভালো লোক আর হয় না।'

'কিশোর, মুসা, ইনি মিলি ওয়ারনার,' পরিচয় করিয়ে দিল রবিন, 'মামার সেক্রেটারি, রিসিপশনিস্ট। এখানে সবাই তাঁকে ভালোবাসে।'

'রবিন বাড়িয়ে বলছে,' কিশোরদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল মিলি, 'তবে খুব অসময়ে এলে তোমরা। অন্য সময় দেখা হলে ভালো হতো।'

'মিলি,' রবিন জিজ্ঞেস করল, 'মামার প্লেনে আজ প্যাসেঞ্জার কে ছিল, বলতে পারেন?'

'ইয়ে...' কিশোর ও মুসার দিকে তাকিয়ে থেমে গেল মিলি। দ্বিধা করতে লাগল।

'ওদের সামনেই বলুন। অসুবিধে নেই। ওরা আমার বন্ধু।' রবিন বলল, 'হ্যাঁ, কে ছিল প্লেনে?'

'মিস্টার হ্যারল্ডের সঙ্গে মাত্র একজন প্যাসেঞ্জারই ছিলেন,' মিলি বলল, 'ডন ডপলার।'

'ডন ডপলার?' অবাক হলো মুসা, 'সেই ব্রিটিশ কোটিপতি না তো, ডপলার ডিপার্টমেন্ট স্টোরের মালিক? দুনিয়ার সমস্ত বড় বড় শহরেই যাঁর দোকান রয়েছে?'

'হ্যাঁ, তিনিই,' মিলি জবাব দিল, 'মিডিয়ার ভয়ে সব সময়ই তিনি গোপনে যাতায়াত করেন। তাই বিষয়টা গোপন রাখতে হয় আমাদেরও।'

'ডপলার অস্বাভাবিক বড়লোক,' কিশোর বলল, 'আমার অবাক লাগে, নিজে একটা প্লেন কেনেন না কেন?'

'কিনেছেন,' মিলি বলল, 'কিন্তু তাঁর প্লেনে কী নাকি একটা সমস্যা হয়েছে, তাই গতকাল আমাদের ফোন করে একটা প্লেন ভাড়া করেছেন। আমাদের বাকি সব পাইলটের ফ্লাইট শিডিউল হয়ে আছে, তাই বাধ্য হয়ে মিস্টার হ্যারল্ডকেই তাঁর পাইলট হতে হয়েছে।'

'আশপাশেই বাস করেন নাকি ডপলার?' মুসার প্রশ্ন।

'না,' জবাবটা দিল কিশোর, 'তবে শুনেছি, রকি বিচের দোকানটা তদারক করার জন্য মাঝে মাঝে এখানে আসেন।'

Generated by CamScanner from intsig.com

'যদিও ওঁর মেয়ে কারিনা রকি বিচেই থাকে,' মিলি বলল, 'এখানকার ডপলার স্টোরটা ওই মেয়েই চালায়। বিশেষ জরুরি কিছু ঘটলে আমাদের তাঁর মেয়েকে খবর দিতে বলে রেখেছেন ডপলার। আমার মনে হয়, এখন কারিনাকে জানানো দরকার।'

'এক কাজ করুন না, দায়িত্বটা আমাদের দিয়ে দিন,' কিশোর বলল, 'আপনি এখানেই থাকুন, যদি কোনো খবরটবর আসে। আপনার হয়ে আমরা গিয়ে বরং কারিনাকে খবরটা জানিয়ে আসি। কোনো অসুবিধে আছে?'

মিলি জবাব দেওয়ার আগেই তাড়াতাড়ি বলল রবিন, 'না না, অসুবিধে কী? বরং ভালোই হয়।'

কয়েক মিনিট পর ওদের স্যালভিজ ইয়ার্ডের ভ্যানটা চালিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বিকেলের যানবাহনের ভিড়ে ঢুকল কিশোর। পাশে বসা মুসা। বৃষ্টি আরও বেড়েছে এখন। বৃষ্টির চাদরে ঢাকা পুরো শহরটাকেই কেমন স্তব্ধ করে দিয়েছে। শহরের মতোই স্তব্ধ হয়ে আছে কিশোরও, গভীর চিন্তায় মগ্ন।

'কী ভাবছ?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'এভাবে গায়েব হতে পারে না কোনো প্লেন,' জবাব দিল কিশোর, 'যদি ইঞ্জিনে গোলমাল হয়ে থাকে, তাহলে কাউকে রেডিও-মেসেজ পাঠালেন না কেন হ্যারল্ড আংকেল? আর যদি প্লেনটা ধসে পড়ে থাকে, তাহলে ইএলটি মেশিন সংকেত পাঠাল না কেন? ওগুলো স্বয়ংক্রিয় মেশিন, বিপদ হলে সঙ্গে সঙ্গে সংকেত পাঠায়।'

'একটা কথা ভুলে যাচ্ছ, রেডিও আর ইএলটি, দুটোই মেশিন, বিদ্যুতে চলে,' মুসা বলল, 'তার মানে হলো, দুটোই নষ্ট হয়ে যেতে পারে, যেকোনো সময়।'

'সেটা হলে বড়ই কাকতালীয় বলতে হবে,' কিশোর বলল, 'কারণ, দুটো মেশিনকে একসঙ্গে যুক্ত করা হয় না, আলাদা আলাদাভাবে চলে। রেডিওটা পাওয়ার পায় প্লেনের ইলেকট্রিক লাইন থেকে, আর ইএলটি চলে ব্যাটারিতে।'

'কী বলতে চাও?' ভুরু নাচাল মুসা, 'কেউ ইচ্ছে করে যন্ত্রপাতি নষ্ট করে রেখেছিল প্লেনটাকে ধসানোর জন্য? দুটো যন্ত্রেই কারসাজি করে রেখেছিল, যাতে ওগুলো কাজ না করে?'

'ডন ডপলারের বিষয়ে আমি দুটো কথা শুনেছি,' ঘুরিয়ে জবাব দিল কিশোর, 'এক : ভীষণ বড়লোক তিনি। আর দুই : তাঁর শত্রুর অভাব নেই।'

'তার মানে তুমি এটাকে অ্যাক্সিডেন্ট বলতে নারাজ?' মুসার প্রশ্ন।

'আমি এখনই কোনো সিদ্ধান্ত দিতে চাই না,' কিশোর বলল, 'তবে হ্যারল্ড আংকেলের স্বার্থে, ডন ডপলারের ব্যাপারে আমি আরও কিছু তথ্য জানতে চাই।'

'এ কারণেই কারিনা ডপলারের সঙ্গে দেখা করার জন্য এত আগ্রহ তোমার,'

Generated by CamScanner from intsig.com

বলতে বলতে হিট ডায়ালটা চালু করে দিল মুসা, 'বুঝলাম।'

সাতটার দিকে ডপলারের বিশাল স্টোরটায় পৌছল ওরা। পার্কিং লটটা গাড়িতে ঠাসা। খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে নিজেদের গাড়ি রাখার একটা জায়গা দেখতে পেল কিশোর আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজে।

ওপরতলায়, ছুটির দিনের ক্রেতায় গিজগিজ করছে স্টোর। বাজনা বাজছে। জিনিস কিনতে আসা বাচ্চাদের লম্বা সারির আড়ালে ঢাকা পড়ায় সান্তা ক্লজকে প্রায় চোখেই পড়ছে না মুসার।

'হায় হায়,' নিজের কপাল চাপড়াল ও, 'এখনো মেরি চাচিকে ক্রিসমাসের উপহার কিনে দেওয়া হয়নি।'

'কাল কেনার চেষ্টা করব,' কিশোর বলল। স্টোরের ডিরেক্টরি দেখায় ব্যস্ত ও।

টপ ফ্লোরে যাওয়ার জন্য এলিভেটরে চড়ল ওরা। জমকালো একটা অফিস এলাকায় ঢুকল। রিসিপশনিস্টকে বলল কিশোর, 'মিস কারিনা ডপলারের সঙ্গে দেখা করতে চাই। ওনার বাবার একটা জরুরি খবর নিয়ে এসেছি।'

'দাঁড়াও, আগে তাঁকে জিজ্ঞেস করে নিই,' কিশোরকে বলে, ফোনের রিসিভার তুলে নিল মহিলা।

দেয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছবি দেখতে পেল কিশোর। পেটমোটা ভুঁড়িওয়ালা একজন মানুষের ছবি, বয়স ষাটের কোঠায়, অর্থাৎ বাষট্টি-তেষট্টি হবে। ভুরু জোড়া এতই পুরু, যেন ছোটখাটো ঝোপ। লোকটাকে কেমন রহস্যময় করে তুলেছে এই ভুরু। চেহারাটা দেখলে মনে হয়, কোথায় যেন অশুভ কিছু রয়েছে তাঁর মধ্যে, ভাবল কিশোর।

'ইনিই বোধ হয় ডন ডপলার,' মুসা বলল।

'দেখো, ছবিটা দেখলে মনে হয় আমাদের দিকে চেয়ে আছেন,' কিশোর বলল লোকটার কালো চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে, 'তাই না?'

'ছবিটা তোলাই হয়েছে ওভাবে—যে তাকাবে, মনে হবে, তার দিকেই চেয়ে আছেন...'

'মিস ডপলার এখন তোমাদের সঙ্গে দেখা করবেন,' রিসিপশনিস্টের কথায় থেমে গেল মুসা, 'এই বারান্দাটা ধরে চলে যাও, শেষ মাথার ঘরটা।'

লম্বা বারান্দার শেষে, একটা ওক কাঠের তৈরি দরজার কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর ও মুসা। দরজার গায়ে বসানো সোনালি প্লেটে খোদাই করে লেখা রয়েছে: কারিনা ডপলার। দরজাটা বন্ধ। অফিসের ভেতর থেকে ভেসে আসছে মহিলা কণ্ঠ। কান পেতে শুনতে লাগল দুজনে।

'আমি জানি,' ভেতরের মহিলা কণ্ঠ বলল ব্রিটিশ উচ্চারণে, 'সবার জন্যই

Generated by CamScanner from intsig.com

কাজ করা কঠিন করে তুলেছে আমার বাবা। বিশেষ করে আমার জন্য। তবে এখন যে কাজটায় হাত দিয়েছি, সেটা ঠিকমতো শেষ করতে পারলে ঝামেলা শেষ...শোনো, ফোনে এসব কথা আলোচনা করা উচিত হবে না। শোফারকে আসতে বলেছি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চলে আসবে। আমি এক কাজ করতে পারি। যাওয়ার পথে তোমার অফিস হয়ে যেতে পারি। ওখানে বসে আমাদের নতুন আইডিয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি। সেটাই ভালো হবে। আচ্ছা, রাখি...'

পরস্পরের দিকে তাকাল কিশোর ও মুসা। আরও একটা মুহূর্ত অপেক্ষা করে দরজায় টোকা দিল কিশোর।

'এসো,' ভেতর থেকে সাড়া দিল মহিলা কণ্ঠ।

দামি জিনিসপত্র দিয়ে রুচিশীলভাবে সাজানো একটা অফিসঘরে ঢুকল দুজন। কাচ লাগানো ডেস্কের ওপাশে কম্পিউটারের সামনে বসে আছে কারিনা ডপলার। হাতে একটা দামি বলপেন। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। সুন্দরী, আকর্ষণীয় একজন মহিলা। কালো চুল টেনে পেছনে বাঁধা। হাতের আঙুলে পরা আংটিতে বসানো হীরা বৈদ্যুতিক আলোয় আগুনের মতো জ্বলছে।

'কী বলবে তাড়াতাড়ি বলো, আমার সময় কম,' আদেশের সুরে বলল কারিনা, 'এমারেল্ডা বলল, আমার বাবার কথা নাকি কী বলবে?'

'মিস ডপলার,' কিশোর বলল, 'আপনার বাবা যে প্লেনে করে স্যাক্রামেন্টো গিয়েছিলেন, সেটা নিখোঁজ হয়েছে।' কীভাবে হারিয়ে গেছে প্লেনটা, জানাল ও। কারিনার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে, বাবার নিখোঁজ হওয়ার খবর শুনে কী প্রতিক্রিয়া হয় লক্ষ করছে। মাঝে মাঝে হাতের কলমটা শুধু ঘোরাচ্ছে কারিনা। এ ছাড়া মুখের ভঙ্গিতে আর কোনো পরিবর্তন নেই।

'আমি জানতে চাই,' কিশোরের কথা শেষ হলে কারিনা বলল, 'হ্যারল্ড এয়ার সার্ভিসের গাফিলতিতে এ ঘটনাটা ঘটেছে কি না। যদি ঘটে থাকে, তাহলে আমি ওদের ছাড়ব না।'

'মেকানিক্যাল সমস্যা হতে পারে,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর, 'আবার ইচ্ছে করেও কেউ ঘটনাটা ঘটিয়ে থাকতে পারে।'

কিশোর লক্ষ করল, আবার কলমটা ঘোরাতে শুরু করেছে কারিনা। জিজ্ঞেস করল, 'আপনার বাবার ক্ষতি করতে পারে, এমন কাউকে কি আপনি সন্দেহ করেন?'

'কয়জনকে সন্দেহ করব?' শপাং করে উঠল কারিনার কণ্ঠ, 'সারা দুনিয়ায় বাবার শত্রু, সামনে পেলে খুন করতেও দ্বিধা করবে না অনেকে। মিথ্যে কথা

Generated by CamScanner from intsig.com

বলা আর লোক ঠকানোয় বাবার জুড়ি নেই।'

'আরেকটু পরিষ্কার করে বলবেন?' অনুরোধের সুরে বলল কিশোর।

'না, বলব না,' কর্কশ কণ্ঠে জবাব দিল কারিনা, 'নিজের বাবার সম্পর্কে এত খারাপ খারাপ কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।'

'স্যাক্রামেন্টোয় কেন গিয়েছিলেন আপনার বাবা, সেটা বলতে নিশ্চয় আপত্তি নেই?'

'তোমরা কে, বলো তো?' কাচের ডেস্কে হাত রেখে ঝুঁকে এল কারিনা, 'তোমরা কি হ্যারল্ড এয়ার সার্ভিসের লোক?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'হ্যারল্ড আংকেল আমাদের এক বন্ধুর মামা।'

'হুঁ!' ভুরু কোঁচকাল কারিনা।

কী ভাবছে মহিলা, বোঝার চেষ্টা করছে কিশোর। মুসার দিকে তাকাল। আবার ফিরল কারিনার দিকে। চোখে চোখে তাকাল। বাবার চোখের সঙ্গে মেয়ের চোখের অবিকল মিল।

কিশোরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বোধ হয় সহ্য করতে পারল না কারিনা। চোখ সরিয়ে নিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল, 'যাও, কথা শেষ। আমি আর সময় দিতে পারব না।'

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত,' কিশোর বলল, 'আপনার বাবার সম্পর্কে কিছু জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে জানাব আপনাকে। গুড নাইট।'

এলিভেটরের কাছে ফিরে এল দুই গোয়েন্দা। এলিভেটরে চড়ে দরজা বন্ধ হওয়ার অপেক্ষা করল। তারপর মুসা বলল, 'আমাদের প্রথম সন্দেহ কারিনা। ফোনে যা বলল ও, এ বিষয়ে তোমার কী মতামত? এই কেসটা যদি আমরা হাতে না নিই, হয়তো চিরকালের জন্যই নিখোঁজ হয়ে যাবেন মহাবড়লোক মিস্টার ডন ডপলার।'

'আরও একটা ব্যাপার,' কিশোর বলল, 'ওর বাবা নিখোঁজ হয়েছে কারিনাকে যখন বললাম, সামান্যতম প্রতিক্রিয়া হলো না ওর, কোনো রকম আবেগ প্রকাশ পেল না। মেয়ে হয়ে বাবার নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় এক বিন্দু দুঃখ পেয়েছে বলে মনে হয়নি।'

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে,' আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজে নিজেদের ভ্যানের কাছে পৌঁছে কিশোর বলল, 'ফোনে যে লোকটার সঙ্গে কথা বলেছে কারিনা, ওর সঙ্গে দেখা করতে যাবে ও। শোফার এসে ওকে নিয়ে যাবে। ওদের পিছু নিলে কেমন হয়? কোথায় যায়, দেখতে পারব।'

'ভালো হয়,' মুসা বলল।

Generated by CamScanner from intsig.com

ভ্যানের দরজা খুলে ড্রাইভিং সিটে বসল কিশোর। মুসা বসল তার পাশে। গাড়িটা রেখেছে বেরোনোর গেটের একেবারে কিনারে। নজর রাখতে লাগল ওরা। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। কালো লম্বা একটা লিমোজিন গাড়িকে স্টোরের আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজের প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকতে দেখল।

'নিশ্চয় এটাই,' মুসা বলল। গাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে দুজন। একটু পরই কারিনা ডপলারকে স্টোর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল। গায়ে বাদামি রঙের কোট। কালো সুট পরা লম্বা একজন লোক নামল লিমোজিন গাড়িটা থেকে। গাড়ির পেছনের দরজা খুলে ধরল। উঠে বসল কারিনা।

'লোকটার চেহারা দেখো, কী বিশ্রী,' মুসা বলল। কিশোরও দেখছে। লোকটার খাটো করে ছাঁটা চুল, নাকের ডগা ভাঙা—কেউ যেন ঘুসি মেরে ভেঙে দিয়েছে।

'হ্যাঁ, ফ্র্যাংকেনস্টাইনের মতো লাগছে,' একমত হলো কিশোর।

লিমোজিনটা অনুসরণ করে পাঁচ মাইল দূরের একটা অফিসের কাছে চলে এল দুজন। বিল্ডিংটার সামনের দেয়াল কাচ দিয়ে তৈরি। বেশির ভাগ জানালাতেই আলো নেই। পার্কিং লটটা প্রায় শূন্য। নজরে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ভেতরে ঢুকল না কিশোর, গাড়ি নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে বসে রইল।

ঘন বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে এখন মনে হচ্ছে যেন বৃষ্টির চাদর। সেই চাদরের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল দুজনে। গাড়ি থেকে নেমে বিল্ডিংয়ের প্রবেশপথের দিকে এগিয়ে গেল কারিনা। গাড়ি নিয়ে চলে গেল শোফার, বিল্ডিংয়ের পাশ ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিল্ডিংয়ে ঢুকল কারিনা। দরজা খুলে লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে দৌড় দিল কিশোর। মুসাও ওকে অনুসরণ করল।

'কোন তলায় এলিভেটর থামে, সেটা দেখব,' কিশোর বলল, 'শোফারকে বিদায় করে দিয়েছে। তার মানে কিছুক্ষণ এখানেই থাকবে কারিনা।'

'কিশোর, দেখো,' হঠাৎ বলে উঠল মুসা।

বিল্ডিংয়ের পাশ ঘুরে একটা কালো গাড়ি বেরিয়ে এসেছে। ধীর গতিতে এগোচ্ছে কিশোরদের গাড়িটার দিকে। বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকারে একটা কালো ছায়ার মতো। আশ্চর্য, ভাবছে মুসা, গাড়িটা হেডলাইট নিভিয়ে রেখেছে কেন?

'লিমোটাই তো,' ফিসফিস করে বলল কিশোর, 'অবাক কাণ্ড...'

হঠাৎ জ্বলে উঠল লিমোজিনের হেডলাইট। গতি বাড়িয়ে ছুটতে লাগল। রাস্তায় জমে যাওয়া বৃষ্টির পানিতে চাকা ঘোরার শব্দ হচ্ছে। গর্জন করে ওদের দিকে ছুটে আসতে লাগল গাড়িটা।

Generated by CamScanner from intsig.com

তিন

'আমাদের মারতে আসছে!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

গাড়িটার কাছ থেকে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করল দুজনে। কিন্তু ঠিকই পেছনে লেগে রইল ওটা। নিজেদের ভ্যানের দিকে ছুটছে ওরা। বুঝতে পারছে, লিমোজিনের সঙ্গে পারবে না।

'বাঁয়ে!' চেঁচিয়ে বলল কিশোর। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গেল মুসা। আচমকা মোড় নিতে গিয়ে ভিজে থাকা রাস্তায় পা পিছলে পড়ে গেল কিশোর। লিমোজিনের ইঞ্জিনের গর্জন কানে এল ওর, মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূর দিয়ে পাশ কাটাল গাড়িটা।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। দেখল, তীক্ষ্ণ মোড় নিয়ে লিমোজিনটা আবার ঘুরতে শুরু করেছে। জমে থাকা পানিতে দ্রুত বেগে গাড়ি ঘোরাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারাল ড্রাইভার, অল্পের জন্য একটা পার্ক করে রাখা গাড়িতে গুঁতো লাগল না। চারপাশে তাকাল কিশোর। আত্মরক্ষার জায়গা খুঁজল। কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না। বাড়িটার প্রবেশপথও এখান থেকে অনেক দূরে।

'আবার আসছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা। গর্জন করে ছুটে আসছে লিমোজিন।

'ভ্যানের দিকে যাও!' চেঁচিয়ে বলল কিশোর, 'জলদি।'

পায়ের দিকে মনোযোগ রাখল এবার ও, যাতে আবারও না পিছলায়। ছোট্ট একটা ভুলও এখন মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে। ভ্যানের কাছাকাছি এসে পকেট থেকে চাবিটা বের করল ও।

'তাড়াতাড়ি করো!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। পেছনে লিমোজিনের গর্জন শুনতে পাচ্ছে।

ভ্যানের কাছে পৌঁছে গেল কিশোর। চাবি ঢুকিয়ে দিল দরজার তালায়। হ্যাঁচকা টান দিয়ে দরজা খুলে ফেলল। অন্য পাশ থেকে ডাইভ দিয়ে ভেতরে ঢুকল মুসা। সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে বসল। এ পাশ থেকে তাড়াহুড়ো করে ভেতরে ঢুকল কিশোর। টান দিয়ে দরজা লাগানোর সময় দেখল, মারাত্মক গতিতে ছুটতে গিয়ে ভেজা মাটিতে পিছলে গেল লিমোজিনের চাকা। গাড়ির পেছনটা শাঁ করে ঘুরে গেল আধপাক। ব্রেক কষে কোনোমতে ভ্যানের গায়ে

Generated by CamScanner from intsig.com

গুঁতো খাওয়া এড়াল চালক।

'ওই ব্যাটা শোফারও না, শোফারের জাতও না,' দরজার লক আটকে দিতে দিতে বলল কিশোর, 'ও একটা পাগল!'

সিটে বসে দেখতে লাগল দুজনে, এরপর কী করে লোকটা। বৃষ্টির মধ্য দিয়ে অস্পষ্টভাবে ড্রাইভারের চেহারাটা দেখতে পেল মুসা। লোকটার ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি দেখে গা জ্বলে গেল ওর।

'মনে হয় আমাদের ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চেয়েছে,' কিশোর বলল।

'কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'জানতে হবে,' বলে ইগনিশন কি-তে মোচড় দিল কিশোর, 'তবে পরে।'

গাড়িটা পার্কিং লট থেকে বের করে আনল ও। লিমোজিনের ড্রাইভার ওদের অনুসরণ করছে না দেখে খুশি হলো। একটা চোখ রিয়ার ভিউ মিররে রেখে চালাতে লাগল কিশোর। এয়ারপোর্টে চলল। ফিরে এল হ্যারল্ড এয়ার সার্ভিসের হ্যাঙারে।

এক পাশের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল কিশোর ও মুসা। কিন্তু কাউকে দেখল না।

'রবিন!' ডাকল মুসা। ইস্পাতের দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলল ওর কণ্ঠ।

'এই যে, এখানে,' হ্যাঙারের পেছন থেকে সাড়া দিল রবিন।

এগিয়ে গেল কিশোর ও মুসা। হ্যাঙারের পেছনে একটা কাঠের তৈরি ঘরের ভেতর দেখতে পেল রবিনকে। ঘরটা মিস্টার হ্যারল্ডের অফিস। মামার ডেস্কে বসে আছে রবিন। ওর পাশে দাঁড়ানো খাকি পোশাক ও চামড়ার জ্যাকেট পরা একজন অল্প বয়সী লোক।

'কোনো খবর পেলে?' রবিনকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'না,' মাথা নাড়ল রবিন, 'পিট আর আমি আঠার মতো লেগে রয়েছি টেলিফোনের সঙ্গে। কিন্তু মামার কোনো খবরই পাচ্ছি না।' কিশোর ও মুসার সঙ্গে পিটের পরিচয় করিয়ে দিল রবিন, 'ও পিটার গ্লেনসন। মামার একজন পাইলট।'

'হাই,' বলে হাত বাড়িয়ে দিল পিটার, 'আমি পিট। কেমন আছ তোমরা?' একে একে হাত মেলাল কিশোর ও মুসার সঙ্গে।

লম্বা, আন্তরিক একজন মানুষ পিট। বয়স তিরিশের কাছাকাছি। খাটো করে ছাঁটা বাদামি চুল। হাত মেলানোর সময় লক্ষ করল কিশোর, লোকটার গভীর সবুজ চোখে উদ্বেগের ছায়া, নিশ্চয় মিস্টার হ্যারল্ডের জন্য।

একটা চেয়ারে বসল কিশোর। দেয়ালে লাগানো অসংখ্য প্লেনের ছবি—ফটোগ্রাফ, সেগুলো দেখতে লাগল মুসা। একটা ছবিতে একটা এফ-১৬

Generated by CamScanner from intsig.com

প্লেনের পাশে দাঁড়ানো এয়ার ফোর্সের ইউনিফর্ম পরা একজন সুদর্শন মানুষের ছবি। ছবিটার সামনে এসে দাঁড়াল মুসা।

রবিন জানাল, 'উনিই আমার হ্যারল্ড মামা। বিশ বছর ধরে এয়ার ফোর্সে ফাইটার পাইলটের কাজ করেছে।'

'শুনছি, দক্ষ পাইলট হিসেবে এয়ার ফোর্সে সুনাম ছিল মিস্টার জিম হ্যারল্ডের,' পিট বলল।

'পিটও এয়ার ফোর্সে ফাইটার পাইলট ছিল,' রবিন বলল, 'গত বছর ফোর্সের চাকরি থেকে রিটায়ার করে মামার কোম্পানিতে চাকরি নিয়েছে।'

'তার মানে আপনিও ওস্তাদ পাইলট,' কিশোর বলল।

শ্রাগ করল পিট। বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'আমি কী জানি না, তবে এয়ার ফোর্সের ফাইটার প্লেন চালাতে পাইলটদের দক্ষ হতেই হয়।'

'ফাইটার জেট চালাতে কেমন লাগে, বলুন তো?' প্রশ্ন করল মুসা।

'কেমন লাগে?' একটা মুহূর্ত যেন মনে মনে জবাব খুঁজে বেড়াল পিট। তারপর বলল, 'সেটা ভাষা দিয়ে বোঝানো যাবে না, বাস্তব অভিজ্ঞতার ব্যাপার। তবে এটুকু বলতে পারি, কয়েক ঘণ্টার জন্য পাখি হয়ে যাওয়া...এক অদ্ভুত আনন্দ!'

'আমারও পাখি হতে ইচ্ছে করছে,' মুসা বলল।

'আমারও,' বলল কিশোর।

'যাক, মনে হয় তোমাদের বোঝাতে পারলাম,' উজ্জ্বল হাসি হেসে বলল পিট। 'ভালোই লাগছিল তোমাদের সঙ্গে কথা বলে, কিন্তু এখন আমাকে যেতে হবে। কাজ ফেলে এসেছি। একটা বিচক্র্যাফ্‌ট মেরামত করছি। রবিন, আমাকে প্রয়োজন হলে ডেকো।'

এয়ার ফোর্সের অভ্যাসটা যায়নি এখনো, তাই ছোট্ট একটা স্যালুট করে বিদায় জানাল। ঘুরে দাঁড়িয়ে কুইক মার্চ করে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল ও।

'খবরটা কীভাবে নিল কারিনা?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

যা যা ঘটেছে সব খুলে বলল কিশোর।

কিশোর থামলে মুসা বলল, 'কারিনার ড্রাইভারটা একটা বদ্ধ উন্মাদ।'

'তাহলে তোমাদের ধারণা,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল রবিন, 'মামার প্লেনটাতে কেউ কারসাজি করে রেখেছিল, ডন ডপলারকে খুন করার জন্য?'

'আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না,' কিশোর বলল, 'ডপলারের মেয়ে কারিনাই এখন আমাদের প্রধান সন্দেহভাজন। এমন কোনো তথ্য কি আমাদের দিতে পারো, যেটা এই রহস্য সমাধানে কাজে লাগতে পারে? এমন কিছু, যেটা তোমার

Generated by CamScanner from intsig.com

মামাকে বলেছিলেন ডপলার?'

'আজকের আগে,' রবিন জবাব দিল, 'ডন ডপলারকে কখনো দেখেইনি মামা। তবে, তোমরা বেরিয়ে যাওয়ার পর মামার ডেস্ক ঘেঁটে এই জিনিসটা পেয়েছি আমি।' ছোট একটা চামড়ায় বাঁধানো নোটবুক বের করে দিল ও। 'মামার জার্নাল।'

'কী আছে এতে?' ভুরু নাচাল কিশোর।

বইটা খুলে একটা পৃষ্ঠা বের করল রবিন, 'এই যে, এটা পড়ো।' খোলা নোটবুকটা কিশোরের দিকে ঠেলে দিল ও। হাতে লেখা রচনাটা কয়েক দিন আগে লেখা হয়েছে। দ্রুত পড়ে ফেলল কিশোর।

'এতে জানা যায়,' মুখ তুলে বলল রবিন, 'মামা তার একজন নিয়মিত ক্লায়েন্টকে সন্দেহ করে। লোকটা একজন ফিনানসিয়াল কনসালট্যান্ট, নাম মার্টিন ক্রুজ।'

'কেন তোমার মামা একজন ক্লায়েন্টকে সন্দেহ করবেন?' মুসার প্রশ্ন। উঠে দাঁড়িয়ে কিশোরের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল ও। কিশোরের কাঁধের ওপর দিয়ে রবিনের দিকে তাকাল।

'ইদানীং একটা চোরাচালানের কাজে মামার প্লেন ব্যবহার করা হয়েছে,' রবিন বলল, 'তাতে আইনের ঝামেলায় পড়তে হয়েছে মামাকে, আর তাই বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে।'

'মার্টিন ক্রুজ যদি চোরাচালানি হয়ও,' কিশোর বলল, 'এর সঙ্গে ডপলারের সম্পর্ক কোথায়?'

'এ ব্যাপারে খবর তেমন বের করতে পারেনি মামা। তবে একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে ক্রুজের ব্যাংকের বিষয়ে ইন্টারেস্টিং তথ্য জানতে পেরেছে। পরের পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে সেটা।'

তাড়াতাড়ি পরের পৃষ্ঠাটা ওল্টাল কিশোর। পৃষ্ঠার লেখাটা পড়তে লাগল। মুসাও আগ্রহী ভঙ্গিতে ওর কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে এল। লেখাটা পড়ার পর মুখ তুলে কিশোর বলল, 'তোমার মামাকে দেওয়া ক্রুজের সমস্ত চেক তাহলে ডপলার করপোরেশন থেকেই এসেছে।'

'এই তথ্যটা আমাদের তদন্তের কাজে সাহায্য করবে?' কিশোরের দিকে তাকাল মুসা।

'তা জানি না,' কিশোর বলল, 'তবে এই চেক নেওয়া থেকে প্রমাণিত হয় না, ক্রুজ অপরাধী।'

'এতে একটা জিনিস প্রমাণিত হয়, ক্রুজের সঙ্গে ডপলারের ব্যক্তিগত

Generated by CamScanner from intsig.com

পরিচয় ছিল,' মুসা বলল।

'নোটবুকে গতকালকের তারিখে মামা লিখেছে,' রবিন বলল, 'ডপলারের সঙ্গে দেখা হলে ক্রুজকে চেনে কি না তাঁকে জিজ্ঞেস করবে। এই জার্নালে এটাই মামার শেষ লেখা।'

নোটবুকটা রবিনকে ফিরিয়ে দিল কিশোর।

'হুঁ, এবার বলো,' কিশোরকে প্রশ্ন করল মুসা, 'এই তথ্য থেকে কী বোঝা গেল?'

'একটা কথাই বোঝা গেল,' জবাব দিল কিশোর, 'ডপলার করপোরেশনের কোনো একটা শাখা থেকে টাকা পেত ক্রুজ।'

'ডপলার হয়তো কোনো অন্যায় কাজের সঙ্গে জড়িত,' মুসা বলল, 'আর ওই কাজের জন্য ক্রুজকে টাকা দিয়েছেন।'

'হতে পারে,' কিশোর বলল, 'আবার এ-ও হতে পারে, ডপলারের বিশাল প্রতিষ্ঠানের কোথাও সম্পূর্ণ বৈধ কাজকর্মই করে থাকে ক্রুজ।'

'রবিন, ক্রুজের ওপর কোনো ফাইল-টাইল তৈরি করেছেন নাকি তোমার মামা?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

ডেস্ক থেকে একটা ম্যানিলা খাম তুলে নিল রবিন, 'এই যে।'

আগ্রহের সঙ্গে খামটা খুলে ভেতরের কাগজগুলো বের করল কিশোর। চালানের কাগজ। উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে বলল, 'হ্যারল্ড এয়ারের প্লেনে ক্রুজ যাতায়াত করেছে এ বছরের ফেব্রুয়ারি, এপ্রিল, জুন, আগস্ট আর অক্টোবর মাসে। খেয়াল করে দেখো, এক মাস পর পর ও সান ফ্রান্সিসকোয় গিয়েছে। তার মানে ওখানেই ওর কাজ। ওর ভ্রমণের সময়সূচিতে আগামী কালকের তারিখ রয়েছে। ২০ ডিসেম্বর।'

'আরেকটা বিশেষ তথ্য—সব সময়ই ওর প্লেনের পাইলট হয় পিটার গ্লেনসন,' কিশোরের কাঁধের ওপর দিয়ে কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। 'রবিন, ক্রুজের ব্যাপারে পিটকে কিছু জিজ্ঞেস করেছ?'

'করেছি,' রবিন জানাল, 'কিন্তু পিট জানিয়েছে, নিজের ব্যবসার বিষয়ে কখনো কোনো কথা বলে না ক্রুজ।'

'এখানে দেখা যাচ্ছে, ক্রুজের অফিসের ঠিকানা হলো ১০১৬ স্প্রিং স্ট্রিট,' চালানের কাগজ দেখে বলল কিশোর, 'অথচ ওটা একটা আবাসিক এলাকা। মনে হচ্ছে, বাড়িতে বসেই কাজ করে ক্রুজ। মুসা, যাবে নাকি একবার ওখানে? গিয়ে দেখে আসি চলো, ক্রুজের ব্যাপারে আর কিছু জানা যায় কি না?'

'যদি রবিনের কোনো আপত্তি না থাকে,' মুসা বলল।

Generated by CamScanner from intsig.com

'যাব,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল রবিন, 'এখানে বসে থাকতে আর ভালো লাগছে না। বরং তোমাদের সঙ্গে গিয়ে ঘুরে আসা যাক।'

*

ভারী বৃষ্টি আর কুয়াশায় ঢেকে গেছে রকি বিচ শহরটা। গাড়ি চালানোর সময় রাস্তার দিকে বাড়তি নজর দিতে হচ্ছে কিশোরকে। অবশেষে স্প্রিং স্ট্রিটের ব্লক ১০০০ সিরিজে ঢুকল গাড়ি। কয়েকটা বাড়ি পেরিয়ে এসেই ক্রুজের বাড়িটা পাওয়া গেল। ওটার সামনে গাড়ি থামাল কিশোর।

'ক্রুজ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে, অথবা বাড়ি নেই,' ভ্যান থেকে নামতে নামতে মুসা বলল। অন্ধকার বাড়িটার দিকে এগোল ও।

হাত তুলে ডান দিকে দেখিয়ে কিশোর বলল, 'মুসা, তুমি ওদিকে যাও। রবিন, তুমি আমার সঙ্গে এসো।'

কিশোর আর রবিন বাড়ির এক পাশের সমস্ত জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল, মুসা চলে গেছে অন্য পাশে। বাতি নেভানো। পর্দা টানা। ভেতরে কী আছে বোঝার চেষ্টা করল ওরা। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ভ্যানে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা।

'খুব বেশি আসবাবপত্র নেই ঘরে,' কিশোর বলল, 'একটা ঘর আছে যেটাকে অফিসের মতো লাগল। কিন্তু কম্পিউটার নেই, ফাইলপত্র নেই, ফ্যাক্স মেশিন নেই—এসব ছাড়া বাড়িতে বসে কীভাবে কাজ করে লোকটা?'

'বেডরুমের আলমারি খোলা,' মুসা জানাল, 'মাত্র দুটো তাক আছে আলমারিতে। একজন ফিনানসিয়াল কনসালট্যান্টের আলমারিতে আরও বেশি তাক থাকার কথা। কী মনে হয় তোমাদের?'

'রবিন, তোমার কিছু চোখে পড়েছে?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'রান্নাঘরের মেঝেতে ফেলে রাখা একটা যন্ত্রপাতির ব্যাগ দেখেছি,' রবিন বলল, 'অনেকেই বাড়িতে টুকটাক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি রাখে। কিন্তু আমি যেটা দেখেছি, সেটা অনেক বড় ব্যাগ। পেশাদার মিস্ত্রি কিংবা টেকনিশিয়ানরা ব্যবহার করে।'

'সন্দেহজনক,' মুসা বলল।

গাড়িতে উঠল তিনজন। চালক এবার মুসা।

'তেমন অস্বাভাবিক কোনো কিছুই দেখিনি আমরা,' কিশোর বলল, 'তবে দেখার সুযোগও পাইনি।' নিজেকেই যেন বলল ও, 'ভিতরের আলো নেভানো। তা ছাড়া পর্দা টানা। বাইরের আলো যতটুকু ঢুকতে পেরেছে, সেই আলোয় পর্দার

Generated by CamScanner from intsig.com

অতি সামান্য ফাঁক দিয়ে দেখে তেমন কিছু চোখে পড়ে না। লোকটা আসলেই ফিন্যানশল কনসালট্যান্ট কি না বোঝা গেল না।'

'আমাদের সন্দেহের তালিকায় তাহলে দুজন লোকের নাম যোগ হলো এখন,' মুসা বলল, 'কারিনা ডপলার আর মার্টিন ক্রুজ।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'এরপর কী করব?'

রাস্তার পাশে এক সারি ফাস্ট ফুডের দোকান দেখা গেল। বৃষ্টির মধ্যে ওগুলোর সাইনবোর্ডের উজ্জ্বল রঙিন আলোগুলো কাঁপা-কাঁপাভাবে চমকাচ্ছে। মুসা বলল, 'কোথাও থেমে একটা করে বার্গার খেলে কেমন হয়?'

'ভালোই হয়,' রবিন বলল, 'এসব উত্তেজনায় খাওয়ার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। অনেকক্ষণ পেটে কিছু পড়েনি।'

একটা দোকানের সামনে গাড়ি থামাল মুসা।

চিজবার্গার আর ফ্রেঞ্চফ্রাই খেয়ে নিয়ে আবার গাড়িতে ফিরে এল তিনজন। আবার ড্রাইভিং সিটে বসল মুসা। গাড়ি চালাল শহরের বৃষ্টিভেজা রাস্তা দিয়ে।

'আজ রাতে আর কিছু করতে পারব বলে মনে হয় না,' কিশোর বলল, 'কিন্তু কাল আবার হ্যাঙারে দেখা করতে পারি, হয়তো তখন হ্যারল্ড আংকেলকে সশরীরেই দেখতে পাব।'

বাইরে তাকিয়ে আছে ও। দেখল, রাস্তার একটা ক্রসিংয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে গাড়ি।

মুসাকে গতি কমাতে না দেখে অবাক হলো কিশোর, 'মুসা, সামনে ট্রাফিক পোস্ট। এই মুসা, শুনতে পাচ্ছ না?'

'পাচ্ছি তো,' মুসা বলল। ব্রেক পেড্‌ল্ চেপে ধরেছে, 'কিন্তু গতি কমাতে পারছি না।'

'তার মানে?' সতর্ক হয়ে গেল কিশোর। ড্যাশবোর্ডের আলোয় মুসার চেহারার উদ্বেগ দেখতে পাচ্ছে।

'মানে, ব্রেক কাজ করছে না,' আবারও ব্রেক পেড্‌লে জোরে চাপ দিল মুসা। লিভার ধরে কয়েকবার টানাটানি করার পর বলল, 'ইমার্জেন্সি পেড্‌ল্‌ও কাজ করছে না।' দ্রুত দুই পাশে তাকিয়ে দেখল, কোনো দিকে সরে যাওয়া যায় কি না। দুই পাশেই গাড়ির সারি। সরার জায়গা নেই।

ওদের সামনে যে রাস্তাটা ক্রস করেছে ওটাতে লাল বাতি জ্বলছে। হলুদ বাতি জ্বলল। ওটার সবুজ রং আর নিজেদের রাস্তার লাল রং জ্বলে ওঠার আগেই ট্রাফিক পোস্ট দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। শক্ত করে স্টিয়ারিং হুইল চেপে ধরল মুসা। সামনের গাড়িটাকে জায়গা দেওয়ার জন্য ঘন ঘন হর্ন বাজাতে লাগল।

Generated by CamScanner from intsig.com

সাইড দিল গাড়িটা। পাশ কাটিয়ে বেরিয়েও এল মুসা। কিন্তু লাভ হলো না। অন্য রাস্তাটায় সবুজ আলো জ্বলে উঠেছে। চলতে শুরু করেছে গাড়িগুলো।

'হর্ন দাও, হর্ন দাও!' চেঁচাতে লাগল কিশোর।

বিশাল একটা দৈত্যাকার ম্যাক ট্রাক ধীর গতিতে ওদের সামনে দিয়ে পার হতে লাগল। সোজা গেলে ওটার পেটের নিচে ঢুকে যাবে ভ্যান।

আর কোনো উপায় না দেখে ট্রাফিক পোস্টের কাছে এসে বাঁয়ে কাটল মুসা। ট্রাকটা যেদিকে চলেছে সেদিকে। গাড়িটার পাশে জায়গা কম। সামান্যতম সরল তো না-ই, হর্ন দিয়ে সরে এসে মুসাকে আরও কোণঠাসা করে ফেলল ট্রাক। সরতে গিয়ে রাস্তার পাশের একটা গাছের গায়ে গুঁতো লাগাল ভ্যানের নাকের কোনা। সামনের দিকে প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল তিনজনে। সেফটি বেল্ট পরা থাকায় বেঁচে গেল। বেল্টে টান লেগে ঝটকা দিয়ে আবার পেছনে সরে এল তিনটি দেহ।

সামনে বিশ ফুট দূরে চলে গেছে ট্রাকটা। ক্রমেই মিলিয়ে গেল ওটার ইঞ্জিনের শব্দ।

চার

কয়েকটা মুহূর্ত বিমূঢ় হয়ে গাড়িতে বসে রইল তিন গোয়েন্দা। যেন ঘোরের মধ্যে। মৃদু ফুটফুট শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল ভ্যানের ইঞ্জিন।

'এই, তোমরা ঠিক আছ? অবশেষে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'ব্যথা পাওনি তো?'

'ব্যথার খবর জানি না, তবে আস্তই আছি আমি,' জবাব দিল কিশোর।

'আমিও,' রবিন জানাল, 'খুব ভালোভাবেই সামলেছ, মুসা।'

সিটবেল্ট খুলে নিয়ে টলমল পায়ে গাড়ি থেকে নামল তিনজনই। কয়েকটা গাড়ির ড্রাইভার থেমে জিজ্ঞেস করল ওদের কোনো সাহায্য লাগবে কি না। মানা করে দিল কিশোর।

'ভালো গুঁতোই লেগেছে,' গাছের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে কোকের টিনের মতো দুমড়ে গেছে ভ্যানের সামনের অংশ, সেদিকে তাকিয়ে বলল মুসা, 'আর চালানো যাবে না।'

Generated by CamScanner from intsig.com

'কিশোর,' নিজের ঘাড়ে হাত বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'শেষ কবে গাড়ির ব্রেক চেক করেছিলে?'

'মনে নেই,' কিশোর জবাব দিল, 'মনে করেও এখন আর কোনো লাভ নেই। কিন্তু...'

'কিন্তু কী?' রবিনের প্রশ্ন। তবে জবাবের অপেক্ষা না করেই বলল, 'মামা একটা কথা সব সময়ই বলে—ব্রেক চেক না করে ভুলেও কখনো কোনো প্লেন নিয়ে উড়বে না।'

'সেটাই তো করা উচিত,' মুসা বলল, 'তুমি কি বলতে চাও এই গাড়িটার ব্রেকে কেউ কারসাজি করে রেখেছে, যাতে চালানোর সময় গোলমাল করে?'

'হ্যাঁ,' উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোর, 'ব্রেক-লাইনের ভেতর থেকে তেলটা ফেলে দিয়েছে কেউ। আমরা যখন বার্গার খেতে ঢুকেছিলাম, তখন। এই আবহাওয়ায় লোকটার কুকর্ম কারোরই চোখে পড়ার কথা নয়।'

হাত তুলল রবিন, 'এই "কেউ"টা কে?'

'এমন কেউ, যে চায় না, এই কেসের সমাধান করি আমরা,' কিশোরের হয়ে জবাবটা দিল মুসা, 'হয় কারিনার সেই শোফারটা। আমাদের অনুসরণ করেছে। নয়তো মার্টিন ক্রুজ। ওর বাড়িতে উঁকি দিতে দেখেছে আমাদের। ওর বাড়ির রান্নাঘরে বড়সড় একটা টুল বক্স ফেলে রাখার মানে হলো যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহার করতে জানে ও।'

সামনে রাস্তার পাশে একটা স্টোর দেখাল কিশোর, 'ওখান থেকে আমাদের বাড়িতে ফোন করে বোরিস কিংবা রোভারকে আরেকটা গাড়ি নিয়ে আসতে বলব। তারপর ভ্যানটা গ্যারেজে পাঠানোর জন্য টো ট্রাক কোম্পানিকে খবর দেব।'

তুমুল বৃষ্টি শুরু হলো আবার। সেই সঙ্গে কনকনে ঠান্ডা ঝোড়ো হাওয়া হাড়ের মজ্জা ভেদ করে ঢুকে যেতে চাইল।

'উফ্!' কেঁপে উঠে রবিন বলল, 'কী ঠান্ডা! এই কিশোর, কী ভাবছ?'

'ভাবছি,' কিশোর বলল, 'বিপদ মাত্র শুরু হয়েছে। এই কাজটা করতে গেলে আরও বড় বিপদে পড়তে হবে আমাদের। এমন কারও পেছনে লেগেছি আমরা, যে খুন করতেও দ্বিধা করে না।'

*

পরদিন সকালেও ঠান্ডা কমল না, যদিও আকাশ মেঘমুক্ত, পরিষ্কার হয়ে গেছে। সাতটা নাগাদ এয়ারপোর্টে যাওয়ার পথে মুসা ও কিশোরদের বাড়ি থেকে

Generated by CamScanner from intsig.com

ওদের নিজের গাড়িতে তুলে নিল রবিন। এখনো মিস্টার হ্যারল্ডের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। রবিনের লাল চোখ দেখেই বোঝা গেল, রাতে ভালো ঘুম হয়নি ওর। সারা রাতই নিশ্চয় খোঁজখবর করে কাটিয়েছে। রবিনের বাবা-মা বেশ কিছুদিনের জন্য ইয়োরোপ ভ্রমণে গেছেন। বাড়িতে একাই থাকে রবিন।

'গত রাতে থানায় ফোন করেছিলাম,' কিশোর জানাল, 'ক্যাপ্টেনকে পাইনি। তবে অফিসার রিকিকে পেয়েছি। কারিনা ডপলার ও মার্টিন ক্রুজের কথা জানিয়েছি ওকে। রিকি আমাকে বলেছে, ডপলারের নিখোঁজ হওয়ার কেসটা নিয়ে তদন্ত করছে যে ডিটেকটিভ, তথ্যগুলো তাকে জানিয়ে দেবে।'

রিকি জার্সি রকি বিচ থানার অফিসার। তিন গোয়েন্দাকে ভালোমতো চেনে। অনেকগুলো কেসে তাঁকে সাহায্য করেছে ওরা।

'রিকি আর কিছু বলেনি?' জানতে চাইল রবিন।

'বলেছে,' কিশোর বলল, 'এফবিআই-ও নাকি ডপলারের খোঁজ নিচ্ছে। ওদেরও সন্দেহ, ডপলারের কোনো শত্রুই এসবের পেছনে জড়িত।'

'মামার দুর্ভাগ্য,' গম্ভীর স্বরে বলল রবিন, 'এমন একজন মানুষকে প্যাসেঞ্জার বানিয়েছিল।'

তিরিশ মিনিটের মধ্যেই এয়ারপোর্টের টারম্যাক ধরে গাড়ি চালাল ও। গত রাতের বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে রানওয়ে। দুই পাশে জমে থাকা পানি সাফ করছে কয়েকটা গাড়ি।

হ্যারল্ড এয়ার-ট্যাক্সি সার্ভিসের হ্যাঙারের সামনে গাড়ি থামাল রবিন। পিটার গ্লেনসন একটা লাইটপ্লেন পরীক্ষা করছে। প্লেনটার পেটে বড় বড় করে ইংরেজিতে লেখা : এইচআএস, হ্যারল্ড এয়ার সার্ভিসের সংক্ষেপ।

তিন গোয়েন্দা গাড়ি থেকে নামতেই ওদের 'গুড মর্নিং' জানাল পিট। কোনো রকম ভূমিকা না করে বলল, 'মিলি জানিয়েছে, এখনো মিস্টার হ্যারল্ডের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। সত্যিই তোমার মামার জন্য আমার খুব খারাপ লাগছে, রবিন।'

'থ্যাংকস,' রবিন বলল।

'প্লেনটা রেডি করছি,' পিট জানাল, 'মিস্টার ক্রুজকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যেকোনো সময় চলে আসবেন। আজ তাঁর সান ফ্রান্সিসকোয় যাওয়ার কথা।'

কিশোর ও মুসাকে নিয়ে হ্যাঙারে ঢুকল রবিন। ডেস্কে মিলিকে বসে থাকতে দেখল। ওদের দেখেই মিলি বলল, 'এইমাত্র সিভিল এয়ার প্যাট্রোলের সঙ্গে কথা বললাম। সারা রাত পর্বতে তল্লাশি চালিয়েছে ওরা। ভোরবেলা আবার নতুন এক ঝাঁক প্লেন পাঠিয়েছে। সমস্যাটা হলো, গত রাতে সান্তা মনিকায় প্রচুর তুষারপাত

Generated by CamScanner from intsig.com

হয়েছে। তাতে তল্লাশির কাজটা কঠিন হয়ে উঠেছে।'

তথ্যগুলো জানানোর জন্য মিলিকে ধন্যবাদ দিল রবিন।

ডেস্ক থেকে একটা স্ট্যাপলার তুলে নিল মিলি। জিজ্ঞেস করল, 'কিশোর, কারিনা ডপলারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারটা কেমন হলো?'

'ভালো,' জবাব দিল কিশোর। তবে যা যা ঘটেছে, জানানোর প্রয়োজন মনে করল না। তা ছাড়া মিলিকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় কি না, সেটা এখনো জানে না।

'ওই মহিলাকে আমার ভীষণ পছন্দ,' স্ট্যাপলারের আটকে যাওয়া পিন খোলার চেষ্টা করতে করতে বলল মিলি, 'আমি যা যা ভালোবাসি, সবই আছে ওর। রূপ, টাকা, বুদ্ধি, সব। তা ছাড়া খুব ভালো পোশাক ডিজাইনার ও।'

'ওকে চেনেন নাকি আপনি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'একবার দেখা হয়েছে,' মিলি জানাল, 'কিছুদিন ওর শোফারের কাজ করেছে আমার হবু বর রেড্ডি। হঠাৎই একদিন ওকে চাকরি থেকে বিদায় করে দিল কারিনা। বলল, কী একটা ঝামেলায় নাকি পড়েছে ও, বিপদের সম্ভাবনা আছে। তাই এমন একজনকে দরকার ওর, যে গাড়ি চালানোর সঙ্গে সঙ্গে বডিগার্ডের কাজটাও চালিয়ে নিতে পারবে। এখন রেখেছে একজনকে, উপযুক্ত লোক, চেহারাটা ফ্র্যাংকেনস্টাইনের মতো।'

'ঠিকই বলেছেন,' মুখ ফসকে বলে ফেলল মুসা, 'কবর থেকে তুলে আনা দানবের মতোই। শয়তানিতেও কম যায় না।'

তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়ার জন্য হাতঘড়ি দেখে কিশোর বলল, 'যেকোনো সময় ক্রুজ চলে আসতে পারে। তোমরা দুজন এখন বিদায় হও।'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি,' মুসা বলল।

আপাতত মুসা ও রবিনকে ক্রুজের সামনে আসতে দিতে চায় না কিশোর। ভবিষ্যতে ক্রুজকে অনুসরণ করার প্রয়োজন পড়লে যাতে ওদের চিনতে না পারে।

পিনটা কোনোমতেই খুলতে না পেরে ডেস্কের ওপর স্ট্যাপলারটা ঠুকতে শুরু করল মিলি। তাতেও না পেরে শেষে মাথা থেকে একটা চুলের কাঁটা খুলে নিয়ে সেটা দিয়ে খোঁচাতে লাগল।

'রেড্ডি এখন কী করে?' মিলিকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'এয়ারপোর্টে ট্যাক্সি চালায়,' মিলি বলল, 'রাতের শিফটে কাজ করে। তাই কখনোই এখানে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় না।'

কয়েক মিনিট পর একজন সুবেশী পোশাক পরা লোক ধীরেসুস্থে হেঁটে হ্যাঙারে ঢুকল। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। চোখে দামি টোর্টাস শেলের

Generated by CamScanner from intsig.com

চশমা। হাতের চামড়ার ব্রিফকেসটাও অনেক দামি।

'গুড মর্নিং, মিস্টার ক্রুজ,' তাড়াতাড়ি হাতের স্ট্যাপলারটা ডেস্কে ফেলে দিয়ে, চুল ঠিক করতে লাগল মিলি, 'কফি দেব?'

'ব্ল্যাক, প্লিজ,' মার্টিন ক্রুজ বলল। চেয়ারে বসে ট্রেঞ্চকোটের পকেট থেকে একটা খবরের কাগজ টেনে বের করল।

'এখুনি আনছি,' হেসে কফি মেশিনের দিকে চলে গেল মিলি।

কাগজ পড়তে শুরু করল ক্রুজ। সামনের পাতার হেডলাইনটা দেখতে পেল কিশোর : ধনী কোটিপতি ডন ডপলার নিখোঁজ!

ক্রুজের পাশে রাখা মেটাল চেয়ারটায় বসল কিশোর। যেন কথার কথা বলছে, এমনি ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?'

'সান ফ্রান্সিসকো,' কাগজ থেকে মুখ তোলার প্রয়োজন বোধ করল না ক্রুজ।

'ব্যবসার কাজে?'

'হ্যাঁ।'

'কী কাজ করেন আপনি?'

'কনসালটিং।'

'কী কী বিষয়ে পরামর্শ দেন আপনি?'

'ফিনানশল।'

'তার মানে, আর্থিক বিষয়ে,' কিশোর বলল, 'কিছু মনে করবেন না। আসলে আমি একটু কৌতূহলী স্বভাবের। ফিনানশল কনসালট্যান্টরা কীভাবে কাজ করে এ নিয়ে মাঝে মাঝেই ভাবি আমি।'

কাগজ থেকে মুখ তুলল ক্রুজ। চশমাটা ঠিকই আছে, তবু সেটা ঠিক করে নাকের ওপর বসানো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিশোরের কথায় যেন অস্বস্তিতে পড়ে গেছে লোকটা। অবশেষে বলল, 'ওসব অনেক কঠিন বিষয়, তুমি বুঝবে না।' হঠাৎ উঠে দাঁড়াল ও, 'আমি আসছি।'

বাথরুমের দিকে চলে গেল ক্রুজ। চারপাশে তাকাল কিশোর। এখনো কফি মেশিনে ব্যস্ত মিলি। ওর ডেস্কে চুলের কাঁটাটা পড়ে আছে দেখে চোখের পলকে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর। কাঁটাটা তুলে নিয়ে ক্রুজের ব্রিফকেসের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। কাঁটার চোখা মাথাটা দিয়ে দক্ষ হাতে তালাটা খুলে ফেলল। গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে এসব কাজ আগেও করেছে ও। করতে করতে দক্ষ হয়ে গেছে।

ব্রিফকেসটা খালি। কিচ্ছু নেই ভেতরে।

অবাক হলো কিশোর। আবার ব্রিফকেসের ডালা বন্ধ করে তালা আটকে

Generated by CamScanner from intsig.com

দিল। তারপর মিস্টার হ্যারল্ডের অফিসে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল।

'ফিনানশল কনসালটিংয়ের ব্যাপারে ক্রুজ কিছু জানে কি না আমার সন্দেহ আছে,' ফিসফিস করে মুসা ও রবিনকে বলল কিশোর, 'ওর ব্রিফকেসটা খুলে দেখেছি আমি। একেবারে খালি। একটা সুতোও নেই ভেতরে। লোকটা ভুয়া বলেই মনে হচ্ছে আমার। রবিন, একটা প্লেনের ব্যবস্থা করতে পারবে? ক্রুজকে অনুসরণ করে সান ফ্রান্সিসকোয় যেতে পারলে ও কী করে দেখতে পারতাম।'

'প্লেন দেওয়া যাবে,' রবিন বলল, 'মিলিকে শুধু একটা ফ্লাইট প্ল্যান তৈরি করে অফিসে জমা দিতে হবে, ব্যস।'

'এইমাত্র গ্যারেজে ফোন করেছিলাম,' কিশোরকে জানাল মুসা, 'দিন তিনেকের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে গাড়িটা। ব্রেক লাইনে দুটো ফুটো পাওয়া গেছে। ইমার্জেন্সি ব্রেকের তার কাটা। তার মানে কাল রাতের অ্যাক্সিডেন্টটা সাধারণ অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না।'

দশ মিনিট পর ক্রুজকে নিয়ে উড়ে গেল পিট। ওরা চলে যাওয়ার পরপরই হ্যারল্ড এয়ারলাইনের 'এইচআএস' ছাপ দেওয়া আরেকটা সেজনা কার্ডিন্যাল প্লেন 'প্রিচেক' করে দেখল রবিন। 'প্রিচেক' মানে হলো ওড়ার আগের সবকিছু ঠিকঠাক আছে কি না ভালোমতো দেখে নেওয়া।

ফোর সিটার বিমানটায় চড়ল তিন গোয়েন্দা। সামনে চালকের সিটে বসল রবিন, পাশে কিশোর। ওদের পেছনে মুসা। তিনজনেরই পাইলটের লাইসেন্স আছে। তবে প্রথমে রবিনই চালাতে চাইল। সবাই হেডসেট পরে নিয়ে সিটবেল্ট বাঁধল। সেজনা চালানো ৭২৭ বোয়িংয়ের চেয়ে অনেক সহজ।

'ক্লিয়ার?' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে একজন মেইনট্যান্যান্সম্যানকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন। ক্লিয়ারেন্স পেয়ে ইগনিশন কি-তে মোচড় দিল। জ্যান্ত হলো সেজনার প্রপেলার।

'রকি বিচ গ্রাউন্ড কন্ট্রোল,' হেডসেটের মাইকে বলল রবিন, 'হ্যারল্ড কোম্পানির হ্যাঙারের সেজনা থ্রি-থ্রি-ওয়ান-মাসাই থেকে বলছি। অ্যাকটিভ রানওয়েতে ওঠার জন্য তৈরি।'

'মর্নিং, রবিন,' কণ্ঠটা খ্যাড়খ্যাড় করে বেজে উঠল তিনজনের হেডফোনেই। 'ভিএফআর-এর জন্য আকাশ পরিষ্কার, রানওয়ে ফোর-এর ক্লিয়ারেন্স দেওয়া হলো।'

কিশোররা তিনজনই জানে, 'ভিএফআর' হলো ভিজুয়াল ফ্লাইট রুল, আর এর মানে, পাইলটকে এমন জায়গা দিয়ে উড়তে হবে, যেখানে সব সময় নিচের মাটি চোখে পড়ে।

Generated by CamScanner from intsig.com

ইঞ্জিনের গর্জন বাড়ছে। সেজনাটা ট্যাক্সিইং করে চালিয়ে রানওয়ে ফোর-এ উঠল রবিন। নতুন রেডিও ফ্রিকোয়্যান্সি টিউন করল। 'রকি বিচ টাওয়ার,' বলল ও, 'সেজনা থ্রি-থ্রি-ওয়ান-মাসাই প্লেনটা এখন রানওয়ে ফোর-এ রয়েছে। ওড়ার জন্য ক্লিয়ারেন্স দিন, প্লিজ।'

'সেজনা থ্রি-থ্রি,' টাওয়ার থেকে হেডফোনে জবাব এল, 'টেকঅফের অনুমতি আপনাকে দেওয়া হলো, স্যার।'

থ্রটলের নব চেপে ধরে ঠেলা দিল রবিন। আরও জোরে গর্জন করে উঠল ইঞ্জিন। রানওয়ে ধরে ছুটতে লাগল বিমান। সেজনার গতি আরও বেড়ে যাওয়ার পর কন্ট্রোল হুইলে টান দিল রবিন, স্বচ্ছন্দে প্রজাপতির মতো হালকা ভঙ্গিতে আকাশে উড়াল দিল ছোট্ট সাদা বিমানটা।

'চমৎকার টেকঅফ, রবিন,' প্রশংসা করল কিশোর।

'প্লেন চালানোর হাতেখড়ি ওমর ভাইয়ের কাছে,' সেই দুরন্ত বেদুইন বৈমানিক ওমর শরিফের কথা বলল রবিন, 'আর মামা সেটা শাণ দিয়ে দিয়েছে। তাকে খুঁজে বের করতেই হবে...,' শেষ দিকে আবেগে গলা ধরে এল রবিনের।

'যদি বেঁচে থাকেন,' মনে মনে বলল কিশোর।

কোনাকুনি যতই ওপরে উঠছে প্লেন, নিচে ততই ছোট হয়ে আসছে এয়ারপোর্টের টাওয়ার আর বাড়িঘরগুলো; ছোট হয়ে যাচ্ছে রকি বিচ শহর।

'মুসা, কী রকম লাগছে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'ভালো,' মুসা বলল, 'এত বড় একটা জিনিস কীভাবে বাতাসে ভেসে থাকে ভেবে মাঝে মাঝে খুব অবাক লাগে আমার।'

'পাখিদের মতো করেই ওড়ে,' অ্যালটিমিটারের ডায়ালের দিকে তাকিয়ে কতটা উচ্চতায় রয়েছে দেখল রবিন। 'ওদের ওড়ার প্রতি নকল করেই প্লেন তৈরি করা হয়েছে। তবে যত যা-ই হোক, মানুষ কোনো দিন পাখির মতো স্বাধীনভাবে ডালা মেলে উড়তে পারবে না।'

ওপরের দিকে উঠে চলল প্লেন। শিগগির বাষ্পের মতো সাদা মেঘ দেখা গেল জানালার বাইরে। 'মেঘের ওপরে উঠে গেলে ভালো একটা টেইলউইন্ড পাওয়া যাবে,' রবিন বলল, 'তাতে করে ক্রুজের আগেই আমরা সান ফ্রান্সিসকোয় পৌঁছে বসে থাকতে পারব। এয়ারপোর্ট থেকে ও কোথায় যায়, ট্যাক্সি নিয়ে ওকে অনুসরণ করে দেখতে পারব।'

এরপর সময়টা যেন দীর্ঘ হয়ে গেল। একঘেয়ে আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখার নেই। বেশির ভাগ সময় তাই ঘুমিয়ে কাটাল মুসা ও কিশোর। ঘণ্টা তিনেক পর মেঘ ভেদ করে নেমে এল রবিন। নিচে সান ফ্রান্সিসকো শহরটা দেখা গেল।

Generated by CamScanner from intsig.com

'আমি ক্যাপ্টেন রবিন বলছি,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল ও, 'সান ফ্রান্সিসকোয় আপনাদের স্বাগত। আর হ্যারল্ড এয়ারে ওড়ার জন্য ধন্যবাদ।'

শহরের বাইরের একটা প্রাইভেট এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করল রবিন। সঙ্গে করে বড় একটা তেরপল নিয়ে এসেছে। সেটা দিয়ে ঢেকে দিল বিমানটা। ওকে সাহায্য করল কিশোর ও মুসা। ঢেকে দেওয়াতে দুটো কাজ হবে—রোদবৃষ্টি থেকে নিরাপদে রাখা যাবে প্লেনটা; আর বিমানের গায়ের 'এইচআএস' লেখাটা দেখে সন্দেহ করতে পারবে না ক্রুজ।

এয়ারপোর্টের বাইরে এসে একটা গাড়ি ভাড়া করল ওরা। তাতে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। আধঘণ্টার মধ্যে এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ের সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখল মার্টিন ক্রুজকে।

'ওই যে, সাহেব আসছেন,' মুসা বলল, 'কিন্তু পিট কোথায়?'

'হয়তো এয়ারপোর্টেই রয়ে গেছে, প্লেনের কাছাকাছি,' রবিন বলল, 'পাইলট দোস্ত জোটাতে অসুবিধে হবে না ওর। তাদের সঙ্গে গল্প করে সময়টা কাটিয়ে দিতে পারবে।'

একটা ট্যাক্সিতে চাপল ক্রুজ। ড্রাইভিং সিটে বসা কিশোর বলল, 'এখন দেখা যাক, কোথায় যান আমাদের ভুয়া কনসালট্যান্ট।' রেন্ট-আ-কার থেকে গাড়ি নিয়েছে ওরা। ড্রাইভার নেয়নি। ওরা নিজেরাই চালাতে পারবে। তার জন্য অবশ্য গাড়ির জমার পরিমাণ বেশি দিতে হয়েছে।

সামনের ট্যাক্সিটাকে অনুসরণ করে চলল কিশোরদের গাড়ি। এখানে গাড়ির ভিড় অনেক। তাতে সুবিধেই হলো। ওকে যে অনুসরণ করা হচ্ছে সহজে টের পাবে না ক্রুজ। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করে চলল কিশোর। একটা মস্ত বাড়ির ঘাসে ঢাকা চত্বরে ঢুকল ট্যাক্সিটা। কংক্রিট আর কাচ দিয়ে তৈরি। আকাশ থেকেই এটা দেখেছে ওরা।

'এটা মিউজিয়াম,' হাতের ছোট বইটা দেখে রবিন জানাল। সান ফ্রান্সিসকোর ওপর লেখা ম্যানুয়াল। এয়ারপোর্টের স্টল থেকে কিনেছে। সান ফ্রান্সিসকো শহরের কোথায় কী আছে, সব ম্যাপ এঁকে দেখানো রয়েছে বইটাতে। 'ওয়াশিংটন ডিসির স্মিথসোনিয়ান এয়ার অ্যান্ড স্পেস মিউজিয়ামের আদলে নতুন তৈরি করা হয়েছে এই মিউজিয়ামটা। এটার নাম ফ্রান্সিসকো এয়ার অ্যান্ড স্পেস মিউজিয়াম।'

'আমি ওর পেছন পেছন যাচ্ছি,' গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়ল মুসা, 'তোমরা গাড়িটা পার্ক করে রেখে ভেতরে এসো।'

ক্রুজকে অনুসরণ করে মিউজিয়ামের সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল

Generated by CamScanner from intsig.com

মুসা। কয়েকটা ফুটবল মাঠের সমান মস্ত হলঘরে ছাত থেকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে অসংখ্য প্লেন। দর্শকের ভিড় মুসাকে ক্রুজের নজর এড়িয়ে থাকতে সাহায্য করল।

একটা প্লেনের নিচে গিয়ে দাঁড়াল ক্রুজ। প্লেনটার ডানার বেশির ভাগটাই মোটা কাপড়ে তৈরি। এটা বিখ্যাত সেই 'ফ্লাইয়ার' নামের বিমানটির নকল, ১৯০৩ সালে যেটা বানিয়েছিলেন এরোপ্লেনের আবিষ্কারক রাইট ভাইয়েরা, ইঞ্জিনের সাহায্যে যে প্লেনটা প্রথম আকাশে উড়েছিল।

কয়েক মুহূর্তের বেশি থামল না ক্রুজ। প্রবেশপথের কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকল। ১৯২০ থেকে '৩০-এর দশকে তৈরি কতগুলো বিমানের নিচ দিয়ে এগিয়ে চলল। খোলা ককপিট এই বিমানগুলোর। ক্রুজ এই প্লেনের মিউজিয়ামে এসেছে কেন ভেবে অবাক হলো মুসা। কারও সঙ্গে দেখা করতে? রকি বিচ থেকে এত দূরে নিশ্চয় শুধু পুরোনো বিমানের প্রদর্শনী দেখতে আসেনি?

এরপর, সিঁড়ি বেয়ে মিউজিয়ামের দোতলায় উঠে গেল ক্রুজ। নিরাপদ দূরত্বে থেকে ওকে অনুসরণ করে মুসাও উঠে এল প্রদর্শনী রুমে।

এখানে রয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কতগুলো ফাইটার প্লেন, যেগুলোর চালকেরা একসময় প্রাণ বাজি রেখে বিমানগুলোকে উড়িয়েছিল। এক জায়গায় নাটকীয় ভঙ্গিতে একটা আমেরিকান বাইপ্লেনকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ঝোড়ো আকাশের আবহ তৈরি করা হয়েছে এখানে।

ড্রাইভিং সিটে পুতুল-পাইলট বসিয়ে রাখা একটা জার্মান বাইপ্লেন দেখার ভান করল মুসা। আড়চোখে ক্রুজের দিকে নজর রেখেছে। হঠাৎ ফিরে তাকাল ক্রুজ। চোখাচোখি হয়ে গেল মুসার সঙ্গে। চট করে দৃষ্টি সরিয়ে ফেলল মুসা।

আমি যে ওকে অনুসরণ করছি, মনে হয় ক্রুজ বুঝে ফেলেছে, ভেবে, তাড়াতাড়ি রুম থেকে বেরিয়ে বারান্দায় চলে এল মুসা। আরেকটা রুমে ঢুকতে দেখল ক্রুজকে। ঝুঁকিটা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই ঘরটাতে ঢুকে পড়ল মুসাও।

ঘরটা মঙ্গল গ্রহের আদলে তৈরি। ঝাপসা আলোর ভেতর দিয়ে মুসা দেখতে পেল অসংখ্য গোলাপি ও কমলা রঙের কৃত্রিম পাথরের পাহাড় আর গুহা। তবে ক্রুজকে চোখে পড়ল না। কোথায় গেল? ভুতুড়ে মঙ্গলের নকল প্রকৃতিতে পুতুল নভোচারী, রোবট আর জ্যান্ত দর্শকদের ভিড়ের মধ্য দিয়ে প্রায় ছুটতে শুরু করল ও। বেরোল মিউজিয়ামের আরেকটা বারান্দায়। এখানেও নেই ক্রুজ। আশ্চর্য তো! ভাবল ও। ফিনানশল কনসালট্যান্টরা নিশ্চয় লুকোচুরি খেলায় এত ওস্তাদ হয় না?

মুসার বাঁয়ে রয়েছে একটা কালো রঙের মার্কারি স্পেস ক্যাপসুল, যে

Generated by CamScanner from intsig.com

মহাযানটি আমেরিকান নভোচারীদের নিয়ে সর্বপ্রথম পৃথিবীর কক্ষপথে ঘুরে এসেছিল, তার নকল। আর মুসার ডানে একটা ব্যালকনি, যেটা থেকে গ্রাউন্ড ফ্লোরের পেছনটা চোখে পড়ে।

ব্যালকনির ধাতব রেলিংয়ে বসে আছে একটা ছোট ছেলে। এখানে বসেছে কেন? এত বিপজ্জনক জায়গায়? ভাবছে মুসা, একই সঙ্গে ওর চঞ্চল দৃষ্টি ক্রুজকে খুঁজছে। হঠাৎ ক্যাপসুলটার পেছন থেকে বেরিয়ে এসে মুসার শার্টের কলার চেপে ধরল ক্রুজ, 'খবরদার আমার পেছনে ঘুরবে না, তাহলে সোজা চন্দ্রলোকে পাঠিয়ে দেব!'

মুসাকে জোরে এক ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল ও। মুসার পিঠ ঠেকল কোনো কিছুতে। ভীষণভাবে চমকে গেল, যখন বুঝল, রেলিঙের ওপর বসে থাকা ছেলেটার গায়ে ধাক্কা খেয়েছে।

চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরে গেল মুসা। দেখল, তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে পেছনে উল্টে পড়ছে ছেলেটা।

পাঁচ

চোখের পলকে থাবা মারল মুসা। মরিয়া হয়ে হাত বাড়িয়ে দিল ছেলেটাকে ধরার জন্য। কিন্তু শুধু বাতাস ঠেকল থাবায়।

'বাঁচাও! বাঁচাও!' চিৎকার করছে ছেলেটা। ভাগ্যিস, ঠেলে বেরিয়ে থাকা একটা কার্নিশ ধরে ফেলতে পেরেছে। দুই হাতে কার্নিশ ধরে ঝুলে রয়েছে। তবে বেশিক্ষণ এভাবে থাকতে পারবে না, বুঝতে পারল মুসা।

'ধরে থাকো! আমি আসছি!' ব্যালকনির রেলিং দিয়ে ঝুঁকে বলল ও। বারান্দাটা দেখল। শূন্য। নির্জন।

'বাঁচাও!' মরিয়া হয়ে চিৎকার করল আবার ছেলেটা, 'আমার হাত পিছলে যাচ্ছে!'

রেলিঙে পেঠ ঠেকিয়ে উপুড় হলো মুসা। মাথাটা যতটা সম্ভব নিচে নামিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল। মাত্র আর কয়েক ইঞ্চি বাড়াতে পারলেই ছেলেটার হাত

Generated by CamScanner from intsig.com

ছুঁতে পারে।

'ঝুলে থাকো!' আবার বলল মুসা, 'একটা মিনিট!'

'আর পারছি না!' ককিয়ে উঠল ছেলেটা।

আতঙ্কিত হয়ে মুসা দেখল, কার্নিশে পিছলে যাচ্ছে ছেলেটার আঙুল। পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল, যখন ছেলেটাকে নিচে পড়ে যেতে দেখল।

ঠিক ওই মুহূর্তে ব্যালকনির নিচ থেকে একটা মূর্তিকে দৌড়ে বেরোতে দেখল। দুই হাত সামনে বাড়ানো।

'ধরেছি!' চেঁচিয়ে বলল মূর্তিটা।

'রবিন!' অবাক কণ্ঠে বলল মুসা।

'একটা চিৎকার শুনলাম,' আস্তে করে ছেলেটাকে মাটিতে নামিয়ে রাখল রবিন, 'ভাবলাম, আবার কোনো বিপদে পড়লে। তারপর দেখলাম, বাচ্চাটাকে তুমি ব্যালকনি থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে।'

'হ্যাঁ, এটা আমার নতুন হবি,' তিক্ত কণ্ঠে বলল মুসা, 'বাচ্চাদের ফেলে দেওয়া। পরের বার ব্যালকনিতে বসলে ওকে কোমরে দড়ি বেঁধে বসতে বলব। ওকে ওর জায়গায় পৌঁছে দিয়ে এসো। আমি ক্রুজকে খুঁজতে যাচ্ছি।'

ব্যালকনির এমন একটা জায়গায় সরে এল মুসা, যেখান থেকে গ্রাউন্ড ফ্লোরের মেইন এরিয়াটা দেখা যায়। ভিড়ের মধ্যে চোখে পড়ল ক্রুজকে। মিউজিয়াম থেকে বেরোনোর একটা গেটের দিকে এগোচ্ছে। কিশোরকেও দেখতে পেল ও। মিউজিয়ামের সামনের গেটে।

'কিশোর!' নিচে তাকিয়ে চিৎকার করে ডাকল মুসা। ওপর দিকে তাকাল কিশোর। আঙুল দিয়ে গেটের দিকে দেখাতে লাগল মুসা। ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে ক্রুজের দিকে দৌড় দিল কিশোর। ক্রুজ আর কিশোর, দুজনকেই মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে যেতে দেখল মুসা।

দশ মিনিট পর 'স্পিরিট অব সেইন্ট লুই' বিমানটার একটা নকলের নিচে মুসা ও রবিনের সঙ্গে দেখা করল কিশোর। আসল 'স্পিরিট অব সেইন্ট লুই' রয়েছে ওয়াশিংটনের স্মিথসোনিয়ান মিউজিয়ামে। এই বিমানটাতে করেই প্রথম আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়েছিলেন চার্লস লিন্ডেনবার্গ।

'আমি বাইরে বেরোতে বেরোতে চলে গেছে ও,' কিশোর জানাল, 'সম্ভবত ট্যাক্সি নিয়েছে। ধরতে পারলাম না, সরি।'

'এখানে কেন এসেছিল ও?' রবিনের প্রশ্ন।

'জানি না,' কাঁধ ঝাঁকাল মুসা।

'তবে এই শহরে আরও কাজ আছে ওর,' রবিন বলল, 'কারণ সারা

Generated by CamScanner from intsig.com

রাতের জন্য প্লেনটা বুক করেছে।'

'কিন্তু ওকে তো আমরা হারিয়ে ফেলেছি,' কিশোর বলল, 'খুঁজে বের করব কী করে?'

'তার চেয়ে বরং চলো, কোথাও বসে খেয়ে নিই,' মুসা বলল, 'তারপর রকি বিচে ফিরে যাই।'

'কিন্তু আমি অন্য কিছু করার কথা ভাবছি,' রবিন বলল, 'রিগান এয়ার ফোর্স বেইসের একজন জেনারেল আমার মামার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একসঙ্গে এয়ার ফোর্সে কাজ করেছিলেন। তাঁকে অনুরোধ করে দেখতে পারি। হয়তো মামার প্লেনটা খুঁজে বের করতে আরও কিছু লোক লাগাতে পারবেন।'

'একজন জেনারেলের অনেক ক্ষমতা,' উৎসাহিত হলো কিশোর, 'চলো, বেইসে যাই।'

মিউজিয়ামের একটা রেস্টুরেন্টে খাওয়া সেরে গাড়ি নিয়ে রাস্তায় নামল তিন গোয়েন্দা। শহরের প্রান্তে অ্যালেক্স রিগান এয়ার ফোর্স বেইসে পৌঁছতে সময় লাগল না।

গাড়ি পার্ক করল কিশোর। গেটের কাছের গার্ড স্টেশনে দৌড়ে গেল রবিন। গাড়িতে বসে দেখতে লাগল কিশোর ও মুসা। একটা কংক্রিটের রাস্তা, দুই পাশে ঘন গাছের সারি। সারি সারি বাড়ি, অনেকটা আবাসিক এলাকার মতো। কয়েক মিনিট পর ফিরে এল রবিন।

'জেনারেলকে ফোন করেছে গার্ড,' রবিন জানাল, 'পনেরো মিনিটের মধ্যেই এখানে চলে আসবেন তিনি।'

ঠিক পনেরো মিনিটের মাথায় একটা গাড়ি এসে থামল। এয়ার ফোর্সের গাঢ় নীল রঙের ইউনিফর্ম পরা ধূসর চুলওয়ালা একজন মানুষ নামলেন গাড়ি থেকে। 'তুমিই নিশ্চয় হ্যারল্ডের ভাগনে?' রবিনকে বললেন তিনি, 'আমি জেনারেল হেনরি ফোর্ড।'

জেনারেলের কড়া ইস্তিরি করা ইউনিফর্মের দুই কাঁধে তিনটি করে তারকাচিহ্ন শোভা পাচ্ছে। এই লোক ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারবেন, ভাবল ও।

কিশোর আর মুসা গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এল।

'আমার নাম রবিন মিলফোর্ড, স্যার,' পরিচয় দিল ও, 'আর এরা দুজন আমার বন্ধু—ও কিশোর পাশা, আর ও মুসা আমান।'

এক-এক করে তিনজনের সঙ্গে হাত মেলানোর পর জেনারেল বললেন, 'আমার গাড়িতে ওঠো তোমরা।'

তিনজনকে নিয়ে বেইসের ভেতর দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে রবিনের কাছে

Generated by CamScanner from intsig.com

মিস্টার হ্যারল্ডের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা শুনলেন জেনারেল। কয়েক মিনিট পর লাল ইটের একটা বিল্ডিংয়ের সামনে থামলেন তিনি। 'এই বাড়িটা ফ্লাইট প্ল্যানিং সেন্টার,' জেনারেল বললেন, 'এসো, ভেতরে এসো। তারপর দেখি আমার পুরোনো দোস্ত জিম হ্যারল্ডের জন্য কী করতে পারি।'

জেনারেলকে অনুসরণ করে মস্ত একটা ঘরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। চারদিকের দেয়াল জুড়ে অসংখ্য ম্যাপ আর চার্ট। 'প্রথমে সিভিল এয়ার প্যাট্রোলের কাছ থেকে একটা রিপোর্ট নিতে হবে আমাদের।' ফোনে কথা বলতে আরম্ভ করলেন জেনারেল।

খানিকটা সরে এসে রবিনকে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'সিভিল এয়ার প্যাট্রোলটা কী?'

'কোনো প্লেন যখন হারিয়ে যায়,' বুঝিয়ে দিল রবিন, 'এই সিভিল এয়ার প্যাট্রোলই সবার আগে ওটাকে খুঁজতে বেরোয়। কখনো আকাশ থেকে, কখনো ডাঙা থেকে। ওটা একটা ভলান্টিয়ার অর্গানাইজেশন। তবে প্রায়ই ওরা এয়ার ফোর্সের সাহায্য নিয়ে থাকে। আর ওই ভলান্টিয়ারদের বেশির ভাগই অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে।'

'তার মানে যে-কেউ যোগ দিতে পারে?' কিশোরের প্রশ্ন।

'বারো বছরের ওপরে যে-কেউ,' রবিন বলল।

কথা শেষ করে রিসিভার রেখে দিলেন জেনারেল। ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটের একটা বড় ম্যাপ বের করে মস্ত টেবিলে বিছালেন। ম্যাপে আঙুল রেখে বললেন, 'এ জায়গাটা থেকে প্রথমে রেডারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় জিমের। তাহলে এর আশপাশেই কোথাও পড়েছে প্লেনটা।' ম্যাপের অনেকখানি জায়গায় হাত বোলালেন তিনি। 'তবে অনেক বড় এই অঞ্চলটা। তা ছাড়া পার্বত্য অঞ্চল। আর এসব পর্বত এখন বরফে ছেয়ে গেছে।'

'নিশ্চয় ভীষণ ঠান্ডা,' মৃদু স্বরে রবিন বলল।

'তা তো বটেই,' মাথা ঝাঁকালেন জেনারেল, 'যা-ই হোক, ম্যারিন কাউন্টি এয়ার ফোর্স বেইসের কমান্ডিং অফিসারের সঙ্গে কথা বললাম। খোঁজার জন্য আরও দুই ডজন প্লেন পাঠাবে কথা দিয়েছে আমাকে। সঙ্গে বাড়তি লোক দেবে। প্লেনটা খুঁজে পাওয়া যাবেই, চিন্তা কোরো না, রবিন। আমার ক্ষমতায় যতখানি কুলায় তার সবটুকুই আমি ব্যবহার করব তোমার মামাকে খুঁজে বের করার জন্য।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, স্যার,' রবিন বলল।

মুসা তাকিয়ে আছে ম্যাপটার দিকে। আলাদা রং দিয়ে পর্বতগুলোকে

Generated by CamScanner from intsig.com

চিহ্নিত করা হয়েছে। রবিনের চোখ দেখে মনে হলো মনে মনে মামাকে ওখানে খুঁজছে ও।

জেনারেল জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা শখের গোয়েন্দা বললে না?'

'হ্যাঁ, স্যার,' জবাব দিল কিশোর।

'ভালো,' তিন গোয়েন্দার ওপর চোখ বোলালেন জেনারেল, 'মিলিটারি আর পুলিশের মতো বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তা অপরিহার্য। তবে আমার মতে, তিনটি বুদ্ধিমান ছেলেও একসঙ্গে অনেক কিছুই করতে পারে।'

'চেষ্টা করব, স্যার,' কিশোর বলল।

'চলো, বাইরে যাই,' জেনারেল বললেন। আন্তরিক ভঙ্গিতে হাত রাখলেন রবিনের কাঁধে, 'এয়ার ফোর্সে কোন ধরনের জেট ওড়াত তোমার মামা, দেখাব।'

বাইরে বেরিয়ে তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে গম্বুজাকৃতির হ্যাঙারগুলোর পাশ কাটালেন তিনি। কাছেই একটা রানওয়েতে সারি দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে ছয়টা গাঢ় ধূসর রঙের ফাইটার জেট।

'এগুলো এফ-১৬ ফাইটার,' জেনারেল বললেন, 'এয়ার ফোর্সের পাইলটরা বলে ফাইটিং ফ্যালকন। পৃথিবীর সবচেয়ে অভিজাত ফাইটার প্লেনের সারিতে পড়ে এই ফ্যালকন।'

'এখন তো আর লড়াই করতে যায় না,' কিশোর বলল, 'তাহলে কোথায় যায়?'

'প্র্যাকটিস করতে,' জেনারেল জানালেন, 'নেভাডা মরুভূমির আকাশে ডগফাইট করবে ওরা। ডগফাইট মানে বোঝো তো? জঙ্গি বিমানের প্র্যাকটিস লড়াই।'

ঠিক ওই মুহূর্তে গর্জন করে চালু হয়ে গেল দুটো ফাইটারের ইঞ্জিন। রানওয়ে ধরে চাকার ওপর গড়িয়ে পাশাপাশি চলতে শুরু করল ওগুলো। ওগুলোর জেট ইঞ্জিনের কানফাটা শব্দ বাড়তে লাগল। কিছুদূর গিয়ে নিখুঁত ভঙ্গিতে একসঙ্গে মাটি ছাড়ল প্লেন দুটো। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই হারিয়ে গেল আকাশের উঁচুতে।

'শুনেছি, ফ্যালকন ওড়াতে খুব ভালোবাসত মামা,' কিশোরের দিকে কাত হয়ে এসে রবিন বলল, 'পিটার প্লেনসনেরও খুব পছন্দ।'

'কত দ্রুত উড়তে পারে এগুলো?' জানতে চাইল কিশোর।

'সুপারসনিক গতি,' জেনারেল জানালেন, 'এগুলোর সর্বোচ্চ গতিবেগ হলো ম্যাক ২। অর্থাৎ শব্দের গতির দ্বিগুণ।'

মুহূর্ত পরই আরও দুটো ফাইটার চলতে শুরু করল। প্রথম দুটোর মতোই অদৃশ্য হয়ে গেল আকাশে।

Generated by CamScanner from intsig.com

'গুজব শুনলাম, এয়ার ফোর্স নাকি হাইপারসনিক প্লেন বানাচ্ছে?' জেনারেলকে জিজ্ঞেস করল রবিন।

মৃদু হাসলেন জেনারেল। জবাব দিলেন না। চোখ এখনো আকাশের দিকে।

'হাইপারসনিক?' জিজ্ঞেস করল মুসা, 'সেটা আবার কী?'

'সুপারসনিকের চেয়ে অনেক বেশি গতিবেগ, কমপক্ষে ম্যাক ৫.৪,' রবিন বলল, 'শব্দের গতির পাঁচ গুণের বেশি।'

'ওরিব্বাবা, এত্ত!' চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার।

কিশোরও নিজের অজান্তে শিস দিয়ে উঠল।

'নেভাডায়,' বলল রবিন, 'স্পেসল্যান্ড নামে নাকি এয়ার ফোর্সের একটা অতি গোপন ঘাঁটি আছে। ওখানে গোপনে একটা হাইপারসনিক প্লেনের মহড়া দিচ্ছে এয়ার ফোর্সের বিজ্ঞানীরা।'

'কার কাছে শুনলে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'মামা আর পিটের কাছে।'

'গুজবটা কি সত্যি?' জেনারেলকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'লোকে তো কত কিছুই বলে,' জেনারেলের চোখ এখনো আকাশের দিকে, 'ফ্লাইং সসার বানিয়ে মহড়া দেওয়ার কথাও বলে।'

জবাবটা এড়িয়ে গেলেন জেনারেল, বুঝতে পারল কিশোর।

শেষ দুটো ফাইটারও চলতে শুরু করেছে। চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। শেষ প্লেন দুটোকেও আকাশের নীলে হারিয়ে যেতে দেখল।

*

গোধূলিবেলায় সান ফ্রান্সিসকো এয়ারপোর্টে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা। গাড়ি থেকে নেমে, এয়ারপোর্টের টারম্যাক ধরে নিজেদের প্লেনের কাছে চলল ওরা। পিটের প্লেনটা নেই দেখে অবাক হলো কিশোর। কারণ সারা রাতের জন্য বুক করেছে ক্রুজ। রবিনের অনুমান, প্লেন নিয়ে বেড়াতে গেছে পিট।

তিনজনে মিলে সেজনার তেরপল সরাল। আবার ভালোমতো প্লেনটা পরীক্ষা করল রবিন। যখন দেখল, সমস্ত যন্ত্রপাতিই ঠিকঠাকমতো কাজ করছে, বন্ধুদের নিয়ে প্লেনে চড়ে, সিটবেল্ট বেঁধে আকাশে উড়ল।

শহরের ওপর একবার চক্কর দিল রবিন। তারপর চলে এল সাগরের ওপরে। গোল্ডেন গেট ব্রিজের ওপর দিয়ে পার হয়ে এসে খোলা সাগরের দিকে চলল।

'কিশোর, কোর্স ঠিক করো,' বলল ও।

একটা ভাঁজ করা ম্যাপ বের করল কিশোর।

Generated by CamScanner from intsig.com

'এক কাজ করো, ম্যাপে আমাদের পজিশন দাগ দিয়ে রাখো,' রবিন বলল, 'তাতে পানির ওপর ওড়ার সময় পথ হারানোর আশঙ্কা কমে যায়।'

'তা ঠিক,' জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল কিশোর। ম্যাপে কলম দিয়ে দাগ টেনে যে পথে উড়ছে ওরা, আর যেদিকে যাবে, সেটার চিহ্ন দিল। এভাবে গতিপথ নির্ধারণ করাকে বলে এরোপ্লেনের কোর্স।

এক ঘণ্টা ধরে সাগরের ওপর উড়ল প্লেনটা। পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। নিচের সীমাহীন বিস্তৃত পানির দিকে তাকিয়ে আছে মুসা।

'শক্ত হয়ে বসে থাকো,' বলে কন্ট্রোল হুইলটা ঠেলে দিল রবিন। প্লেন নিয়ে কসরত প্রদর্শন শুরু করল। কখনো ডাইভ দিয়ে নিচে নামছে, কখনো উঠছে, কখনো পাক খাওয়াচ্ছে। তারপর ডানা পুরো কাত করে দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে চক্কর দিতে লাগল।

এ সময় মুসার মনে হলো, পৃথিবীটা উল্টে গেল বুঝি। পেটের ভেতর যেন ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে সব। পেছনের সিট থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'কী করছ এসব!'

'বাতাসে অদৃশ্য একটা "আর" লিখছি, আমার নামের আদ্যক্ষর,' রবিন জবাব দিল। আবার প্লেনটা সোজা করল ও। 'আমার উড়ুক্কু স্বাক্ষর।'

'তুমি তো মজা করে নিজের নাম লিখলে,' মুসা বলল, 'আর আমার বমি হয়ে যাচ্ছিল!'

হঠাৎ বিমানের সামনের দিক থেকে একটা ফুটফুট শব্দ শোনা গেল।

'কিসের শব্দ?' উদ্বিগ্ন হলো কিশোর।

'কারব্যুরেটরে বোধ হয় বরফ তৈরি হচ্ছে,' ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের একটা ছোট নব ধরে টান দিল রবিন। ' ঠান্ডা আবহাওয়ার এটা একটা প্রধান সমস্যা। এই যে, কারব্যুরেটরের হিটার অন করে দিলাম। বরফ গলে গিয়ে ঠিক হয়ে যাবে।'

পশ্চিম সীমারেখার আরও নিচে নামল সূর্য। মহাসাগরে ছায়া বিস্তার করতে আরম্ভ করেছে রাত। একটা বোতাম টিপল রবিন। সঙ্গে সঙ্গে কন্ট্রোল প্যানেলের আলোগুলো জ্বলে উঠল।

'অন্ধকারে এখানে ওড়াটা কি কঠিন হবে?' ম্যাপে আঁকা লাইনগুলোর দিকে তাকিয়ে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর।

'পাখিদের চেয়ে এই একটা ব্যাপারে আমরা এগিয়ে রয়েছি,' রবিন বলল, 'পাখিদের কোথাও যেতে হলে চোখে দেখতে হয়। কিন্তু যন্ত্রপাতির সাহায্যে অন্ধকারেও অনায়াসে উড়তে পারে প্লেন।'

বিমানের চারপাশে, ওপরে, নিচে, আকাশ আর সাগর যেন মিলেমিশে

Generated by CamScanner from intsig.com

একাকার হয়ে গেল অন্ধকারে, যেন বিশাল এক কালো ক্যানভাস। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কেউ আর কোনো কথা বলল না। শুধু যেন রাতের অস্তিত্ব অনুভব করছে, আর কান পেতে শুনছে ইঞ্জিনের একটানা গুঞ্জন।

'অসম্ভব শান্ত এখানে, তাই না?' অবশেষে রবিন বলল।

'হ্যাঁ, একটা সত্যিকারের...' বাধা পেয়ে থেমে গেল মুসা। আবার ফুটফুট করে উঠেছে ইঞ্জিন।

'কী হলো?' কিশোরের প্রশ্ন, 'কারব্যুরেটরটা এখনো গরম হয়নি নাকি?'

হিটারের নবটা নিয়ে টানাটানি করল কয়েক সেকেন্ড রবিন। শান্ত থাকার ভান করল। তবে ওর চেহারায় ভয়ের ছাপ ফুটতে দেখল কিশোর।

আবার ফুটফুট করে উঠল ইঞ্জিন। আবার।

'আমি ভয়ও পাচ্ছি না, উদ্বিগ্নও হচ্ছি না,' মুসা বলল, 'কিন্তু কী ঘটবে কারব্যুরেটরের হিটারটা যদি কাজ না করে? খুব খারাপ কিছু?'

রবিনের প্লেন চালানোর দক্ষতার ওপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে ওর। কিন্তু রবিনের পরের কথাটা হৃৎপিণ্ডের গতি যেন স্তব্ধ করে দিল।

'সত্যি কথাটা তোমাদের জানা দরকার,' গলা কাঁপছে রবিনের, 'বরফ মনে হয় ইঞ্জিনটা বন্ধ করে দিচ্ছে। নিচে নেমে যাচ্ছে প্লেন।'

ছয়

'আমাদের হাতে আর কত সময় আছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'বড়জোর আর দশ মিনিট উড়তে পারব আমরা,' জবাব দিল রবিন। হঠাৎ নাক ঘুরিয়ে দিল প্লেনের।

'ডাঙার দিকে যাও,' মুসা বলল।

'তাই তো করছি,' রবিন জানাল। চোখ ইনস্ট্রুমেন্টস প্যানেলের ওপর স্থির, 'ডাঙা থেকে অন্তত পঞ্চাশ মাইল দূরে রয়েছি আমরা। তীরে ফিরে যেতে পারব না।'

ঢোক গিলল কিশোর। 'কী বলতে চাও? প্লেন নিয়ে সাগরে পড়ব?'

Generated by CamScanner from intsig.com

'হ্যাঁ,' একটা সুইচ টিপল রবিন, 'ল্যান্ডিং লাইটটা জ্বেলে দিলাম। মুসা, কোনো বোটের আলো চোখে পড়ে কি না দেখো।'

জানালা দিয়ে নিচে তাকাল মুসা। দেখল, প্লেন থেকে বেরোনো গোল একটা তীব্র উজ্জ্বল আলোর রশ্মি সাগরের পানিতে পড়েছে। এর বাইরে সীমাহীন সাগরের কালো পানি। বড় বড় ঢেউ। ভারী দম নিল ও। এই পানিতে প্লেন নিয়ে পড়ার কথা কল্পনা করতেও ভয় পাচ্ছে।

'আমি তো সাগর ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না,' মুসা বলল, 'এখানে পড়লে আমাদের খুঁজে বের করা উদ্ধারকারীদের জন্য খুব কঠিন হবে।'

কয়েকবার কাশি দিল ইঞ্জিন। প্রতিটি কাশির সঙ্গে মানুষের দেহের ঝাঁকি খেল প্লেন।

'মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে এখন,' বিড়বিড় করে যেন নিজেকে মনে করিয়ে দিল রবিন।

'জানি,' সাহস দিল কিশোর, 'প্লেন নিয়ে তো এই প্রথমবার বিপদে পড়লাম না, আগেও পড়েছি—ওমর ভাইয়ের সঙ্গের অ্যাডভেঞ্চারগুলোর কথা ভাবো।' ভারী দম নিল ও।

'মুসা, মার্কার দেখা যায় কি না দেখো,' পানিতে চিহ্ন দেওয়া বয়া ভাসিয়ে রাখা হয়, সেগুলোর কথা বলল রবিন, 'কিশোর, ১২৩.৮ ফ্রিকোয়্যান্সিতে রেডিও টিউন করো। এটা সবচেয়ে কাছের আঁ-রুট কন্ট্রোল সেন্টার। যতক্ষণ পারা যায় উড়ব, তুমি কন্ট্রোলারকে আমাদের অবস্থা জানাও।'

রেডিওর নব ঘোরাতে লাগল কিশোর, যতক্ষণ না নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়্যান্সিটা পাওয়া গেল। জায়গামতো সেট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কড়কড় করে শব্দ হতে লাগল তিনজনের হেডসেটে।

'কাম ইন,' হেডসেটের মাইক্রোফোনে বলল কিশোর, 'সেজনা থ্রি-থ্রি-মাসাই থেকে বলছি। শুনতে পাচ্ছেন?'

পার হয়ে গেল কয়েকটা উত্তেজনার মুহূর্ত। পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল কিশোর ও মুসা। তারপর স্পিকারের খড়খড় শব্দের মাঝে শোনা গেল একটা ভারী পুরুষ কণ্ঠ, 'সেজনা থ্রি-থ্রি, দিস ইজ ইয়োর আঁ-রুট কন্ট্রোল। বলে যান।'

'আমরা একটা সেজনা কার্ডিনাল প্লেন নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপরে উড়ছি,' কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল কিশোর, 'সান ফ্রান্সিসকো উপকূল থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে রয়েছি এখন। আমাদের কারব্যুরেটরে বরফ জমা হয়েছে, তেলের লাইন আটকে গিয়ে ইঞ্জিন গোলমাল করছে। ডাঙার দিকে এগোচ্ছি। কিন্তু তীরে পৌঁছতে পারব না।'

Generated by CamScanner from intsig.com

'পাইলট কি ইমার্জেন্সি ঘোষণা করেছে?' কণ্ঠটা জানতে চাইল।

'হ্যাঁ, করছি,' জবাব দিল রবিন।

'ঠিক আছে,' বলল কণ্ঠটা, 'আমি বিল। এক্ষুনি কোস্ট গার্ড রেসকিউ সেন্টারে জানিয়ে দিচ্ছি।'

কিশোর বুঝল, ওদের জীবন এখন নির্ভর করছে বিলের ওপর। বহু মাইল দূরে একটা ঘরের মধ্যে বসে থাকা একজন অপরিচিত মানুষ, যার শুধু কণ্ঠস্বরটাই শুনছে ওরা।

'সেজনা থ্রি-থ্রি,' কয়েক মুহূর্ত পর ফিরে এল বিল, 'কোস্ট গার্ডকে সতর্ক করে দিয়েছি। এখন যাতে আপনাদের খুঁজে বের করতে পারে, সে জন্য আপনাদের সঠিক অবস্থানটা জানাতে হবে ওদের। জায়গাটা চিহ্নিত করার ব্যবস্থা করছি।'

'রেডারে দেখতে পাচ্ছেন না আমাদের?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'না,' বিল বলল, 'রেডারের আয়ত্তের বাইরে পানিতে অনেক দূরে রয়েছেন আপনারা। কোনো পদ্ধতির সাহায্যেই আপনাদের অবস্থান জানা সম্ভব হচ্ছে না আমাদের পক্ষে। তবে পানিতে আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয় ইএলটি বন্ধ হবে না আপনাদের। ওটার সংকেত পেলেও জেনে নিতে পারব। আশপাশে কোনো বোট কিংবা মার্কার দেখতে পাচ্ছেন?'

'কিছুই না,' কাশি দিতে থাকা ইঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে চিৎকার করে জবাব দিল মুসা। ফিরে তাকাল পানির দিকে। আগের মতোই কালো, ঠান্ডা ঢেউখেলানো সাগর।

'ঠিক আছে,' বিল বলল, 'আপনাদের সঠিক অবস্থানটা বের করে নেওয়ার চেষ্টা করছি আমরা।'

'বিষয়টা সুবিধের মনে হচ্ছে না আমার,' মুসা বলল রবিনকে, 'কীভাবে বের করবে?'

'প্লেনের কোর্স, স্পিড, সময় আর বাতাসের গতিবেগ হিসেব করে,' রবিন বলল, 'কিশোর, ম্যাপে তীরের সবশেষ কোন জিনিসটা লক্ষ করেছ? কতখানি ওপর থেকে?'

'মোটামুটি সতেরো শ গজ,' ম্যাপের দিকে তাকাল কিশোর, 'গোল্ডেন গেট ব্রিজের ওপর দিয়ে উড়ছিলাম তখন।'

কিশোরের কথা বিলও শুনছে। জিজ্ঞেস করল, 'তখন কোর্স কী ছিল?'

'বিশ মাইল পর্যন্ত ষাট ডিগ্রি পূর্ব,' ম্যাপে আঁকা লাইন দেখে জবাব দিল কিশোর, 'তারপর তিরিশ ডিগ্রি উত্তরে ঘুরে...প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে খোলা সাগরে...।'

Generated by CamScanner from intsig.com

'এখন বাতাসের গতিবেগ কত?' বিল জিজ্ঞেস করল।

'একশো বিশ ডিগ্রির মতো,' এয়ারস্পিড ডায়ালের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল কিশোর।

'গুড নেভিগেশন,' প্রশংসা করল বিল, 'এখন আমি এসব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে হিসেব করে বের করব কোথায় আছেন আপনারা। যদিও সঠিক অবস্থানটা ঠিক করতে পারব না, তবে মোটামুটি বোঝা যাবে কোথায় আছেন। আপনাদের খুঁজে বের করতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে কোস্ট গার্ডের।'

'কিন্তু আমাদের হাতে সময় খুব বেশি নেই,' অন্ধকার ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'পানিতে বেশিক্ষণ ভেসে থাকতে পারবে না প্লেন। পানি বরফের মতো ঠান্ডা। পানিতে সাঁতার কাটলে আমরাও বেশিক্ষণ বাঁচব না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই জমে যাব।'

'জানি,' বিল জবাব দিল, 'ওই কয়েক মিনিট নিজেদের মেরুভালুক ভাববেন, ঠান্ডা কম লাগবে। হাহ্ হাহ্ হা।' রসিকতা করে ওদের সাহস জোগানোর চেষ্টা করল ও।

তবে রসিকতার আড়ালে বহু মাইল দূরে অফিসে বসা লোকটার উদ্বেগটাও কিশোরের কান এড়াল না। বিলের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করল ও।

হঠাৎ এমনভাবে কাশতে আরম্ভ করল ইঞ্জিন, যেন যক্ষ্মারোগীর কাশি। কাশির দমকে যেন কাঁপতে লাগল প্লেনের দেহটা, ঝাঁকি খেতে লাগল।

'বেশিক্ষণ আর আকাশে থাকা যাবে না,' কন্ট্রোল হুইলটা সামনে ঠেলে দিল রবিন। 'আমার হাতে নিয়ন্ত্রণ থাকতে থাকতেই প্লেনটা নামিয়ে ফেলব। মুসা, পেছনে এক বাক্স ফ্লেয়ার আর একটা ফ্লেয়ার গান পাবে, বের করে নাও জলদি। আমাদের ভাগ্য খারাপ, ভেসে থাকার কোনো সরঞ্জাম আনিনি।'

'যাচ্ছি।' একটা ধাতব বাক্স খুলতে শুরু করল মুসা।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে প্লেনটাকে নাক নিচু করে সাগরের দিকে এগিয়ে যেতে দেখল কিশোর। অশুভ মনে হলো ঢেউগুলোকে।

'বিল, আমরা নামছি,' কিশোর বলল, 'এখন থেকে যেকোনো সময় যোগাযোগ হারিয়ে ফেলতে পারি আমরা। আপনার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ। কী করে আপনার ঋণ শোধ করব জানি না।'

'তীরে পৌঁছে এক প্যাকেট চুয়িংগাম কিনে দেবেন,' আবার হাসল বিল, 'ও হ্যাঁ, আপনাদের নামটাই তো জানা হলো না এখনো।'

'আমাদের আপনি আপনি করার দরকার নেই,' কিশোর বলল, 'আমাদের বয়স বেশি না। হাইস্কুলে পড়ি। আমরা তিন বন্ধু আছি এখানে। আমি কিশোর।

Generated by CamScanner from intsig.com

আমার আরেক বন্ধু মুসা। প্লেন চালাচ্ছে যে, ওর নাম রবিন।'

'তোমাদের বয়সের কথা শুনে তোমাদের প্রতি ভক্তি বেড়ে গেছে আমার কয়েক গুণ,' উৎসাহ দিল জিম, 'বুঝতে পারছি, তোমরা দুঃসাহসী। তবু বলি, সাহস হারিয়ো না। ধৈর্য ধরে বসে থাকো। আমরা তোমাদের উদ্ধার করে আনবই। গুড লাক।'

'নামছি আমি,' সাবধান করে দিল রবিন। হাত কন্ট্রোল হুইলে। বিমানটা নিয়ন্ত্রণ করছে, 'কিশোর, তোমার পাশের দরজা ফাঁক করে দাও, যাতে আটকা না পড়ি। দরজাটা পানিতে ডুবে গেলে আর খোলা যাবে না।'

হুড়কো খুলে দরজাটা সামান্য ফাঁক করে দিল কিশোর।

কয়েক সেকেন্ড পরই পানিতে পড়ে লাফানো শুরু করল প্লেন, ব্যাঙের মতো ছরছর করে লাফাতে লাফাতে ছুটল, তারপর ঝাঁকি দিয়ে আচমকা থেমে গেল। বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন।

'বেরোও,' রবিন বলল।

কিশোরের পাশের ফাঁক করা দরজাটা খুলে বেরিয়ে এল ওরা। উত্তাল ঢেউয়ে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে দোল খেতে লাগল প্লেনটা। ওপরে উঠে প্লেনের পিঠে চড়া কঠিন করে তুলল ওদের জন্য। অনেক কসরত করে ভাসমান প্লেনটার পিঠে চড়ল ওরা। ওখান থেকে পা দিয়ে খোলা দরজাটা লাগিয়ে দিল কিশোর, যাতে দ্রুত পানি ঢুকে প্লেনটা তলিয়ে যেতে না পারে।

'ঘোড়ার পিঠে চড়ার মতো করে বসো,' রবিন বলল, 'ঢেউয়ের ধাক্কা হজম করা সহজ হবে।'

'ঠিক।' বাইরের প্রচণ্ড ঠান্ডায় কেঁপে উঠল কিশোর। পানি নিশ্চয় আরও অনেক বেশি ঠান্ডা।

'ফ্লেয়ার ছুড়ি,' বলে কোটের পকেট থেকে ফ্লেয়ার গানটা বের করল মুসা। একটা ফ্লেয়ার ভরে নিয়ে ছুড়ল। শিস কেটে আকাশে উঠে গেল ফ্লেয়ারটা। উজ্জ্বল লাল রং ছড়িয়ে বিস্ফোরিত হলো।

চারপাশে তাকাল ও। প্রায় গোল হয়ে আসা একটা চাঁদ অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে মেঘের ভেতর থেকে। ওদের চারপাশের সাগরে আবছা আলো ছড়াচ্ছে। সামনে-পেছনে দুলতে থাকা প্লেনটাতে বসে ঢোঁক গিলল মুসা, যেন ভয়টাকে গিলে ফেলতে চাইছে।

'কথা বলতে থাকো,' কিশোর বলল, 'পানির ভয় থেকে মনটা সরিয়ে রাখতে হবে।'

'আমাদের এই প্লেনটা,' রাগত স্বরে বলল রবিন, 'এর কার্ব-হিট কন্ট্রোলের

Generated by CamScanner from intsig.com

তারে কারসাজি করে রেখেছে। আর এমনভাবে করেছে, যাতে সহজে কারও চোখে না পড়ে। তাই ওড়ার আগে যখন চেক করলাম, দোষটা দেখতে পাইনি। এ কাজটা করেছে, যাতে আজ রাতে আমরা মারা যাই।'

'কাল রাতে আমাদের গাড়ির ব্রেক যে নষ্ট করেছিল, সম্ভবত প্লেনের কারব্যুরেটর-হিটারও সে-ই নষ্ট করেছে,' কিশোর বলল, 'আর ডপলারের প্লেনটাকে বিকল করার জন্যও সে-ই দায়ী।'

'আমরা নিশ্চয় এমন কিছু জেনে ফেলেছি, যা ওর ক্ষতির কারণ হতে পারে,' মুসা বলল, 'সেটা কী?' উত্তাল ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল মুসা। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুল বুঝতে পারল—পানির দিকে তাকানো ঠিক হয়নি।

মুসার মুখের ভয় লক্ষ করে কিশোর বলল, 'আলোচনার মধ্যে থাকো।'

'মার্টিন ক্রুজ বুঝে ফেলেছে আমরা ওকে সন্দেহ করি,' রবিন বলল, 'কারিনাও আমাদের ভয় পাচ্ছে। কেন, জানি না আমরা।'

'অন্যভাবে ভেবে দেখা যাক,' কিশোর বলল, 'এই দুর্ঘটনাগুলোর জন্য কে দায়ী?'

'স্যাক্রামেন্টো থেকে রওনা হয়েছিলেন ডপলার,' মুসা বলল, 'আর মার্টিন ক্রুজকে অনুসরণ করে সান ফ্রান্সিসকোয় এসেছি আমরা। দুটো ফ্লাইটের খবর আগে থেকেই কার জানার কথা?'

'হ্যারল্ড এয়ারের প্রতিটি ফ্লাইট প্ল্যান তৈরি করে একজনই, মিলি,' রবিন বলল, 'ফ্লাইট প্ল্যান তৈরি করে ফ্লাইট স্টেশনে ফাইল জমা দেয় ও। সেটা অফিসের বাইরের কারও জানার কথা নয়। ফ্লাইট প্ল্যানেও শুধু পাইলটের নাম ছাড়া আর কারও নামও লেখা থাকে না।'

'ক্রুজ আমাকে মিউজিয়ামে দেখেছে,' মুসা বলল, 'আমাকে হ্যারল্ড এয়ারের লোক ভেবে নিয়েছে। আমরা ফিরে যাওয়ার আগেই এয়ারপোর্টে গিয়ে আমাদের প্লেনের ইঞ্জিনে গোলমাল করে রেখেছে। আর যেহেতু ডপলারের সঙ্গে কাজ করে, ডপলারের প্লেন ওড়ার খবরও তার জানার কথা।'

'ওর রান্নাঘরের সেই যন্ত্রপাতির ব্যাগটাও সন্দেহজনক,' রবিন বলল, 'ওগুলো দিয়ে কী করে ও? এরোপ্লেনের ইঞ্জিন মেরামত করে, নাকি নষ্ট করে?'

'যারা মেরামত করতে জানে, তারা নষ্টও করতে পারে,' রবিন বলল, 'কারিনা ডপলারের গাড়ির ড্রাইভার ওই ফ্রাঙ্কেনস্টাইনটার কথাও ভুললে চলবে না আমাদের। ইঞ্জিন সম্পর্কে শোফারদেরও ধারণা থাকে। কিন্তু আমাদের ফ্লাইটের কথা ও জানবে কীভাবে?'

'পিটার গ্লেনসনের কথা ভাবছি না কেন আমরা?' কিশোর বলল,

Generated by CamScanner from intsig.com

'ডপলারের ফ্লাইটের কথা জানে ও, সান ফ্রান্সিসকোতে আমাদের প্লেনটাও হয়তো দেখেছে।'

'এয়ারক্র্যাফ্‌ট্‌ মেরামত করার ওস্তাদ ও,' রবিন বলল, 'মামার প্লেন প্রায়ই মেরামত করে পিট। কিন্তু ওকে কি সন্দেহের তালিকায় রাখা ঠিক হবে?'

'বেঠিক হওয়ারই বা কী হলো?' মুসার প্রশ্ন, 'ওকে কতখানি চেনো তুমি?'

'চিনি, অনেখানিই চিনি,' চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিল রবিন, 'আমার চেনা খুব চমৎকার মানুষদের একজন ও।'

হঠাৎ জুতোয় পানির স্পর্শ পেল কিশোর। আলোচনায় এতই মগ্ন হয়ে ছিল, প্লেনটা যে ক্রমশ ডুবছে, ভুলেই গিয়েছিল। তাকিয়ে দেখল, অর্ধেকের বেশি ডুবে গেছে সেজনা। অনুমান করল, আর বড়জোর পাঁচ মিনিট পানির ওপর ভেসে থাকতে পারবে।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। মোজা ভিজে গেছে। পানি বরফের মতো ঠাণ্ডা।

'পানির কথা মাথায় এনো না,' কিশোর বলল।

'না আনাটা খুব কঠিন,' নীরস কণ্ঠে বলল রবিন, 'চারদিকেই তো শুধু পানি।'

'এই, থামো!' ফিসফিস করে বলল মুসা, 'কিছু শুনতে পাচ্ছ?'

তিনজনেই কান পাতল। দূর থেকে একটা গুঞ্জন কানে আসছে।

'হেলিকপ্টার?' রবিনের প্রশ্ন, 'নাকি আমার কল্পনা?'

'না, কল্পনা নয়,' কোটের পকেট থেকে আরেকটা ফ্লেয়ার টেনে বের করল মুসা। ঠাণ্ডায় জমে শক্ত হয়ে গেছে আঙুল। কোনোমতে গানের ভেতর ফ্লেয়ার ভরে শুট করল। আগেরবারের মতোই শিস কেটে ওপরে উঠে উজ্জ্বল লাল রং তৈরি করে বিস্ফোরিত হলো ফ্লেয়ার। পকেট থেকে একটা টর্চ বের করে জ্বেলে ওপর দিকে করে নাড়তে লাগল কিশোর।

দূরের গুঞ্জনটা ক্রমেই জোরালো হচ্ছে। কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে আলোর চিহ্ন খুঁজতে লাগল তিন গোয়েন্দা।

সবার আগে ওটা চোখে পড়ল মুসার। ওর পরপরই কিশোর আর রবিনও দেখতে পেল।

'রেসকিউ হেলিকপ্টার!' গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'এই যে, এদিকে, এদিকে!' জোরে জোরে হাত নাড়তে লাগল ও।

আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল মুসাও। যদিও জানে, ওদের এসব চিৎকার হেলিকপ্টারের গর্জনকে ছাপিয়ে পাইলটের কানে পৌছবে না।

কিশোর এত চেঁচামেচি না করলেও অন্য দুজনের সঙ্গে আনন্দে শরিক হলো। রবিন আর মুসা বুঝতে পারছে, হেলিকপ্টারটা ওদের দেখেছে। তার পরও চেঁচিয়ে

Generated by CamScanner from intsig.com

গলা ফাটাচ্ছে। এখনো বেঁচে আছে ওরা, উদ্ধার পেতে যাচ্ছে, বুঝে খুব আনন্দ লাগছে ওদের।

কাছে এল হেলিকপ্টার। ওদের মাথার ওপরে স্থির হলো। বিশাল ফড়িঙের মতো যন্ত্রটার পিঠের ওপরে বনবন করে ঘুরছে পাখাটা। উজ্জ্বল একটা আলোর রশ্মি সোজা এসে পড়ল ওদের ওপর।

কপ্টারের আলোয় একটা রেসকিউ হার্নিস দেখতে পেল তিন গোয়েন্দা। লম্বা একটা দড়ির মাথায় একটা ঝুড়ি বাঁধা। তাতে উঠে বসলে ওপর থেকে টেনে তুলে নেওয়া হবে। হার্নিসটা ওদের কাছে নেমে এল। কপ্টার থেকে মেগাফোনে একটা কণ্ঠ নির্দেশ দিল, 'একবারে একজনের বেশি উঠো না!'

'তুমি আগে যাও!' রবিনকে বলল কিশোর।

কে আগে যাবে, সেটা নিয়ে তর্ক করে সময় নষ্ট করল না রবিন। দুই মিনিট আগে আর পরে, তিনজনই উঠতে পারবে। হার্নিসে উঠে বসল রবিন। দ্রুত ওকে তুলে নেওয়া হলো। হেলিকপ্টারের পেটের কাছে ঝুড়িটা পৌঁছতেই হাত বাড়িয়ে ওকে তুলে ভেতরে নিয়ে গেল কমলা রঙের ফ্লাইট সুট পরা দুজন কোস্ট গার্ডের লোক।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই কিশোর আর মুসাও নিরাপদে ঢুকে গেল হেলিকপ্টারের ভেতর। মোটা কম্বল জড়িয়ে দেওয়া হলো ওদের গায়ে। আর এক কাপ করে গরম চা।

'তোমাদের মধ্যে রবিন মিলফোর্ড কে?' জিজ্ঞেস করল একজন গার্ড।

'আমি,' চা খাওয়া শেষ, কাপটা নামিয়ে রাখল রবিন।

'তোমাদের ইমার্জেন্সি মেসেজে তোমার নামটা শুনতে পেয়েছেন জেনারেল হেনরি ফোর্ড,' লোকটা জানাল, 'তোমার মামা মিস্টার হ্যারল্ডের বিষয়ে একটা মেসেজ দিয়েছেন তিনি। ঘণ্টা খানেক আগে তোমার মামার প্লেনটা সান্তা মনিকা পর্বতে খুঁজে পেয়েছে এয়ার ফোর্স। মিস্টার হ্যারল্ডকেও পাওয়া গেছে। ছোটখাটো জখম আর প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় পড়ে থেকে হাইপোথার্মিয়ায় ভুগছেন। এ ছাড়া আর তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি তাঁর।'

আনন্দে চোখ বুজে ফেলল রবিন। পাতা শক্ত করে রাখল কয়েক সেকেন্ড। আনন্দে মুখটা লাল হয়ে যাচ্ছে ওর।

আবার চোখ মেলে, উত্তেজিত কণ্ঠে বারবার ধন্যবাদ দিতে লাগল কোস্ট গার্ডের লোকটাকে।

রবিনের বাহু চেপে ধরল কিশোর। ওর হাঁটু চাপড়ে দিল মুসা। যেন চায়ের চেয়েও এই খবরটা ওদের গা অনেক বেশি গরম করে দিয়েছে।

Generated by CamScanner from intsig.com

'মিস্টার হ্যারল্ড এখন ম্যারিন কাউন্টি এয়ার ফোর্স বেইস হাসপাতালে বিশ্রামে আছেন,' কোস্ট গার্ডের লোকটা জানাল।

'প্লেনে তো আরও লোক ছিল, একজন প্যাসেঞ্জার,' কিশোর বলল, 'তাঁর নাম ডন ডপলার? তিনি সুস্থ আছেন?'

'প্লেনে তাঁকে পাওয়া যায়নি, মিস্টার হ্যারল্ডও জানেন না তিনি কোথায় আছেন,' কোস্ট গার্ড জবাব দিল। 'প্লেনের আশপাশে বহুদূর পর্যন্ত চষে ফেলা হয়েছে তাঁর খোঁজে, আকাশ আর মাটি দু'জায়গা থেকেই, কিন্তু তাঁকে পাওয়া যায়নি। যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছেন তিনি।'

সাত

দশ মিনিট পর সান ফ্রান্সিসকো উপকূলের একটা কোস্ট গার্ড বেইসে নামল হেলিকপ্টার। কাছাকাছি ডোভার এয়ার ফোর্স বেইসে রবিনকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন জেনারেল হেনরি ফোর্ড। সেখান থেকে ম্যারিন কাউন্টি এয়ার ফোর্স বেইসে উড়ে যেতে পারবে ও। মুসা আর কিশোরকে সঙ্গে নিতে চাইল রবিন। কিশোর বলল, হ্যারল্ড আংকেলের সঙ্গে কথা বলার জন্য মুসা যাক। ও নিজে চলে যাবে রকি বিচে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, নতুন সূত্র জোগাড়ের জন্য। তার ধারণা, মিস্টার হ্যারল্ডকে পাওয়া যাওয়ার মানেই রহস্যের সমাধান নয়, মাত্র শুরু।

ভাড়াটে এয়ার-ট্যাক্সিতে যাওয়ার আর ঝুঁকি নিল না কিশোর, দ্রুতগামী ট্রেনে সিট বুক করল। 'এক দিনের জন্য যথেষ্ট অ্যাডভেঞ্চার হয়েছে,' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল ও, 'এখন আর আকাশে উড়তে রাজি না।'

'তা ঠিক,' কিশোরের সঙ্গে একমত হলো রবিন, 'বলা তো যায় না, শত্রুরা কী করবে। ওদের নজর খুব কড়া, এটুকু বুঝে গেছি। তা ছাড়া, যেকোনো কারণেই হোক, আমাদের মুখ বন্ধ করার জন্য মেরে ফেলতেও দ্বিধা করবে না ওরা।' একটু থেমে বলল, 'আমাদের অবশ্য সে-ভয় নেই, এয়ার ফোর্সের হেলিকপ্টারে যাব।

রাত এগারোটা নাগাদ মৃদু আলোয় আলোকিত ম্যারিন কাউন্টি হাসপাতালের

Generated by CamScanner from intsig.com

কেবিনে ঢুকল রবিন ও মুসা, যেখানে মিস্টার হ্যারল্ডকে রাখা হয়েছে। ওরা ঢুকে দেখল, তিনি ঘুমোচ্ছেন। মুখে ব্যান্ডেজ। এক হাতের পুরোটাতেই ব্যান্ডেজ, হাড় ভেঙেছে, অন্য হাতে লাগানো স্যালাইনের সুচ। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত মামার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল রবিন।

কয়েক মিনিট পর হঠাৎ চোখ মেললেন তিনি। 'আরে, রবিন!' দুর্বল কণ্ঠে বললেন তিনি, 'খুব ভালো লাগছে তোমাকে দেখে।'

'তোমাকে ফিরে পেয়ে আমারও ভালো লাগছে, মামা,' রবিন বলল। আস্তে করে মামার কপালে হাত রাখল। তারপর বলল, 'মামা, ও আমার বন্ধু, মুসা আমান। তোমাকে দেখতে এসেছে।'

'হাই, মুসা,' মিস্টার হ্যারল্ডের মুখে ক্লান্ত হাসি।

'হাই, মামা,' হাসিটা ফিরিয়ে দিল মুসা, 'আমিও আপনাকে মামা ডাকব।'

'সেটাই তো ডাকা উচিত,' মিস্টার হ্যারল্ড বললেন, 'তোমরা নিশ্চয় ভেবে অবাক হচ্ছ, আমার প্লেনটার কী হয়েছিল?' বিছানায় উঠে বসতে বসতে বললেন তিনি।

'মামা, এটা নিয়ে পরেও আলোচনা করতে পারব আমরা,' রবিন বলল।

'না, এখনই বলতে চাই, আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না,' আরাম করে বসার চেষ্টা করলেন মিস্টার হ্যারল্ড, 'ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা করলে—আসলে কী ঘটেছিল—আমার কাছেও বিষয়টা পরিষ্কার হবে।'

'তাহলে বলুন,' মুসা বলল। ও আর রবিন দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে বিছানার কাছে বসল। নোটবুক আর পেনসিল বের করে হাতে নিল রবিন।

'স্যাক্রামেন্টোয় প্লেন নিয়ে ওড়ার আগে প্রিচেক করে দেখেছি আমি,' বলতে আরম্ভ করলেন মিস্টার হ্যারল্ড, 'সবকিছু ঠিকঠাকই মনে হয়েছিল আমার কাছে। রকি বিচে ফেরার জন্য মিস্টার ডপলারকে নিয়ে আকাশে উড়লাম। সান ফ্রান্সিসকো সিটি পেরোনোর কিছুক্ষণ পরেই ছোট্ট দুটো বিস্ফোরণের শব্দ শুনলাম। একটা প্লেনের সামনের দিকে, আরেকটা পেছনে। প্লেন ধ্বংস করার মতো বড় বিস্ফোরণ ঘটেনি, সামনের বিস্ফোরণটা শুধু ইঞ্জিনটাকে থামিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে এয়ারস্পিড কমতে শুরু করল।'

'ডপলার কী করলেন তখন?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'সঙ্গে করে নিয়ে আসা একটা প্যারাস্যুট খাবলা দিয়ে তুলে নিলেন,' মিস্টার হ্যারল্ড বললেন, 'প্লেনে ওঠার সময়ই কেন প্যারাস্যুট নিচ্ছেন জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন, প্লেনে তিনি কখনোই নিরাপদ বোধ করেন না। প্রাণ বাঁচানোর প্রয়োজন হতেই পারে। তখন আমি তাঁকে বাতিকগ্রস্ত

Generated by CamScanner from intsig.com

ভেবেছিলাম...' এক মুহূর্তের জন্য থামলেন তিনি। তারপর মাথা নাড়লেন, 'তবে ঠিকই বলেছিলেন।'

'ইঞ্জিন বিগড়ে যাওয়ার পর নিশ্চয় ল্যান্ড করা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন আপনি,' রবিন বলল।

'হ্যাঁ,' মিস্টার হ্যারল্ড বললেন, 'যতটা সম্ভব কম ক্ষতি করে নামানোর চিন্তায় ছিলাম আমি। খুব খারাপভাবে ঝাঁকি খাচ্ছিল ওটা। তখনই কোনোভাবে মাথায় বাড়ি খেয়েছি আমি। কয়েক সেকেন্ডের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। হুঁশ ফিরলে দেখলাম প্লেনটা মাটি থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফুট ওপরে।'

'তার মানে ভাগ্য ভালো, বেঁচে গেছ,' রবিন বলল, 'যদি তখন হুঁশ না ফিরত, মারা যেতে।'

'হয়তো,' ভাগনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন মিস্টার হ্যারল্ড, 'শেষ মুহূর্তে মাটিতে আছড়ে পড়া থেকে বাঁচলাম। পড়ল ঠিকই, তবে যদি খাড়া পড়ত, পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যেত।'

'তারপর কী হলো, মামা?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'প্লেনটা মাটিতে পড়ে গেল,' মিস্টার হ্যারল্ড বললেন, 'পেছনে তাকানোর সুযোগ পেলাম। ডপলার কেমন আছেন দেখার জন্য মুখ ফেরালাম। কিন্তু তিনি নেই। হয়তো আমি যখন বেহুঁশ ছিলাম তখন প্যারাস্যুট নিয়ে ঝাঁপ দিয়েছেন। ঠিকই করেছেন। পাইলট অচেতন, প্লেন পড়ে যাচ্ছে, এ সময় চুপ করে বসে থাকাটাই বরং বোকামি।'

'এরপর কী করলে?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'সামনের দিকের বিস্ফোরণে রেডিওটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই সাহায্যের আবেদন জানাতে পারিনি,' মিস্টার হ্যারল্ড বললেন, 'বুঝেছিলাম, পেছনের বিস্ফোরণে আমার ইএলটি নষ্ট হয়ে গেছে। আকাশ থেকে আমাকে খুঁজে বের করা কঠিন হবে। আমার ডান পা আর ডান হাতে এত বেশি জখম হয়েছিল, নড়তে কষ্ট হচ্ছিল। তাই একটা ফ্লেয়ার ছুড়ে দিয়ে, ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্য একটা কম্বল গায়ে জড়িয়ে চুপ করে বসে রইলাম, উদ্ধারকারীদের আসার অপেক্ষায়।'

'চব্বিশটা ঘণ্টা স্রেফ চুপ করে বসে ছিলেন, আর কিছুই করেননি?' মনে মনে মিস্টার হ্যারল্ডের সাহসের তারিফ না করে পারল না মুসা।

'এত বেশি ব্যথা করছিল, মাঝে মাঝেই বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছিলাম,' মিস্টার হ্যারল্ড জানালেন। 'ঠান্ডায় হাইপোথার্মিয়ার শিকার হলাম। তারপর কয়েক ঘণ্টা আগে, এয়ার ফোর্সের একটা ট্যালন বিমান খুঁজে বের করেছে আমাকে। পেতে আরেকটু দেরি করলেই মারা যেতাম।'

Generated by CamScanner from intsig.com

'তোমার মনে হয়নি প্লেনটা রহস্যময়ভাবে বিগড়েছে?' রবিন জিজ্ঞেস করল। 'কিংবা স্যাবোটাজ করা হয়েছে?'

'স্যাবোটাজই করা হয়েছে,' মিস্টার হ্যারল্ড জবাব দিলেন, 'আমার ধারণা, দুটো টাইম-বোমা রেখে দেওয়া হয়েছিল প্লেনের সামনে আর পেছনে। এমনভাবে লুকানো হয়েছিল, প্রিচেক করার সময় আমার নজরে পড়েনি।'

'তার মানে আমাদের সেজনা বিমানটাকে স্যাবোটাজ করার পেছনেও সেই একই লোকের হাত ছিল,' রবিন বলল।

'বোমাগুলো যদি টাইম বোমাই হয়ে থাকে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মুসা বলল, 'তাহলে হয় ওগুলো স্যাক্রামেন্টোয় থাকতে বসানো হয়েছিল, নয়তো রকি বিচে।'

'ব্যাপারটা তোমাদের খুব কৌতূহলী করে তুলেছে, তাই না?' মিস্টার হ্যারল্ড জিজ্ঞেস করলেন।

সব কথা তখন মামাকে খুলে বলল রবিন। ওদের শখের গোয়েন্দাগিরির কথা থেকে শুরু করে রকি বিচের হ্যাঙারে মিস্টার হ্যারল্ডের জার্নালটা পাওয়া, সবশেষে সেজনা বিমানটা সাগরে পড়ার পর কীভাবে মরতে মরতে বেঁচে ফিরেছে, সব কথা।

'হুঁ,' মিস্টার হ্যারল্ড বললেন, 'রহস্যময়!'

'মিস্টার ডপলার কি বলেছেন, কে তাঁকে খুন করতে চায়?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'না,' মিস্টার হ্যারল্ড জবাব দিলেন।

'মার্টিন ক্রুজকে চেনেন কি না তাঁকে জিজ্ঞেস করেছেন?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'করেছি,' মিস্টার হ্যারল্ড জানালেন। 'কিন্তু তিনি মনে করতে পারেননি। তিনি বলেছেন, এত বেশি লোক তাঁর কাছ থেকে চেক নেয়, সবার নাম মনে রাখা সম্ভব নয়। তোমাদের কাছে ক্রুজের কথা শুনে মনে হচ্ছে, অন্যায় কিছুতে জড়িত ও।'

'পিটার গ্লেনসনের ব্যাপারে আপনার কী ধারণা?' মুসা জিজ্ঞেস করল, 'ক্রুজের অন্যায় কাজের সঙ্গে কি পিটও জড়িত?'

'আমার মনে হয় না,' মিস্টার হ্যারল্ড বললেন, 'তবে *পিটের আলমারিতে কঙ্কাল ঢুকেছিল।*'

'মানে?' ভুরু কুঁচকে ফেলল মুসা।

'আমাদের এয়ার ফোর্সে এই কথাটার মানে হলো, দুর্ভাগ্য,' মিস্টার হ্যারল্ড বললেন, 'আমার মতোই ফাইটার পাইলট ছিল পিট। তবে ওর দুর্ভাগ্য, ওর দৃষ্টিশক্তি গেল খারাপ হয়ে। আটাশে নেমে গেল। এয়ার ফোর্সে যেকোনো

Generated by CamScanner from intsig.com

দৈহিক সমস্যা—সেটা যত সামান্যই হোক—তাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়। পিটের ওড়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলো। অনেক অনুনয়-বিনয় করেছে পিট, অনেক ধরাধরি। বলেছে তাকে অন্তত একটা সুযোগ দেওয়া হোক। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। কর্তৃপক্ষ তাদের সিদ্ধান্তে অনড় রইল।'

'তার মানে পিটের জন্য এক বিরাট ধাক্কা,' সহানুভূতিভরা কণ্ঠে মুসা বলল।

'মনের দুঃখে নিশ্চয় এয়ার ফোর্স ছেড়ে দিয়েছে পিট?' রবিনের প্রশ্ন।

'না। পিটকে অন্য কাজের দায়িত্ব দিতে চেয়েছিল ফোর্স, তবে সেটা করতে হবে মাটিতে থেকে, আকাশে ওড়া চলবে না,' মিস্টার হ্যারল্ড বললেন, 'কিন্তু মাথা খারাপ হয়ে গেছে তখন পিটের। ও একজন জাত পাইলট, আকাশে ওড়া ছাড়া কিছুই বোঝে না। এক রাতে চুরি করে হ্যাঙারে ঢুকে একটা এফ-১৬ নিয়ে আকাশে উড়ে গেল। কর্তৃপক্ষ জানতে পেরে খুব অসম্মানজনকভাবে ওকে চাকরি থেকে বের করে দিল। ওর মেডেল, ওর পেনশন, সব কেড়ে নিল।'

'আপনার কাছে এল কীভাবে?' মুসা জানতে চাইল।

'চাকরির জন্য এসেছিল,' মিস্টার হ্যারল্ড বললেন, 'কীভাবে ওকে চাকরি থেকে বের করে দিয়েছে, সব খুলে বলল। এমন অবস্থা করে ছেড়েছে, বাণিজ্যিক কোনো এয়ার লাইনেও চাকরি পাওয়ার উপায় রাখেনি ওর। রাতারাতি একজন অতি চমৎকার ভালো মানুষ থেকে আসামি বানিয়ে ছাড়ল। আমাকে সব বলার পর, আমি ওকে চাকরি দিলাম। সেই থেকেই আছে।'

'ওর জন্য সহানুভূতি দেখাব কি না বুঝতে পারছি না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে রবিন বলল।

'সহানুভূতিই তো জন্মায়,' বলল মুসা।

'আমাকে তো পেয়ে গেছ,' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার হ্যারল্ড, 'কেসটা কি চালিয়ে যেতে চাও?'

'কেসটা তো শেষ হয়নি এখনো,' মুসা জবাব দিল, 'আপনি ফিরে এসেছেন, কিন্তু মিস্টার ডপলারকে পাওয়া যায়নি এখনো। তিনি পর্বতে মারা গিয়েছেন কি না জানি না আমরা। আমাদের সবার জীবনের ওপরই হামলা হয়েছে। যে এসব অঘটন ঘটিয়েছে, তাকে ছাড়া উচিত হবে না। ধরতে চাই আমরা। আমি চাই। কিশোর চায়। রবিনও চায়।'

'বেশ,' হুঁশিয়ার করলেন মিস্টার হ্যারল্ড, 'তবে খুব সাবধানে থাকবে। লোকটা একজন খুনি। তোমাদের অভিভাবকেরাও নিশ্চয় চাইবেন না তোমাদের কোনো ক্ষতি হোক।'

Generated by CamScanner from intsig.com

'তা তো চাইবেই না,' হাসল মুসা, 'তবে একবার যখন কিশোর পাশা এর মধ্যে ঢুকে পড়েছে, রহস্যটার কিনারা না হওয়া পর্যন্ত ওকে আর ঠেকানো যাবে না।' উঠে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর হাত টানটান করে আড়মোড়া ভাঙল ও। 'ঠিক আছে, আমি এখন যাই। রাতটা কোনো হোটেলে কাটিয়ে কাল সকালে সান ফ্রান্সিসকো যাব। আরেকবার এয়ারপোর্টে যেতে চাই, যেখানে সেজনাটা রেখেছিলাম আমার। জায়গাটা আরেকবার দেখতে চাই। হয়তো কোনো সূত্র পেয়েও যেতে পারি। রবিন, তুমি তো নিশ্চয় এখানেই থাকবে?'

'হ্যাঁ, থাকতে হবে,' রবিন বলল। 'মামা সেরে না ওঠা পর্যন্ত। আশা করি, কয়েক দিনের মধ্যেই রকি বিচে ফিরে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারব।'

'আমার কাছে থাকার দরকার নেই,' মিস্টার হ্যারল্ড বললেন, 'আমি তো হাসপাতালেই আছি। ওরাই আমার দেখাশোনা করবে।'

'না, আমি এখন যাব না,' রবিন বলল, 'তোমার কাছে থাকব।' মুসার দিকে তাকাল। 'তুমি আর কিশোর তদন্ত চালিয়ে যাও। আমাকে যদি প্রয়োজন হয়, ফোন কোরো।'

'আচ্ছা' বলে প্রথমে রবিনের সঙ্গে হাত মেলাল মুসা। তারপর মিস্টার হ্যারল্ডের ভালো হাতের তালুতে হাত রেখে বলল, 'মামা, যাই তাহলে। গুড লাক।'

'গুড লাক, মামা,' মুসা বলল, ' ভালো থাকবেন।'

'গুড লাক,' বললেন মিস্টার হ্যারল্ড।

*

মধ্যরাতে রকি বিচ স্টেশনে পৌঁছল ট্রেন। স্টেশনে নেমে সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে এয়ারপোর্টে চলে এল কিশোর। মেইন এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ের সামনে পার্ক করে রাখা হলুদ ক্যাবের সারির পেছনে থামল ট্যাক্সি।

গাড়ি থেকে নেমে, খানিক দূরে জটলা করতে থাকা ট্যাক্সি ড্রাইভারদের কাছে এসে দাঁড়াল ও। জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আপনাদের মধ্যে মিস্টার রেড্ডি কে?'

'আমি,' জবাব দিল বেঁটেখাটো একজন মানুষ। মাথায় হান্টিং ক্যাপ। দুই পাশের ফ্ল্যাপ কানের ওপর নামানো।

নিজের নাম জানিয়ে কিশোর বলল, 'মিলির ধারণা, আপনি আমাকে কিছু তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে পারবেন। আপনি নাকি কারিনা ডপলারের কাজ করেছেন।'

আঙুলের ইশারা করে কিশোরকে নিয়ে ড্রাইভারদের কাছ থেকে দূরে চলে এল রেড্ডি। জিজ্ঞেস করল, 'কী জানতে চাও তুমি?'

Generated by CamScanner from intsig.com

'শুনলাম, কারিনা আপনাকে চাকরি থেকে বিদায় করে দিয়েছে ওর একজন বডিগার্ড দরকার বলে, ওর নাকি বিপদ হতে পারে ভেবে ভয় পাচ্ছিল,' কিশোর বলল, 'কী বিপদ, জানেন?'

'আমি যখন তার কাছে চাকরি নিতে গেলাম,' রেড্ডি বলল, 'প্রথমেই আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল, ওখানে আমি যা দেখব, যা শুনব, কখনো কাউকে কিছু বলতে পারব না। চাকরিতে থাকতে চাকরি হারানোর ভয়ে কাউকে কিছু বলিনি। এখনো বলব না, কারণ তাকে কথা দিয়েছি। তুমি বরং এক কাজ করো। মিস্টার ডালটনের সঙ্গে কথা বলো। রোজ সকালে রকি বিচ কান্ট্রি ক্লাবের গলফ কোর্সে গলফ খেলতে যান তিনি। এমনকি শীতকালেও বাদ দেন না।'

'রকি বিচ কান্ট্রি ক্লাব,' বিড়বিড় করল কিশোর, 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, রেড্ডি।'

'তুমি আমার একটা উপকার করতে পারবে?' রেড্ডি বলল, 'মিলিকে জানাতে পারবে, আমি ভালো আছি?'

'নিশ্চয়ই।'

এয়ারপোর্ট গ্রাউন্ডে ঢুকে তাড়াহুড়ো করে হ্যারল্ড এয়ার সার্ভিসের হ্যাঙারের দিকে চলল কিশোর। ওখানে রবিনের গাড়িটা পার্ক করা আছে। ওর ভ্যানটা এখন গ্যারেজে। রবিন ওর গাড়ির চাবি কিশোরকে দিয়েছে।

রবিনের গাড়ির পাশে আরেকটা গাড়ি দেখল। এত রাতে কে এল? হ্যাঙারের পাশের দরজাটা খুলতে গিয়ে দেখে খোলাই রয়েছে।

মিলির ডেস্কে রাখা একটা ফ্লোরেসেন্ট ল্যাম্পের আলোয় হ্যাঙারের ভেতর লকার আর প্লেনগুলোর অবয়ব দেখতে পেল কিশোর। আর কাউকে দেখতে পেল না।

হাঁটতে হাঁটতে মিস্টার হ্যারল্ডের অফিসে চলে এল। ডেস্কে হাতের ওপর মাথা রেখে পিটার গ্লেনসনকে বসে থাকতে দেখে অবাক হলো।

'পিট,' মৃদুস্বরে ডাকল কিশোর। ধীরে ধীরে চোখ তুলে তাকাল পিট। হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। কিশোর বলল, 'আপনি এখানে? আমি তো জানতাম মিস্টার ক্রুজকে নিয়ে কালকের আগে ফিরবেন না।'

এমনভাবে কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে পিট, যেন ভূত দেখছে। জোরে জোরে মাথা ঝাড়া দিয়ে যেন মগজের জট খোলার চেষ্টা করল। ঢোঁক গিলে, খসখসে কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, মিস্টার ক্রুজের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। বসে থেকে আর কী করবেন। তাই বিকেলেই চলে এসেছেন। কিন্তু তুমি এত রাতে এখানে?'

'রবিন আমাকে ওর গাড়িটা ধার দিয়েছে, সেটা নিতে এসেছি,' চেয়ারে বসল

Generated by CamScanner from intsig.com

কিশোর, 'মিস্টার হ্যারল্ডের খবর তো নিশ্চয় শুনেছেন?'

'হ্যাঁ, মিলি আমাকে বলেছে,' খাটো করে ছাঁটা বাদামি চুলে আঙুল চালাল পিট, 'বস ভালো আছে শুনে ভীষণ খুশি হয়েছি।'

'হ্যাঁ, মস্ত বড় সুসংবাদ।'

'তোমার বন্ধুরা কোথায়?' পিট জানতে চাইল, 'রবিন আর মুসা?'

'ম্যারিন কাউন্টিতে, মিস্টার হ্যারল্ডের কাছে,' কিশোর জবাব দিল, 'কবে আসবে বলতে পারছি না।'

'ম্যারিন কাউন্টিতে?' বিড়বিড় করল পিট।

পিটও এখন সন্দেহের তালিকায়, কথাটা ভোলেনি কিশোর। তাই সান ফ্রান্সিসকোয় যা যা ঘটেছে, ওকে জানাল না।

'এত বরফের মধ্যে প্লেনটা যেভাবে খুঁজে বের করল এয়ার ফোর্স, সত্যিই প্রশংসনীয়,' প্রসঙ্গটা চালিয়ে যাওয়ার জন্য বলল কিশোর।

'হ্যাঁ, গুড এয়ার ফোর্সের পক্ষেই কেবল সম্ভব,' উঠে দাঁড়াল পিট, 'তবে ওদের প্রশংসা করতে আমার মন চায় না।'

'কেন?' কিশোরের প্রশ্ন।

'ফোর্সের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো না,' হাত টানটান করে আড়মোড়া ভাঙল পিট, 'ওরা আমার যা ক্ষতি করেছে, মিস্টার হ্যারল্ড কাজ না দিলে না খেয়ে মরত হতো।' হাই তুলল ও। 'ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। কফি না খেয়ে আর থাকতে পারব না।'

বেরিয়ে গেল ও। এরপর খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল কিশোর। বাইরে গর্জন করে ফিরছে শীতের ঝোড়ো বাতাস। পিটের কথা ভাবছে ও। এয়ার ফোর্সের আলোচনা করার সময় ক্ষোভ চাপা দিতে পারেনি পিট।

হঠাৎ আলো নিভে গেল। অন্ধকারে ঢেকে গেল হ্যাঙারের ভেতরটা। কিশোর নড়ার আগেই হাতাহাতির শব্দ কানে এল।

'এই! এই! কী করছ তুমি?' চিৎকার করে উঠল পিট। তারপর ওর যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ।

হাতড়ে হাতড়ে আলোহীন অফিস থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। পুরো হ্যাঙারটাই কালো অন্ধকারে ঢেকে গেছে। চিৎকার করে ডাকল ও, 'পিট? পিট, কী হয়েছে আপনার?'

ঘন কালো অন্ধকারে অনুমানের ওপর ভিত্তি করে এগোনোর চেষ্টা করল কিশোর।

হঠাৎ মারাত্মক আঘাত লাগল ঘাড়ে।

Generated by CamScanner from intsig.com

আট

হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে যাচ্ছে কিশোর। ঘোরের মধ্যে বুঝতে পারল, কারাতে চপ মারা হয়েছে ওকে, হাতের এক পাশ দিয়ে দা দিয়ে কোপানোর মতো করে। কানে এল পদশব্দ, দ্রুত দূরে চলে যাচ্ছে। তারপর চোখের সামনে ঘনিয়ে এল ঘন অন্ধকার।

কয়েক মুহূর্ত পর জ্ঞান ফিরলে মিলির ডেস্কের ওপরের ফ্লোরেসেন্ট আলোটা আবার দেখতে পেল ও। সেই আলোর আভায় হ্যাঙারের এরোপ্লেনগুলোর অবয়ব দেখতে পেল। ইস্পাতের ছাতে দাবড়ে ফিরছে ঝোড়ো বাতাস, খটখট আওয়াজ তুলছে। পিট যে ওর ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে, এটা বুঝতে কিছুটা সময় লাগল।

'জ্ঞান ফিরেছে তাহলে,' পিট বলল, 'সার্কিট ব্রেকারটা বন্ধ করে দিয়েছিল কেউ। সে জন্যই অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। তারপর পেছন থেকে আমাকে জাপটে ধরল। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ওকে ধরার চেষ্টা করলাম। ছুরি দিয়ে আমাকে খোঁচা মারতে চাইল। এরপর তোমাকে মারতে গেল। আমি ওকে তাড়া করলাম। বেগতিক বুঝে দৌড়ে বেরিয়ে গেল ও।'

পিটের গালে একটা গভীর কাটা দাগ। রক্ত বেরোচ্ছে। ধীরে ধীরে উঠে বসে কিশোর বলল, 'আপনার কাটাটার চিকিৎসা করা দরকার।'

গালের কাটায় আঙুল ছোঁয়াল পিট। 'তুমি বসে থাকো। আমি ফার্স্ট-এইড কিট নিয়ে আসি' বলে লকারের দিকে রওনা হলো ও।

দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল কিশোর। দশ মিনিট আগেও প্রধান সন্দেহভাজন বলে মনে হচ্ছিল পিটকে। এখন আর সেটা মনে হচ্ছে না। তা হলে ছুরি নিয়ে আসা লোকটা কে ছিল?

মাথাটা দপদপ করছে কিশোরের, তার মধ্যে যেন ঘূর্ণির মতো পাক খাচ্ছে ভাবনাগুলো। বুঝতে পারছে, একটা লম্বা ঘুম দরকার এখন ওর।

*

পরদিন সকালে বাসে করে সান ফ্রান্সিসকোয় পৌঁছল মুসা। তারপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছল। আগের দিন যেখানে সেজনা বিমানটা

Generated by CamScanner from intsig.com

রেখেছিল সেখানে চলে এল।

একটা মেইনটেন্যান্স ট্রাককে টারম্যাক ধরে ধীর গতিতে এগিয়ে আসতে দেখল। হুইলে বসে আছে ধূসর চুলওয়ালা জাম্পসুট পরা একজন লোক।

'এক্সকিউজ মি, স্যার,' গাড়িটার পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে বলল মুসা, 'কাল বিকেলেও কি এখানে আপনার ডিউটি ছিল?'

লিভার টেনে ট্রাক থামাল লোকটা। জবাব দিল, 'হ্যাঁ, ছিল।'

'এই এলাকায় তেরপলে ঢাকা একটা প্লেন দেখেছিলেন?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'দেখেছি। আমার স্মৃতিশক্তি যথেষ্ট ভালো, যা দেখি, সহজে ভুলি না। তেরপলটার রং ছিল ধূসর। আর প্লেনটা রাখা ছিল ওই জায়গাটায়,' হাত তুলে টারম্যাকের অন্য পাশে দেখাল লোকটা।

'কাউকে প্লেনটা মেরামত করতে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, দেখেছি,' জবাব দিল লোকটা, 'দুপুরের দিকে। তেরপলের নিচে ঢুকেছিল একজন লোক। দশ মিনিট পর আবার বেরিয়ে এসেছিল।'

'ও দেখতে কেমন ছিল?' উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে যাচ্ছে মুসার।

'আমার স্মৃতিশক্তি ভালো, কিন্তু চোখের দৃষ্টি খারাপ,' লোকটা জবাব দিল, 'তা ছাড়া দূর থেকে দেখেছি ওকে।'

'ওর ব্যাপারে কোনো কিছুই কি মনে করতে পারেন না? পরনে কী ছিল? এই যেমন ট্রেঞ্চকোট, না অন্য কিছু?'

'সরি,' কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা, 'আমি কিছুই বলতে পারব না। ভালোমতো দেখিনি ওকে।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে,' হতাশ কণ্ঠে বলল মুসা।

'ও, দাঁড়াও দাঁড়াও,' হঠাৎ বলে উঠল লোকটা, 'ভুলেই গিয়েছিলাম। লোকটা চলে যাবার পর একটা প্লেনের টিকিট পড়ে থাকতে দেখি তেরপলের কিনারে মাটিতে। নিশ্চয় লোকটার পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল।'

'কী করেছেন ওটা?' আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল মুসা।

'অবশ্যই লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড বুদে জমা দিয়ে দিয়েছি,' লোকটা বলল, 'এ ছাড়া আর কী করব?'

লোকটাকে আবারও ধন্যবাদ দিয়ে লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড বুদে ছুটল মুসা। প্রথমে জেনে নিল কেউ এসে একটা হারানো টিকিটের খোঁজ করেছে কি না। তারপর বলল, একটা টিকিট হারিয়েছে ওর।

টিকিটটা বের করে দিল বুদের অ্যাটেনডেন্ট। শনিবার সকালের টিকিট। তার মানে আগামীকাল, রকি বিচ থেকে সিয়েরাভিলে যাওয়ার। জনৈক জুরান

Generated by CamScanner from intsig.com

বুলম্যানের নামে টিকিটটা কেনা হয়েছে। সিয়েরাভিল জায়গাটা কোথায়, কায়দা করে সেটাও জেনে নিল মুসা। জায়গাটা নেভাডা মরুভূমির কাছে, একটা ছোট্ট শহর। টুরিস্ট স্পট। শীতকালে প্রচুর টুরিস্ট যায় ওখানে।

এই কেসের একটা উল্লেখযোগ্য সূত্র হতে পারে এটা, ভাবল মুসা। ওর মনে হলো, নামটা ছদ্মনাম। আর সম্ভবত এই লোকই সেজনার ইঞ্জিনে কারসাজি করে রেখেছিল। হয়তো ডন ডপলারের প্লেনটাকেও ও-ই স্যাবোটাজ করেছে। টিকিটটা দেখে মনে হচ্ছে, আগামীকাল সিয়েরাভিলে যাওয়ার কথা ওর।

তাড়াহুড়ো করে বুদ থেকে বেরিয়ে এসে একটা পে ফোন থেকে টিকিটটা যে এয়ারলাইন দিয়েছে, তাদের ফোন করল মুসা। 'হ্যালো, আমার নাম জুরান বুলম্যান,' বলল ও। 'আপনাদের ফ্লাইট ৩১২-তে আগামীকাল সিয়েরাভিলে যাওয়ার একটা টিকিট কিনেছিলাম আমি। কিন্তু টিকিটটা হারিয়ে ফেলেছি। এখন কি আমি ওই ফ্লাইটে যেতে পারব?'

'টিকিট ছাড়া পারবেন না,' এয়ারলাইনের ক্লার্ক জবাব দিল। তারপর মুসাকে হতাশ করে কণ্ঠটা বলল, 'কিন্তু আমার কম্পিউটার বলছে একই ফ্লাইটের জন্য একই নামে আরেকটা টিকিট কিনেছেন আপনি।'

'ও, তাই নাকি,' সতর্ক হয়ে গেল মুসা, 'তার মানে আমাকে না জানিয়েই আমার সেক্রেটারি আরেকটা টিকিট কিনে ফেলেছে। টিকিট হারানোর কথা ওকে বলেছিলাম। সিট নম্বরটা কত যেন?'

'২৫-বি, স্যার,' জবাব এল।

লাইন কেটে দিয়ে বুদ থেকে নিয়ে আসা টিকিটের উল্টো পিঠে লিখে নিল ও ২৫-বি। লিখতে গিয়ে লক্ষ করল, ওখানে পেনসিল দিয়ে আরেকটা কথা লেখা রয়েছে: শনিবার বিকেল পাঁচটায় ডেড স্যান্ডে এক্স-এর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

২৫-বি নম্বরের যাত্রীটি আগামীকাল বিকেলে ডেড স্যান্ড নামে একটা জায়গায় কোনো একজন লোকের সঙ্গে দেখা করবে। সঙ্গে সঙ্গে খবরটা জানানোর জন্য কিশোরদের বাড়ির নম্বরে ফোন করল মুসা। মেরি চাচি ধরলেন। জানালেন, কিশোর নেই, বেরিয়ে গেছে।

'মুসা, তুমি কোথায়?' মেরি চাচি জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি এখন সান ফ্রান্সিসকোয়, আন্টি,' মুসা জবাব দিল, 'পরের ফ্লাইটেই চলে আসছি। প্লেন থেকে নেমে সোজা আপনাদের বাড়িতে চলে আসব। ঠিক ডিনারের সময়। কিশোরের সঙ্গে দেখা করা জরুরি।'

'ঠিক আছে,' মেরি চাচি বললেন, 'আমি তোমার পছন্দের ফ্রুট কেক বানিয়ে রাখব।'

Generated by CamScanner from intsig.com

ফোন বুদ থেকে বেরিয়ে মনে পড়ল মুসার, আন্টির জন্য বড়দিনের উপহারটা কেনা হয়নি এখনো।

*

টানা একটা ঘুম দিয়ে ঝরঝরে শরীর নিয়ে ঘুম ভাঙল কিশোরের। অনেক বেলা হয়ে গেছে। তবে শরীরটা আবার কাজের জন্য প্রস্তুত। ওর প্রথম কাজ এখন রকি বিচ কান্ট্রি ক্লাবে যাওয়া। ৯ নম্বর 'গ্রিন', অর্থাৎ গলফ খেলার কোর্সটাতে এসে মিস্টার ডালটনের দেখা পেল ও। একজন অভিজাত চেহারার মানুষ, তুষার-শুভ্র চুল, একটা গলফ খেলার গাড়িতে করে ধীর গতিতে চলেছেন।

'এক্সকিউজ মি,' গাড়িটার কাছে গিয়ে বলল কিশোর, 'আপনি কি মিস্টার ডালটন?'

'হ্যাঁ,' গাড়ি থেকে নেমে এলেন তিনি।

'আমি কিশোর পাশা। আমাকে বলা হয়েছে কারিনা ডপলারের বিষয়ে অনেক কিছু জানেন আপনি।'

'ওকে নিয়ে পত্রিকায় কাদা ছোড়াছুড়ি করতে চাও নাকি?' গলফ ব্যাগ থেকে একটা ব্যাট টেনে বের করলেন মিস্টার ডালটন।

'আমি শুধু সত্যিটা জানতে চাই,' কিশোর বলল।

'বেশ,' সরাসরি কিশোরের দিকে তাকালেন মিস্টার ডালটন, 'তবে তার আগে আমার জানতে হবে, তুমি কোন পক্ষের লোক...'

এইবার বিপদে পড়ে গেল কিশোর। কোন পক্ষের বললে খুশি হবেন মিস্টার ডালটন, জানে না ও। একটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'দেখুন, আমার কোনো পক্ষটক্ষ নেই। আমি শুধু জানতে চাচ্ছি, কারিনার বাবাকে কে খুন করতে চায়।'

'ও, হ্যাঁ,' মিস্টার ডালটন বললেন। হেঁটে গেলেন একটা টি-অফ-এর কাছে। 'আজ সকালে খবরের কাগজে তার নিরুদ্দেশ হওয়ার খবরটা পড়লাম।'

মিস্টার ডালটনের পাশ থেকে এগোল কিশোর, 'এবার বলুন, কারিনা ডপলারের বিষয়ে কী বলবেন?'

পকেট থেকে একটা লাল বল বের করে একটা টি-এর ওপর রাখলেন মিস্টার ডালটন। কয়েকবার ব্যাট দিয়ে শাঁই শাঁই করে স্ট্রোক মারার ভঙ্গিতে প্র্যাকটিস করলেন। 'সকালবেলা এই যে এসে রোজ রোজ গলফ খেলি,' বললেন তিনি, 'এর কারণ এর চেয়ে ভালো আর কিছু করার নেই আমার। একসময় একটা বড় করপোরেশনের প্রেসিডেন্ট ছিলাম আমি। কিন্তু বছর দুই আগে কারিনা ডপলার আমার সঙ্গে শত্রুতা করে, চালাকি করে আমার

Generated by CamScanner from intsig.com

কোম্পানিটা কেড়ে নেয়। এর মানে কী, বুঝতে পারো?'

'প্রথমে আপনার কোম্পানির একান্ন ভাগ স্টক কিনে নেয়,' কিশোর বলল, 'কোম্পানিটা নিজের দখলে নিয়ে যা খুশি করার ক্ষমতা অর্জন করে। তারপর প্রেসিডেন্ট যাতে টিকতে না পারে সেই ব্যবস্থা করে। আপনার আর এখন কোনো কাজ নেই, তাই প্রতিদিন গলফ খেলতে আসেন।'

'ভেরি গুড, বুদ্ধিমান ছেলে,' মিস্টার ডালটন বললেন, 'বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জেনেছি, কারিনা আরও বড় একটা কোম্পানি দখলের চেষ্টায় আছে, আর সেটা হলো ডপলার করপোরেশন।'

একটা মুহূর্ত অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিশোর। তারপর বলল, 'আপনি বলতে চান, ওর নিজের বাপের কারখানাই দখল করতে চাইছে কারিনা? নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য?'

'তাই তো শুনলাম,' মিস্টার ডালটন বললেন, 'আমার ধারণা, এক বছর ধরেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ও।'

'ওর বাবা কি এসব জানেন না?'

'পৃথিবীতে যদি একজন মাত্র লোকও থেকে থাকে,' মিস্টার ডালটন বললেন, 'যে কারিনা ডপলারের চেয়ে চালাক, সে হলো ডন ডপলার। আমি শুনেছি, মেয়ের ওপর নজর রাখার জন্য দুজন গুপ্তচরও নিয়োগ করেছে ডন। কিন্তু ডপলার করপোরেশনের ঘাড়ে এখন বিশাল ঋণের বোঝা। যদি কোনোভাবে সেই টাকার ব্যবস্থা করতে না পারে ডন, তাহলে মেয়েকে ঠেকাতে পারবে না, কোম্পানিটা নিলামে কিনে নেবে কারিনা।'

'তার মানে বাবা মরে গেলে কারিনার জন্য সুবিধে হয়,' আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর, 'এখন আমার শেষ প্রশ্নটা করি। কারিনা ডপলার কি এতটাই মরিয়া যে কোম্পানি দখলের জন্য নিজের বাপকে খুন করতেও দ্বিধা করবে না?'

'তা বলতে পারব না,' মিস্টার ডালটন বললেন, 'তবে কারিনাকে আমি বিশ্বাস করি না।'

*

সারাটা দিন সূত্র খুঁজে বেড়াল কিশোর। বাড়ি ফিরল বিকেল ছটায়। দেখে, মুসা বসে আছে। ওর চাচা রাশেদ পাশা বাড়ি নেই। জরুরি কাজে লস অ্যাঞ্জেলেসে গেছেন। কবে ফিরবেন, ঠিক নেই।

মেরি চাচির সঙ্গে বসে ডিনার সেরে মুসাকে নিয়ে ওপরে নিজের ঘরে চলে এল কিশোর। কেসটা নিয়ে আলোচনা শুরু করল। দড়ির জালে ঝোলানো

Generated by CamScanner from intsig.com

একটা ফুটবলে ঘুসি মারতে মারতে মুসা বলল, 'কেউ একজন ডন ডপলারকে খুন করতে চায়। তাঁর পাইলট হতে গিয়ে আরেকটু হলেই মারা যাচ্ছিলেন হ্যারল্ড আংকেল। আমরা তার কাজে বাগড়া দেওয়ায় আমাদেরও শেষ করে দিতে চায়। লোকটা কে, বলো তো, কিশোর?'

'আজ আমি কারিনা ডপলারের বিষয়ে খোঁজ নিতে বেরিয়েছিলাম,' কিশোর বলল, 'স্যাক্রামেন্টোয় কেন গিয়েছিলেন ডন ডপলার, কারিনা কোন ষড়যন্ত্র করছে, ডপলার করপোরেশনের কোন শাখা থেকে মার্টিন ক্রুজকে চেক দেওয়া হয়েছে, এসব তথ্য জানার চেষ্টা করেছি।'

'ওসব বিষয়ে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি খোঁজখবর নিতে পারবে পুলিশ ও এফবিআই।' ফুটবলে জোরে ঘুসি মারল মুসা। কিশোরের নাকের কাছে ছুটে এসে টান লেগে সরে গেল বলটা। 'আমাদের বরং ডন ডপলারের প্লেনটাকে কে স্যাবোটাজ করেছে, সেটা নিয়ে ভাবা উচিত। প্রথমেই প্রশ্ন, ওই ফ্লাইটের কথা কে কে জানত?'

'সবচেয়ে বেশি জানার কথা হ্যারল্ড এয়ার কোম্পানির কর্মচারীদের,' কিশোর জবাব দিল, 'ওখানে আছে মিলি, পিট, কয়েকজন পাইলট ও একজন মেকানিক।'

'আজ বিকেলে সান ফ্রান্সিসকো থেকে ফিরে আমি ওদের সবার সঙ্গেই কথা বলেছি,' মুসা জানাল, 'ওদের কাউকেই দোষী মনে হয়নি আমার। এদের মধ্যে একমাত্র পিটার গ্লেনসনকেই কিছুটা সন্দেহ করা যেতে পারে। আর সেই লোকটাকে, যে হ্যাঙারের ভেতর তোমার ওপর হামলা চালিয়েছিল।'

'এই কিশোর,' নিজের বেডরুমের সামনের বারান্দা থেকে ডাক দিলেন মেরি চাচি, 'রাস্তায় ও কে দাঁড়িয়ে আছে, দেখো তো। আমাদের বাড়ির ওপর নজর রাখছে।'

সঙ্গে সঙ্গে সুইচ টিপে ঘরের আলো নিভিয়ে দিল মুসা, যাতে জানালা দিয়ে ওদের দেখা না যায়। তিন লাফে জানালার কাছে সরে এল কিশোর, পর্দা টেনে দিল, তারপর পর্দার ফাঁক দিয়ে তাকাল।

রাস্তায় মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটা কালো রঙের লিমোজিন গাড়ি। ওটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে একজন মানুষ। অন্ধকারেও ওকে চিনতে অসুবিধে হলে না।

'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন!' কিশোরের কানের কাছে ফিসফিস করল মুসা।

পকেটে হাত ঢোকাল লোকটা। আবার যখন বের করে আনল ওর হাতে একটা পিস্তল দেখা গেল।

'খাইছে!' মুসা বলে উঠল, 'পিস্তল বের করেছে কেন!'

Generated by CamScanner from intsig.com

নয়

অন্ধকারেও লোকটার ঠোঁটে ব্যঙ্গভরা হাসি দেখতে পেল বলে মনে হলো মুসার।

'সরো!' ধাক্কা দিয়ে মুসাকে সরিয়ে নিজেও সরে গেল কিশোর, 'বুলেটের গতি বড় ভয়ংকর।'

'সুপারসনিক! নাকি আরও বেশি?' মুসা বলল। দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছে কিশোরের পাশে। শোফার কী করছে দেখার জন্য ভেতরে ভেতরে ফাটছে ও। কিন্তু বুলেটের মুখোমুখি হতে সাহস করল না। খানিক পরই একটা গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। মোড়ের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে শব্দটা। জানালার কাছে এসে মুসা দেখল, গাড়িটা চলে যাচ্ছে। মিলিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে।

জানালার কাছ থেকে সরে এসে আলো জ্বেলে দিল মুসা। ঝোলানো ফুটবলটার গায়ে আবার ঘুসি মারতে লাগল। বলল, 'আমাদের ভয় দেখিয়ে গেল ফ্রাঙ্কেনস্টাইন।'

'যাতে কারিনা ডপলারের কাছ থেকে দূরে থাকি,' চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, 'স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, তলে তলে কিছু একটা করে বেড়াচ্ছে কারিনা। তবে এখনো এমন কোনো তথ্য পাইনি, যাতে ওর বাবার নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে ওকে জড়ানো যায়। শুধু কারিনা নয়, কাউকেই জড়াতে পারছি না আমরা। এটাই হলো এ কেসটার সমস্যা।'

'আমাদের প্রধান সূত্রটা কী, জানো?' বলটায় ঘন ঘন ঘুসি মারতে লাগল মুসা, 'প্লেনের টিকিট। যে লোকটা আমাদের প্লেনকে স্যাবোটাজ করেছে, সম্ভবত স্যাক্রামেন্টোতে ডপলারের প্লেনটাকেও করেছে, ও সেই ২৫-বি নম্বরওয়ালা সিয়েরাভিলের যাত্রী।'

'হুঁ,' নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন কয়েকবার চিমটি কাটল কিশোর, 'কাল তাহলে এয়ারপোর্টে আমরাও যাই না কেন? যদি আমাদের কোনো সন্দেহভাজনকে দেখতে পাই, পুলিশকে জানিয়ে দেব, যাতে লোকটাকে অনুসরণ করে সিয়েরাভিলে যেতে পারে। আমাদের পরিচিত কাউকে যদি না দেখি, তাহলে ওই ফ্লাইটে আমিও যাব, যাতে ২৫-বি নম্বর সিটে কে বসেছে, দেখতে পারি।'

'তুমি কেন যাবে?' মুসার প্রশ্ন, 'আমি নই কেন?'

Generated by CamScanner from intsig.com

'কারণ, আমি তোমাদের হেড,' ঘুসি মেরে বলটা মুসার নাকের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে হাসল কিশোর, 'ভুলে গেছ, আমি গোয়েন্দাপ্রধান, আর তোমরা আমার সহকারী? তাই, আমি যা বলব, সেটাই হবে।'

*

পরদিন সকাল নয়টায় রকি বিচ এয়ারপোর্টের মেইন টার্মিনালে ঢুকল কিশোর ও মুসা। লোকজনের ভিড়, মালপত্র, আর ক্রমাগত ফ্লাইট ইনফরমেশন দিতে থাকা আলোকিত মনিটরের শব্দে সরগরম হয়ে আছে জায়গাটা।

'এ তো রীতিমতো পাগলামি মনে হচ্ছে এখানে,' প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্য দিয়ে এগোতে এগোতে বলল মুসা, 'ক্রিসমাস জ্বরে ভুগছে সবাই।'

'টিকিটটা তাড়াতাড়ি চেক করে নিই,' কিশোর বলল।

টিকিট কাউন্টারের সামনে দাঁড়ানো মানুষের লম্বা সারির পেছনে দাঁড়াল কিশোর ও মুসা। কাঁধের ব্যাগ থেকে টান দিয়ে *রকি বিচ গ্যাজেট* পত্রিকাটা বের করল মুসা। হেডলাইন দিয়েছে: দুই দিন ধরে নিখোঁজ কোটিপতি ব্যবসায়ী।

'এতে লিখেছে,' কাগজটার দিকে তাকিয়ে থেকে মুসা বলল, 'সিভিল এয়ার প্যাট্রোল আর এয়ার ফোর্স সম্মিলিতভাবে এখনো সান্তা মনিকা পর্বতে ডন ডপলারের খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছে। ডন ডপলারের বিমানটাকে স্যাবোটাজ করে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে কি না, এ ব্যাপারে এখনো কোনো প্রমাণ জোগাড় করতে পারেনি পুলিশ কিংবা এফবিআই।'

মুসার কাঁধের ওপর দিয়ে পত্রিকাটার দিকে তাকাল কিশোর। ডন ডপলারের সেই ছবিটাই ছেপেছে, যেটা ডপলার স্টোরে দেখে এসেছে ও। বিড়বিড় করে বলল, 'এখনো যেন চোখ মেলে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন ডপলার। তাঁর চোখ দুটো দেখো?'

সারির সামনের দিকে এগোতে এগোতে একটু পরপরই ব্যস্ত টার্মিনালের চারপাশে তাকিয়ে দেখছে কিশোর। হঠাৎ মুসার গায়ে কনুইয়ের গুঁতো মেরে বলল, 'দেখো!'

টার্মিনালের ওপাশের দোকান আর ফাস্ট ফুড কাউন্টারগুলোর দিকে তাকাল মুসা। একটা নিউজস্ট্যান্ডের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল কারিনা ডপলারকে, খবরের কাগজ পড়ছে। কাছেই দাঁড়ানো ওর শোফার-কাম-বডিগার্ড ফ্রাঙ্কেনস্টাইন, হাতে একটা ছোট সুটকেস।

'ও কি কোনোখান থেকে এসেছে, না কোথাও যাচ্ছে?' মুসার প্রশ্ন।

'হয়তো সিয়েরাভিলে যাচ্ছে,' কিশোর বলল, 'হয়তো ও-ই জুরান বুলম্যান।

Generated by CamScanner from intsig.com

নিশ্চয় অনৈতিক কোনো কাজকর্মে জড়িত বলেই ছদ্মবেশে যেতে হচ্ছে।'

'হয়তো,' একমত হলো মুসা, 'ওর শোফারের কাছেই নিশ্চয় টিকিটটা ছিল, যেটা অসতর্কতায় মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, সান ফ্রান্সিসকোয় আমাদের সেজনাটাতে কারসাজি করার পর।'

সামনে আর মাত্র একজন লোক রয়েছে। কিশোর বলল, 'আমার পালা এসে গেছে।' মুসার হাতে টিকিটটা দিয়ে বলল, 'তুমি টিকিট কনফার্ম করো। আমি কারিনাকে অনুসরণ করব।'

কাগজের দাম দিচ্ছে কারিনা। যেকোনো সময় চলে যাবে। ওকে চোখের আড়াল করতে চায় না কিশোর।

মানুষের সমুদ্রের ভেতর দিয়ে পথ করে করে নিউজস্ট্যান্ডের দিকে এগোল ও। নোট দিয়ে ভাংতির অপেক্ষা করছে কারিনা, এ সময় কিশোরকে চোখে পড়ল ওর। সর্বনাশ হয়েছে, ভাবল কিশোর, আমাকে দেখে ফেলেছে!

কাগজটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে তাড়াহুড়ো করে নিউজস্ট্যান্ড থেকে সরে গেল কারিনা। বেরোনোর গেটের দিকে চলল, পেছনে শোফার। 'সিয়েরাভিলে যে যাচ্ছে সেটা বোধ হয় আমাকে জানতে দিতে চায় না ও,' কিশোর ভাবছে, 'আমাকে খসানোর চেষ্টা করছে। ভাগ্যিস ফ্রাঙ্কেনস্টাইন অনেক লম্বা, বেশির ভাগ মানুষের মাথা ছাড়িয়ে উঠে গেছে, ওর মাথা দেখে তাই অনুসরণ করতে পারছি।'

'দাঁড়ান,' লাফাতে লাফাতে কারিনার পেছনে দৌড় দিল কিশোর, 'আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে!'

পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে কিশোরের দিকে এগোল কারিনার শোফার। খানিকটা সরে গিয়ে ওর পাশ কাটাতে চাইল কিশোর। কিন্তু আচমকা হাতের ব্যাগটা তুলে ঘুরিয়ে বাড়ি মারল বিশালদেহী লোকটা। বাড়িটা লাগল কিশোরের পেটে। টলমল পায়ে এক পা পিছিয়ে গেল কিশোর। ঝাঁকি লেগে ওর কাঁধের ব্যাগের ফিতে পিছলে খুলে পড়ে গেল।

'ওর কাছ থেকে দূরে থাকবে,' হিসিয়ে উঠল শোফার। কিশোরের পথ জুড়ে দাঁড়িয়েছে।

'না,' জবাব দিল কিশোর, 'কথা আমাকে বলতেই হবে।'

হঠাৎ ডানে কাটার ভঙ্গি করল ও। শোফার ভাবল, সত্যি ডানে সরবে কিশোর, সে-ও সরল। এই সুযোগে শোফারকে ধোঁকা দিয়ে ঝট করে বাঁয়ে কেটে বেরিয়ে এসে আবার কারিনার পিছু নিল কিশোর। আগের মতোই বাইরে বেরোনোর দরজাটার দিকে এগোচ্ছে।

'কারিনা,' চেঁচিয়ে বলল কিশোর, 'একটু দাঁড়ান, প্লিজ! জরুরি কথা আছে!

Generated by CamScanner from intsig.com

আপনার বাবার সম্পর্কে!'

শোফারকে কাটানো গেছে। ব্যাগটা নিতে দৌড়ে ফিরে এল কিশোর। কিন্তু তুলে নিয়ে আবার যখন ঘুরল, দেখল, কারিনার কাছে চলে গেছে শোফার। স্বয়ংক্রিয় কাচের দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে দুজনে। ওদের পেছন পেছন ছুটে বেরিয়ে এল কিশোর। লিমোজিনের কাছে এসে দাঁড়াল।

'মিস ডপলার, শুনুন,' চিৎকার করে বলল কিশোর, 'আপনার ফ্লাইট মিস করবেন তো!'

কিশোরের দিকে ফিরল কারিনা, 'সেটা নিয়ে তোমার তো মাথা ঘামানোর দরকার নেই। মিস করব কী, মাত্র তো এলাম।'

'আপনার টিকিটটা দেখার কোনো সুযোগ আছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

গাড়ির পেছনের দরজা খুলে দিল শোফার। কিশোরকে অগ্রাহ্য করে ভেতরে ঢুকতে আরম্ভ করল কারিনা।

'যদি টিকিটটা দেখান,' ডেকে বলল কিশোর, 'তাহলে আপনি যে আপনার বাবার কোম্পানিটা দখলের চেষ্টায় আছেন, সে কথা কাউকে বলব না।'

বরফশীতল দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল কারিনা। কঠিন স্বরে বলল, 'গাড়িতে ওঠো।'

দ্বিধায় পড়ে গেল কিশোর। গাড়িতে উঠলে আর হয়তো প্রাণ নিয়ে বেরোতে পারবে না। কিন্তু কারিনার সঙ্গে কথা বলার এত ভালো সুযোগও আর পাবে না। বিশেষ করে, ২৫-বি সিটটা কে বুক করেছে সেটা জানার। ঝুঁকিটা নিয়েই ফেলল ও। উঠে বসল পেছনের সিটে। কারিনা উঠে বসল ওর পাশে। শোফার গিয়ে বসল ড্রাইভিং সিটে।

'কত টাকা চাও?' গাড়িটা চলতে শুরু করতেই বলল কারিনা।

'কী বলছেন আপনি?' খোলামেলা, চামড়ার তৈরি আরামদায়ক গদিওয়ালা সিটে হেলান দিয়ে বলল কিশোর।

'আমি জানতে চাই, কত টাকা পেলে এসব কথা ছড়াবে না তুমি,' বলল কারিনা।

'কোনসব কথা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আমার বাবা তোমাকে কত টাকা দিয়েছে?' কারিনা বলল, 'আমি তার ডবল দেব।'

'আপনার বাবা...' অবাক হলো কিশোর, 'বুঝলাম না।'

'দেখো,' কারিনা বলল, 'আমি জানি, তুমি আর তোমার বন্ধুকে আমার বাবাই লাগিয়েছে আমার ওপর নজর রাখার জন্য। গত ছয় মাস ধরে দুজন

Generated by CamScanner from intsig.com

লোক ছায়ার মতো অনুসরণ করছে আমাকে। তবে তোমাদের চেহারা ভালো করে দেখার সুযোগ পাইনি আমি, সেদিন সন্ধ্যার আগে।'

'যেদিন আপনার অফিসে দেখা করার পর আপনাকে অনুসরণ করেছিলাম?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ,' কারিনা বলল, 'খরচ কমানোর জন্য তোমাদের মতো দুজন টিনএজারকে আমার পেছনে লাগানোর ভাবনা একমাত্র আমার বাবার মাথাতেই আসতে পারে। অল্প পয়সার লোক পেলে বয়স্ক কাউকে রেখে বিরাট ঋণের বোঝার ভার কেন ভারী করতে চাইবে?'

'আপনি যে তাঁর করপোরেশন দখল করতে চাইছেন, এটা জেনে গেছেন আপনার বাবা,' কারিনাকে অন্ধকারে রেখে তথ্য আদায় করতে চাইল কিশোর, 'তাই স্পাই লাগিয়েছেন আপনার পেছনে। আর সে জন্যই আগের শোফারকে বিদায় করে একজন বডিগার্ড রেখেছেন, যে আপনাকে দিনরাত পাহারা দিয়ে বেড়াবে, আপনার বাবার চরদের ভয় দেখিয়ে তাড়াবে।'

'ঠিক তাই,' কঠিন স্বরে বলল কারিনা, 'কিন্তু বোঝা যাচ্ছে, শুধু ভয় দেখালে চলবে না, আরও শক্ত কিছু করতে হবে এবার ওকে।'

কিশোর লক্ষ করল, রিয়ারভিউ মিররে তাকিয়ে তার ওপর ওপর নজর রাখছে শোফার। জানালার বাইরে তাকাল কিশোর। এয়ারপোর্টের সীমানা থেকে দূরে চলে এসেছে গাড়ি।

'একজন বাবা তার মেয়ের পেছনে গুপ্তচর লাগিয়েছেন,' আনমনে বলছে যেন কিশোর, 'আবার একজন মেয়ে ওর বাবার করপোরেশন দখল করতে চাইছে। দুর্দান্ত একটা সুখী পরিবার মনে হচ্ছে না আপনার কাছে?'

'না,' চোখ সরিয়ে নিয়ে বাইরে তাকাল কারিনা।

'আমি শুনেছিলাম, মিস্টার ডন ডপলার একজন ভালো বাবা,' ধীরে ধীরে কিশোর বলল, 'এখন বুঝতে পারছি তত ভালো নন তিনি। বছরের পর বছর কতখানি ক্ষোভ জমলে বাবাকে তার চেয়ার থেকে সরিয়ে দিতে চায় একজন মেয়ে?'

কারিনাকে পটানোর চেষ্টা বিফল হলো না কিশোরের। আবার যখন ওর দিকে ফিরল কারিনা, ওর চোখে জল, চোখের কিনারে লাগানো প্রসাধনী ভিজিয়ে দিয়েছে। 'আমি যখন তোমার বয়সী ছিলাম,' তিক্ত কণ্ঠে কারিনা বলল, 'আমার জন্য কখনো দশটি মিনিটও ব্যয় করেনি বাবা। সব সময় তার ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকত, সারা দুনিয়ায় ঘুরে বেড়াত, ডপলার সাম্রাজ্য বাড়ানোর জন্য। আমি যখন তার ব্যবসায় ঢুকলাম, তখনো সময় দেয়নি। আমিও যে ব্যবসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ

Generated by CamScanner from intsig.com

ভূমিকা রাখতে পারি, বাবা এটা বিশ্বাস করে না, কারণ আমি মেয়েমানুষ।'

'সে জন্যই বাবাকে ব্যবসা থেকে তাড়ানোর পরিকল্পনা করেছেন,' কিশোর বলল, 'তাঁকে বোঝানোর জন্য যে তাঁর চেয়ে বেশি স্মার্ট আপনি।'

'আসল কারণটা তুমি বুঝতে পারবে না,' কারিনা বলল।

'পারছি তো,' জবাব দিল কিশোর, 'বাবাকে ভালোবাসেন বলেই তাঁর দৃষ্টি আপনার দিকে ফেরাতে চান।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত অবাক দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল কারিনা।

'এটা তো সহজ বিষয়, মিস ডপলার,' কিশোর বলল, 'না বোঝার কিছু নেই। আমি এখন শিওর, বাবাকে খুন করার জন্য তাঁর প্লেনটা পর্বতে পাঠানোর ব্যবস্থা আপনি করেননি।'

'যদি আমার বাবা মারা গিয়ে থাকে,' গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া পানির ফোঁটাটা মুছল কারিনা, 'তাহলে আমার উদ্দেশ্য আর সফল হবে না। প্রমাণ করতে পারব না, তাঁর সাম্রাজ্য শুধু টিকিয়ে রাখা নয়, সেটাকে বাড়াতেও সক্ষম আমি।'

'হয়তো বিশ্বাস করবেন না আপনি, মিস ডপলার,' সহানুভূতির সুরে কিশোর বলল, 'আমি কিন্তু আপনার কথা সব বুঝতে পারছি। আরেকটা কথা, বিশ্বাস করুন, আমি আপনার বাবার ভাড়া করা স্পাই নই। আমি বরং তাঁর কী হয়েছে, সেটাই জানার চেষ্টা করছি। আচ্ছা, আপনি কি মার্টিন ক্রুজ নামে কাউকে চেনেন?'

'না,' কাঁপা কাঁপা নিঃশ্বাস পড়ছে কারিনার। শোফারকে বলল, 'ডক, এই ছেলেটা খারাপ নয়। ওকে যেখান থেকে তুলে এনেছ সেখানে নামিয়ে দাও।'

কয়েক মিনিট পর ছুটতে ছুটতে আবার টার্মিনালে ঢুকল কিশোর। টিকিট নিয়ে উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে মুসাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কী জেনে এলে?'

'স্যাবোটাজগুলোর পেছনে কারিনা ডপলারের হাত নেই,' মানুষের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জানাল কিশোর।

'কীভাবে বুঝলে?' প্রশ্ন করল মুসা।

কিশোরের সব কথা শোনার পর মুসা বলল, 'তোমার ফ্লাইট কনফার্ম হয়ে গেছে। বিশ মিনিটের মধ্যেই ছাড়বে। চলো, তোমাকে গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি, যাতে আর কোনো অঘটন না ঘটে।'

ভ্রমণকারীদের একটা লম্বা লাইনের কাছে এসে দাঁড়াল দুজনে। মেটাল ডিটেকটরের ভেতর দিয়ে পার হতে হবে ওদেরকে। সারি দিয়ে এগোতে এগোতে অবশেষে সামনে চলে এল ওরা। কিশোরকে ইশারায় ব্যাগটা রাখতে বলল একজন সিকিউরিটি গার্ড। কনভেয়র বেল্টে ব্যাগটা রাখল কিশোর। ওটাকে

Generated by CamScanner from intsig.com

এগিয়ে যেতে দেখল এক্স-রে মেশিনের দিকে। মেটাল ডিটেক্টর বসানো গেটের ভেতর পা রাখল কিশোর। এক্স-রে মনিটরের দিকে চোখ রেখে সাবধানে আরেকজন গার্ডের পাশ কাটাল ও।

কিশোরের পর গেটের ভেতর পা রাখল মুসা। ফিসফিস করে কিশোরকে বলল, 'আমাদের পেছনে কে রয়েছে, জানো?'

ফিরে তাকাল কিশোর। সারির পেছনে দোমড়ানো পুরোনো ওভারকোট আর খাকি পোশাক পরা একজন লোককে দেখল। চিনতে এক সেকেন্ডের বেশি সময় লাগল না কিশোরের। মার্টিন ক্রুজ। চোখে চশমা নেই। এখন ওকে দেখে মোটেও আর ফিনানশল কনসালট্যান্টের মতো লাগছে না।

'এটা কী?' আচমকা কিশোরকে জিজ্ঞেস করল একজন সিকিউরিটি গার্ড। কিশোর দেখল, ওর ব্যাগটা খুলে ধরেছে গার্ড। অবাক হলো, ভেতরে লাল ফিতায় বাঁধা ছোট একটা বাক্স দেখে।

'কী আছে ওটাতে?' মুসা জিজ্ঞেস করল কিশোরকে।

'জানি না,' কিশোর বলল। ব্যাগ থেকে বের করে আনল রহস্যময় বাক্সটা।

বাক্সের ওপরে একটা কার্ডে লেখা রয়েছে : *মুসাকে মেরি ক্রিসমাসের উপহার —কিশোর*।

দ্রুত হাতে ফিতেটা খুলে ফেলে দিয়ে বাক্সের মুখ খুলল কিশোর।

ভেতরে দেখা গেল একটা বেরেটা পিস্তল।

দশ

'তোমাকে অ্যারেস্ট করা হলো।' কিশোরের কবজি চেপে ধরে এক জোড়া হাতকড়া বের করল গার্ড।

'মুসা,' কিশোর বলল, 'আমার টিকিটটা নিয়ে যাও। ফ্লাইটটা মিস কোরো না।'

'তুমিও কি ওর সঙ্গী?' গার্ড জিজ্ঞেস করল।

'অ্যাঁ...হ্যাঁ,' দ্বিধা করে জবাব দিল মুসা।

Generated by CamScanner from intsig.com

'তাহলে তুমিও যেতে পারবে না,' কঠিন স্বরে মুসাকে বলে কিশোরের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল গার্ড।

আরও দুজন গার্ড এসে হাজির হলো। কিশোর আর মুসাকে একটা ঘরে নিয়ে এল। চুপ করে বসে থাকার আদেশ দেওয়া হলো ওদের। বারবার ঘড়ি দেখছে কিশোর, প্লেনটা ওদের ফেলেই চলে গেল কি না বোঝার চেষ্টা করছে। দশ মিনিট পর অবশেষে গাঢ় বাদামি সুট পরা জেদি চেহারার একজন লোক এসে ঘরে ঢুকল।

'শোনো, ছেলেরা,' ডেস্কের কিনারে বসে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল লোকটা, 'আমি ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের একজন অফিসার। আমি তোমাদের জানাতে এলাম, কোনো ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে যাত্রীবাহী প্লেনে চলাচল করাটা বেআইনি।'

'স্যার, ওই পিস্তলটা কোথা থেকে এসেছে আমি জানি না,' কিশোর বলল, 'আমাকে ফাঁসানো হয়েছে।'

'রকি বিচ পুলিশের ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারকে ফোন করে দেখুন,' মুসা বলল, 'তিনি আমাদের পক্ষে সাফাই দেবেন। আমরা শখের গোয়েন্দা। সত্যি কথা বলছি কি না, এটাও তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন।'

'কী ধরনের গোয়েন্দা?' লোকটা জিজ্ঞেস করল। ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে গেল ওর ভুরু।

'তাড়াতাড়ি করুন, স্যার,' মরিয়া হয়ে বলল কিশোর, 'ক্যাপ্টেনকে ফোন করুন, প্লিজ। ক্যাপ্টেনকে পাওয়া না গেলে অফিসার রজার হ্যামকে জিজ্ঞেস করুন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাদের ফ্লাইট ছেড়ে যাবে। আমাদের একজনকে ওই ফ্লাইটে যেতেই হবে।'

টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল লোকটা, গোয়েন্দাদের দিকে চোখ। ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারকে পাওয়া গেল না। তবে রজার হ্যামকে পাওয়া গেল। কথা বলা শেষ করে, আঙুলের ইশারায় একজন গার্ডকে ডেকে কিশোরদের হাতকড়া খুলে দিতে বলল।

গার্ড যখন হাতকড়া খুলছে, অফিসার বলল, 'অফিসার রজার হ্যাম আমাকে জানিয়েছে, তোমরা সত্যিই শখের গোয়েন্দা, অনেক কেসে পুলিশকে সহায়তা করেছ। তাই তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ গঠন না করেই ছেড়ে দিচ্ছি। তবে পিস্তলটা দেব না। ওটা রেখে দেব আঙুলের ছাপ খোঁজার জন্য।'

'ছাপ যদি পাওয়া যায়,' কিশোর বলল, 'দয়া করে রিপোর্টটা রকি বিচ থানার পুলিশকে দেবেন। ওরাও এ কেসে কাজ করছে।'

Generated by CamScanner from intsig.com

'তা তো দেবই,' অফিসার বলল, 'এটাই নিয়ম।'

মুসার হাতকড়াও খুলে দেওয়া হলো।

'হয়তো এখনো ফ্লাইটটা ধরা যেতে পারে,' কিশোরকে বলল মুসা।

আবার রিসিভারটা তুলে নিল অফিসার। ওপাশের কথা শোনার পর জানাল, 'সরি, বয়েজ, তোমাদের প্লেনটা এইমাত্র চলে গেল।'

'গেল আমাদের প্যাসেঞ্জার ২৫-বি,' হতাশ কণ্ঠে মুসা বলল।

'দাঁড়াও দাঁড়াও,' বাধা দিল কিশোর। 'টিকিটের উল্টো পিঠে লেখাটার কথা কি ভুলে গেছ? শনিবার বিকেল পাঁচটায় ডেড স্যান্ডে এক্স-এর সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমার ধারণা, ডেড স্যান্ড সিয়েরাভিলের আশপাশেই কোথাও রয়েছে। আর সময়মতো যদি ওখানে চলে যেতে পারি আমরা, তাহলে লোকটার দেখা পাব।'

ভ্রুকুটি করল মুসা, 'সিয়েরাভিলে? শিগগিরই আর কোনো প্লেন যাবে বলে তো মনে হয় না। বাস যায়? আর ডেড স্যান্ডটা কী? কোনো শহর, গিরিখাত, নাকি অন্য কিশু?'

'জানি না।' পকেট থেকে মানি ব্যাগ বের করল কিশোর। ওটা থেকে বের করল এক টুকরো কাগজ, 'রবিনকে ফোন করে দেখি। ম্যারিন কাউন্টির এয়ার ফোর্স বেইসে বড় ম্যাপ আছে। ওগুলোতে ডেড স্যান্ড থাকতে পারে।' অফিসারকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের ফোনটা ব্যবহার করতে পারি?'

'অবশ্যই,' লোকটা জবাব দিল।

ম্যারিন বেইস হাসপাতালে রবিনকে পাওয়া গেল। পুরো অবস্থাটা ওকে খুলে বলল কিশোর। রবিন বলল, 'দেখি, কী করতে পারি।' বিশ মিনিট পরই ফোন করল ও।

'ম্যাপ দেখলাম,' রবিন বলল, 'প্রথমে তো পাওয়াই যাচ্ছিল না, শেষে একটা ম্যাপে পেলাম। গোলি গালশ একটা পুরোনো খনি শহর, সিয়েরাভিলের সত্তর মাইল উত্তর-পশ্চিমে।'

'বাহ্, দারুণ,' কিশোর বলল। পকেট থেকে নোটবুক বের করে লিখে নিতে লাগল।

'আরও সুখবর আছে,' রবিন জানাল, 'রিগানে জেনারেল হেনরি ফোর্ডকে ফোন করেছিলাম। ফোনে বিস্তারিত সব জানাইনি, তবে তিনি বলেছেন, ডেড স্যান্ডে যাওয়ার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করে দেবেন। তোমরা সোজা লস অ্যাঞ্জেলেসের ম্যাকিংহ্যাম এয়ার ফোর্স বেইসে চলে যাও। যেতে এক-দেড় ঘণ্টার বেশি লাগবে না। বেইসের গেটে গিয়ে নাম বললেই তোমাদের

Generated by CamScanner from intsig.com

জায়গামতো পৌঁছে দেওয়া হবে। তোমাদের শিকার ধরার জন্য সিয়েরাভিলে যাওয়ার প্রচুর সময় পাবে।'

'ওহ্, কাজের কাজই করেছ একটা!' লিখে নিতে নিতে আবার বলল কিশোর।

'আরেকটা কথা,' রবিন বলল, 'তোমরা খুব ভাগ্যবান।'

'কেন, ভাগ্যবান কেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'গেলেই দেখতে পাবে,' রহস্যটা ফাঁস করল না রবিন।

ঘন্টা দেড়েক পর, রবিনের গাড়িটা নিয়ে ম্যাকিংহ্যাম এয়ার ফোর্স বেইসের গেটে দেখা করল কিশোর ও মুসা। একজন এয়ার ফোর্স সার্জেন্টকে বলে রাখা হয়েছে ওদের সঙ্গে কথা বলার জন্য।

গাড়িতে উঠে সার্জেন্ট বললেন, 'সোজা সামনে চালাও। দুটো এফ-১৬ প্লেন যাবে আজকে সিয়েরাভিলের কাছের একটা বেইসে। ওগুলো টু সিটার ট্রেনিং প্লেন। পাইলট ছাড়া একজন করে যাত্রী বহন করা যাবে। জেনারেল ফোর্ডের অনুরোধে তোমাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

'এফ-১৬! খাইছে!' উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'গতকাল এই ধরনের বিমান দেখেছি আমরা। ডাকনাম ফাইটিং ফ্যালকন।'

'এখন বুঝলাম, রবিন আমাদের কেন ভাগ্যবান বলেছে,' কিশোর বলল, 'সত্যিই ভাগ্যবান আমরা।'

কিছুক্ষণ পর হেলমেট আর সবুজ ফ্লাইট সুট পরে টারম্যাক ধরে হেঁটে চলল কিশোর ও মুসা। দুটো কালচে-ধূসর এফ-১৬ ফাইটার জেট দাঁড়ানো। ইউনিফর্ম পরা দুজন তরুণ পাইলট অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। তাদের একজন মেয়ে।

'আমি শি-উলফ,' এয়ার ফোর্সে নিজের ডাকনামটা জানাল ও। সঙ্গী পুরুষ পাইলটকে দেখিয়ে বলল, 'আর ও টাইগার। ওঠো, প্লেনে ওঠো।'

একটা প্লেনের ককপিটে চড়ল কিশোর, আরেকটাতে মুসা। সিটে আটকানো দুটো বেল্ট কিশোরকে বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে বাঁধতে সাহায্য করল টাইগার। তৃতীয় আরেকটা বেল্ট বাঁধল কোমরে। আর মুসাকে সাহায্য করল শি-উলফ। অক্সিজেন মাস্ক পরতেও সাহায্য করল দুই পাইলট—টাইগার কিশোরকে, আর শি-উলফ মুসাকে।

'শ্বাস নিতে সুবিধে হবে,' শি-উলফ বলল, 'মাথা ঝিমঝিম করলে বা অন্য কোনো সমস্যা হলে বোলো আমাকে।'

মুসার সামনের সিটে উঠে বসল শি-উলফ। টাইগার বসল কিশোরের সামনে। প্রিফ্লাইট চেক শেষ করে, খুদে ককপিটের ওপরে স্বচ্ছ প্ল্যাস্টিকের চাঁদোয়ার মতো ঢাকনাটা নামিয়ে দিল।

Generated by CamScanner from intsig.com

এরপর ওদের হেডসেটে রেডিও কমিউনিকেশন শুনতে পেল কিশোর ও মুসা। 'রিগান টাওয়ার,' টাইগার বলছে, 'আমি হামিংবার্ড-টু-টু-ফাইভ থেকে বলছি, টেকঅফের ক্লিয়ারেন্স দিতে অনুরোধ জানাচ্ছি।'

'টেকঅফের ক্লিয়ারেন্স দেওয়া হলো হামিংবার্ড-টু-টু-ফাইভ,' জবাব দিল একটা কণ্ঠ।

পেছনে জেট ইঞ্জিনের প্রবল শব্দ শুনল কিশোর। তারপর অনুভব করল রানওয়ে ধরে চলতে আরম্ভ করেছে এফ-১৬। দ্রুত, দ্রুত, আরও দ্রুত। তারপর আচমকা সামনে লাফ দিল। ঝাঁকি দিয়ে নাক উঁচু করে উঠে পড়ল খোলা আকাশে। প্রচণ্ড গতিবেগ কিশোরের পিঠটা চেপে ধরল সিটের গদির সঙ্গে। এক অপূর্ব দৃশ্য একই সঙ্গে ফুটে উঠল চোখের সামনে। নীল আকাশ, মেঘ, ঘাস, গাছ—সব যেন একাকার হয়ে ভয়ংকর গতিতে বনবন করে ঘুরতে লাগল চোখের সামনে।

মাস্কের ভেতরে গভীর দম নিল কিশোর। মাইকে জিজ্ঞেস করল, 'কত গতিতে উড়ছি?'

'জনবহুল অঞ্চলে সুপারসনিক গতিতে উড়তে পারব না আমরা,' টাইগার জবাব দিল, 'তবে এখনো গতি অনেক।'

'এই, কিশোর,' হেডসেটে শুনতে পেল ও, 'মুসা বলছি। কেমন লাগছে?'

চাঁদোয়ার ভেতর দিয়ে ডান পাশে উড়তে থাকা অন্য এফ-১৬টার দিকে তাকাল কিশোর, 'দারুণ, দারুণ,' মাইকে বলে হাত নাড়ল ও।

মুসাকেও হাত নাড়তে দেখল।

'সামান্য জি-ফোর্স টের পাচ্ছ এখন,' টাইগার বলল, 'বুঝিয়ে বলি।'

'নিশ্চয়ই,' কিশোর বলল। ও জানে, জি-ফোর্স হলো মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, যা দেহকে টেনে রাখে।

'জি-ফোর্স অনুভব করছ এখন,' আবার বলল টাইগার, 'অতিরিক্ত গতিবেগে ওড়ার সময় এটা টের পাওয়া যায়, এই যেমন এখন পাচ্ছ।'

হঠাৎ ডানে কাত হয়ে মোড় নিল প্লেন। প্রচণ্ড চাপ তৈরি হলো বুকে। মুখেও বেশ একটা টান টের পাচ্ছে।

'এটা টু-জি,' টাইগার বলল, 'এখন থ্রি দেখাই।'

আরেকটু কাত করে আরও তীক্ষ্ণ মোড় নিল টাইগার। বুকের চাপ আর মুখের টানটা বাড়ল। প্লেন আবার সোজা হতেই সমস্ত চাপ চলে গেল।

'তিনের বেশি হয় না?' জানতে চাইল কিশোর।

'আমি ৯-জি পর্যন্ত গিয়েছি,' গর্ব করে বলল টাইগার, 'ভয়ানক চাপ। ভয়

Generated by CamScanner from intsig.com

নেই, এই ট্রিপে তিনের বেশি যাব না।'

লস অ্যাঞ্জেলেসের আকাশছোঁয়া বহুতল ভবনগুলোর ওপর দিয়ে উড়তে লাগল প্লেন। কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কত দিন ধরে এই প্লেন চালাচ্ছেন?'

'দুই বছর,' জবাব দিল টাইগার, 'এফ-১৬ ওড়ানোর জন্য অনেক বেশি দক্ষ হতে হয়।'

পরের কয়েক মিনিটে অনেকগুলো ছোট-বড় শহরের সারি পার হয়ে এল ওরা। নিচে এখন খামারবাড়ি, আর ঢেউখেলানো ফসলের মাঠ।

'অদ্ভুত দৃশ্য,' কিশোর বলল, 'ওপর থেকে দেখতে একেবারেই অন্য রকম লাগে।'

'হ্যাঁ,' টাইগার বলল, 'অন্য রকম। এবং সুন্দর। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সিয়েরাভিলে পৌঁছে দিতে পারি তোমাদের। কিন্তু এসেই যখন পড়েছ, এফ-১৬-এর কারিশমা দেখে যাও। সব সময় তো আর সুযোগ পাবে না।'

কিশোরও রাজি।

শহর ছাড়িয়ে এল ওরা। সান্তা মনিকা পর্বতের তুষারে ঢাকা চূড়া চোখে পড়ল।

'আহ্, কী দারুণ দৃশ্য!' শি-উলফকে বলল মুসা।

জবাবে মৃদু হাসল শি-উলফ।

আরেকটু পরই নিচে মোযেইভ মরুভূমি ছড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। বিশাল বালির সমুদ্র দেখে মনে হচ্ছে পৃথিবী নয় এটা, ভিনগ্রহ।

'টাইগার,' রেডিওতে বলল শি-উলফ, 'মরুভূমির ওপর চলে এসেছি আমরা, ছেলেগুলোকে এখন সুপারসনিক দেখালে কেমন হয়?'

'খুব ভালো,' জবাব দিল টাইগার।

হঠাৎ আরও বেড়ে গেল জেট ইঞ্জিনের গর্জন। মুসা অনুভব করল, জি-ফোর্সের চাপও সামান্য বেড়েছে। তারপর দেখল, নিচে ভয়ানক গতিতে ছুটতে আরম্ভ করেছে মরুভূমি। একটা মুহূর্ত সবকিছু যেন চুপচাপ মনে হলো, তারপর দেখল নীল রঙের হালকা কুয়াশার মতো কিছু প্লেনকে ঘিরে ফেলল।

'সাউন্ড ব্যারিয়ার কি ভেদ করে ফেলেছি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'হ্যাঁ,' শি-উলফ জানাল, 'শব্দের গতির চেয়ে দ্রুত গতিতে ছুটছি আমরা এখন। বর্তমানের এফ-১৬ জাতীয় আধুনিক বিমানগুলোতে এতটা টের পাওয়া যায় না, কিন্তু আগের দিনের পুরোনো মডেলের প্লেনগুলো এই গতিতে ছুটলে পাগলের মতো কাঁপত এখন। তখনকার পাইলটরাও নিশ্চয় উন্মাদ ছিল।'

দশ মিনিট পর সিয়েরাভিলের পামডেইলে একটা রানওয়েতে নামল প্লেন

Generated by CamScanner from intsig.com

দুটো। ইঞ্জিনের শব্দ যখন থেমে আসছে, মুসার শরীরটা তখন থরথর করে কাঁপছে অস্বাভাবিক এক ভ্রমণের ধকলে।

'শি-উলফ,' মুসার মুখে চওড়া হাসি, 'একটা দারুণ সময় উপহার দিলেন আমাদের। অনেক, অনেক ধন্যবাদ।'

ফ্লাইট সুট খোলার পর সার্জেন্ট জনি হিগিনস নামে একজন তরুণ এয়ারম্যান এসে দেখা করল কিশোর ও মুসার সঙ্গে। ওদের সহযোগিতা করার জন্য ওকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন জেনারেল হেনরি ফোর্ড। মরুভূমিতে চলার উপযোগী ডার্ট বাইক আর ম্যাপ দিতে বলে দিয়েছেন তিনি, যাতে ডেড স্যান্ডে যেতে কোনো অসুবিধে না হয় ওদের।

'কখন তোমাদের দেখা করার কথা?' জিজ্ঞেস করল সার্জেন্ট হিগিনিস।

'পাঁচটা,' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। দুটো বাজে। এখনো তিন ঘণ্টা সময় হাতে আছে।

'চলো, হেঁটে আসি,' সার্জেন্ট বলল, 'এতক্ষণ প্লেনে বসে থাকার পর হাঁটাটা প্রয়োজন। পায়ের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে হবে।'

একটা গার্ড স্টেশনে ওদের নিয়ে এল সার্জেন্ট। চারজন ক্যামোফ্লেজ ফ্যাটিগ পরা সিকিউরিটি পুলিশম্যান পাহারা দিচ্ছে। ওদের গম্ভীর, কঠোর মুখের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল মুসা।

একজন পুলিশম্যানের সঙ্গে কথা বলল সার্জেন্ট। কিশোর ও মুসাকে সঙ্গে করে গেটের ভেতর ঢুকল। রিগান এয়ার বেইসের সঙ্গে পামডেইলের তুলনা করল কিশোর। প্রথমটাকে মনে হয় গোছানো সুন্দর গ্রামের মতো, খোলামেলা আলোয় উজ্জ্বল; আর দ্বিতীয়টা একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স। চারপাশে অসংখ্য বড় বড় আয়তাকার ভবন, গুদামঘরের মতো দেখতে। একটা ভবনেরও জানালা নেই।

'এখানে কী কাজ হয়?' সার্জেন্ট হিগিনসকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'মূলত, গবেষণা,' সার্জেন্ট বলল, 'সিভিলিয়ান বিজ্ঞানীরা এখানে গবেষণা করেন, এয়ার ফোর্সের জন্য প্লেন বানান।'

'হুঁ, এ জন্যই এত কড়াকড়ি,' কিশোর বলল। প্রতিটি ভবনের সামনে এয়ার ফোর্স পুলিশ পাহারা দিচ্ছে।

'এখানকার কাজকর্ম সবই উঁচু পর্যায়ের,' সার্জেন্ট বলল, 'জেনারেল ফোর্ড নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন বলেই শুধু আমি তোমাদের ওই গার্ড স্টেশনটা পার করিয়ে আনতে পারলাম।'

'গুজব শুনলাম, এয়ার ফোর্স এখানে নাকি হাইপারসনিক প্লেন বানিয়ে নেভাডা মরুভূমিতে উড়িয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে,' মুসা বলল, 'কথাটা কি ঠিক?

Generated by CamScanner from intsig.com

আপনি কিছু জানেন?'

দ্বিধা করে জবাব দিল সার্জেন্ট হিগিনস, 'হাইপারসনিক গতিতে ওড়া সম্ভব কি না সেটা পরীক্ষা করছে।'

মস্ত একটা ভবনের সামনে চলে এসেছে গোয়েন্দারা। কয়েক তলা উঁচু অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের চেয়ে বড়। বাড়িটার পাশে একটা লোডিং ডকের সামনে একটা বিশাল ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। ট্রাক থেকে শ্রমিকেরা বড় বড় ধাতব সিলিন্ডারের মতো জিনিস নামাচ্ছে।

'ওই বাড়িটাতে কী হয়?' জানতে চাইল কিশোর।

'ওটা অ্যাসেম্বলি বিল্ডিং,' সার্জেন্ট জবাব দিল, 'প্লেনের শরীরের টুকরোগুলো জোড়া দিয়ে আস্ত দেহটা তৈরি করা হয়। প্রায় আট শ লোক একসঙ্গে কাজ করে ওখানে।'

'কী ধরনের প্লেন বানানো হয়, আপনি কি জানেন?' তথ্য জোগাড়ের চেষ্টা করল কিশোর।

'সরি,' জবাব দিল সার্জেন্ট, 'বলা যাবে না, খুব গোপনীয় বিষয়।'

হঠাৎ লক্ষ করল কিশোর, আশপাশে মুসা নেই। দ্রুত চারপাশে তাকাল ও। মুসাকে চোখে পড়ল। বাড়িটার পাশের লোডিং ডকের দিকে এগোচ্ছে। ট্রাক থেকে আসলে কী নামানো হচ্ছে সেটাই বোধ হয় দেখতে যাচ্ছে ও। কাজটা ঠিক করেনি, সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো কিশোরের।

সার্জেন্ট হিগিনসও দেখতে পেল মুসাকে।

'থামো!' চেঁচিয়ে উঠল ও। তারপর দৌড় দিল মুসার দিকে। পাগলের মতো হাত নেড়ে চিৎকার করতে লাগল, 'এই, থামো! থামো! মুসা!'

এগারো

সার্জেন্ট হিগিনসের চিৎকার শুনে পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল মুসা। চারজন পুলিশম্যানকে ছুটে আসতে দেখে অবাক হলো। সবারই হাত হোলস্টারে ঢোকানো পিস্তলের ওপর। পরিস্থিতিটা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি

Generated by CamScanner from intsig.com

আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দুই হাত মাথার ওপর তুলে দাঁড়াল মুসা।

'কী করছিলে?' সার্জেন্ট হিগিনস জিজ্ঞেস করল।

'সিলিন্ডারের মতো ওই লম্বা লম্বা জিনিসগুলো কী, দেখতে যাচ্ছিলাম,' ট্রাকটা দেখিয়ে জবাব দিল মুসা।

'আমি তোমাকে বলেছি,' সার্জেন্ট বলল, 'এখানকার কাজকর্ম সবই অত্যন্ত গোপনীয়।'

'মুসা আসলে অতিমাত্রায় কৌতূহলী,' পরিস্থিতিটা হালকা করার জন্য বলল কিশোর।

'সমস্যা নেই, আমি দেখে রাখছি এদের,' পুলিশম্যানদের বলল হিগিনস, 'তোমরা যাও।' পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল সার্জেন্ট, 'অনেক হাঁটা হয়েছে। এখন থামা দরকার। তোমরা রওনা হয়ে যাও। নইলে যেখানে যেতে চাও, সেখানে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে।'

বিশ মিনিট পর দুটো ডার্ট বাইকে চেপে মরুভূমির মাঝখানের রাস্তা দিয়ে ছুটল কিশোর ও মুসা। গর্জন করছে দ্বিচক্রযান দুটোর শক্তিশালী ইঞ্জিন। এয়ার ফোর্সের দুটো সানগ্লাস আর দুটো উইন্ডব্রেকারও ধার দিয়েছে দুজনকে সার্জেন্ট হিগিনস।

মোযেইভ মরুভূমি বিছিয়ে রয়েছে ওদের চারপাশে। শুধু বালি, পাথরের পাহাড় আর কাঁকর। উদ্ভিদ বলতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে শুধু ছোট ছোট ঝোপ আর অদ্ভুত ভঙ্গিতে বেঁকেচুরে থাকা গাছ। গাছগুলোর নাম জানে কিশোর, জোশোয়া ট্রি। যদিও এখন ডিসেম্বর মাস, শীতকাল, তবু সূর্যটা মরুভূমিজুড়ে ছড়াচ্ছে কড়া রোদ আর প্রচণ্ড গরম।

'পামডেইলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অসম্ভব কড়া,' ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে চিৎকার করে বলল মুসা।

'তা তো হবেই,' জবাব দিল কিশোর, 'ওই সিলিন্ডারগুলো নিশ্চয়ই খুব উচ্চ মানের যন্ত্রাংশ। হয়তো এতটা নিখুঁত করতে বিশ বছর লেগে গেছে। ভুলে যেয়ো না, এয়ার ফোর্সকে যারা খরচ দিচ্ছে তারা এখন এয়ারোনটিকস টেকনোলজির বিষয়ে প্রচণ্ড খুঁতখুঁতে।'

আকাশ থেকে যতটা মনে হয়েছিল, নিচে কাছে থেকে আরও বেশি অপার্থিব লাগছে মরুভূমিটাকে। অদ্ভুত বালিয়াড়ি আর পাহাড়ের গুহামুখ ও ফাটলগুলো মঙ্গল গ্রহের পিঠের কথা মনে করিয়ে দেয়, যার নকল বানিয়ে রাখা হয়েছে মিউজিয়ামে। দেখেছে মুসা।

'এখানে পথ হারালে মরতে হবে,' বলল ও।

Generated by CamScanner from intsig.com

ঘণ্টা খানেক চলার পর হাইওয়ে থেকে ঘুরে নেমে এল কিশোর। ইঞ্জিনের গর্জন তুলে ছুটল একটা সরু রাস্তা ধরে, যেটা ওদের নিয়ে এল বুলেট আকৃতির একটা সাইনবোর্ডের কাছে, যাতে লেখা রয়েছে 'ডেড স্যান্ড'। থেমে গিয়ে চারপাশে তাকাল ওরা। দেখার মতো কিছুই নেই, কেবল পাহাড়ের গায়ে সারিবদ্ধভাবে থাকা একঝাঁক গুহা বাদে।

'কিন্তু ডেড স্যান্ডটা কই?' মুসার প্রশ্ন।

'আমার মনে হয় এটাই,' কিশোর বলল।

চারপাশে তাকাতে লাগল দুজনে।

'ওই যে,' হঠাৎ বলে উঠল মুসা। খানিক দূরে কতগুলো ভাঙাচোরা বাড়িঘর আর ছাউনি দেখাল ও। এক শ বছরের পুরোনো ধ্বংসপ্রাপ্ত একটা শহরের মতো মনে হচ্ছে। ওগুলোর পাশে একটা ক্যাফে দেখা গেল, ওটাও প্রায় তিরিশ বছরের পুরোনো। রোদ-বাতাসে ক্ষয় হওয়া ক্যাফের দরজার ওপর ঝোলানো সাইনবোর্ডে লেখা একটিমাত্র ইংরেজি শব্দ : *লোনলি লিভিং*।

পশ্চিম দিগন্তে ডুব দিতে শুরু করেছে সূর্য। ঘড়ি দেখল কিশোর, 'পাঁচটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি। সময় হয়ে গেছে। কিন্তু কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'ক্যাফেটা খোলাই মনে হচ্ছে,' মুসা বলল, 'চলো না, গিয়ে দেখি। ওখানে বসেই না হয় অপেক্ষা করব।'

বাইক নিয়ে ক্যাফেটার পেছনে চলে এল দুজনে। বাইক রেখে পাশ দিয়ে ঘুরে সামনের দিকে এল। স্ক্রিন ডোর ঠেলে খুলে ভেতরে ঢোকার সময় ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল মরচে পড়া কবজা। ছোট্ট ক্যাফেটার ভেতরে রয়েছে একটা কাউন্টার, কয়েকটা চেয়ার-টেবিল আর দেয়ালে লাগানো পুরোনো আমলের কিছু এরোপ্লেনের ফটোগ্রাফ।

'কেমন আছ?' কাউন্টারের ওপাশ থেকে বলল একটা কণ্ঠ। সত্তর বছর বয়সের একজন মানুষ বসে আছেন। ধূসর চুল। চামড়ায় বয়সের রেখা। পরনে চংচটা ফ্লাইট সুট, 'আমার নাম ড্যানিয়েল মুর। তোমাদের জন্য কী করতে পারি?'

'দুটো কোক, প্লিজ,' বলে মুসাকে নিয়ে জানালার কাছের টেবিলটার দিকে এগোল কিশোর। মরুভূমির কড়া রোদ ঠেকানোর জন্য জানালায় পুরোনো আমলের দুটো খড়খড়ি ঝোলানো।

'এটা একটা খনি শহর, তাই না?' মুসা বলল।

'হ্যাঁ।' দুটো কোকের ক্যান এনে টেবিলে রাখলেন মুর, 'মোযেইভ

Generated by CamScanner from intsig.com

মরুভূমিতে এ রকম পুরোনো ভুতুড়ে শহর অনেক দেখতে পাবে। সবগুলোর মধ্যে আমাদের এটাই সবচেয়ে রুক্ষ। বিশেষ ঠেকায় না পড়লে কিংবা হারিয়ে না গেলে আমার এখানে কেউ তেমন আসে-টাসে না।' হেসে, বয়স্ক হলুদ দাঁতগুলো দেখিয়ে দিলেন তিনি। তারপর নিজের কাউন্টারে ফিরে গেলেন।

'পাঁচটা প্রায় বাজে,' ঘড়ি দেখে বলল কিশোর।

'মনে হয় কিছু দেখতে পাচ্ছি,' খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে মুসা বলল।

দিগন্তে দেখা গেল সবুজ রঙের একটা ল্যান্ড রোভার। পেছনে উড়ন্ত ধুলোর একটা রেখা তৈরি করে এগিয়ে আসছে। ডেড স্যান্ড লেখা সাইনবোর্ডের কাছে গিয়ে থামল গাড়িটা। গাড়ি থেকে নামল মোটাসোটা, টাকমাথা একজন লোক। গায়ে স্পোর্টস শার্ট। চোখে সানগ্লাস। গাড়িটার পাশে দাঁড়াল। হাতে একটা বটুয়া, লক্ষ করল মুসা।

'আমাদের চেনা কেউ নয়,' মুসার মতোই খড়খড়ির ফাঁক দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর।

'দাঁড়াও দাঁড়াও,' ভালো করে দেখার জন্য খড়খড়ির গায়ে নাক ঠেকিয়ে দিল কিশোর, 'আরও কেউ আসছে।'

দিগন্তে আবার উড়ন্ত ধুলোর রেখা দেখা দিয়েছে। বড় হতে লাগল গাড়িটা। লাল রঙের একটা পিকআপ ট্রাক দেখা গেল। ডেড স্যান্ডে এসে থামল গাড়িটা।

ট্রাক থেকে নামল একজন লোক। গায়ে চামড়ার একটা ফ্লাইট জ্যাকেট, চোখে পাইলটদের অ্যাভিয়েটর সানগ্লাস। ফিসফিস করে মুসা বলল, 'পিটার গ্লেনসন।'

'এদিকেই আসছে,' বলল কিশোর। সোজা ক্যাফেটার দিকে এগোচ্ছে লোক দুজন।

'মিস্টার মুর,' কোকের ক্যানটা হাতে নিয়ে জানালার কাছ থেকে সরে এল কিশোর। তার পেছনে রইল মুসা, 'আমি আর আমার বন্ধু মিলে ওই লোকগুলোকে চমকে দিতে চাই। লুকানোর জায়গা আছে?'

'পেছনে একটা ছোট স্টোররুম আছে,' হেসে, পেছনের দরজাটা দেখালেন মুর, 'ঢুকে পড়ো। আমি ওদের তোমাদের কথা বলব না।'

'থ্যাংকস,' কিশোর বলল। দরজা দিয়ে স্টোররুমের ভেতরে ঢুকে পড়ল মুসাকে নিয়ে। ঘরটা ময়দার বস্তা, ক্র্যাকার বিস্কুট, অন্যান্য খাবার, কোকাকোলার ক্যানসহ আরও নানা জিনিসে ভর্তি। দেখার জন্য দরজাটা সামান্য ফাঁক করে রাখল মুসা। ওর পেছনে রইল কিশোর।

একটু পরই ক্যাফের সামনের দরজায় ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হলো। 'কেমন

Generated by CamScanner from intsig.com

আছেন?' মুরের কণ্ঠ শোনা গেল। কিশোরদের যা বলেছেন, ঠিক একই কথা বলে স্বাগত জানালেন লোকগুলোকে, 'আপনাদের জন্য কী করতে পারি?'

'দুটো কোক হবে?' পিট জিজ্ঞেস করল।

'হবে,' মুর জবাব দিলেন।

দরজার ফাঁক দিয়ে মুসা দেখল, একটা টেবিলে বসল লোকগুলো। পিটের গালে একটা ব্যান্ডেজ। কোনো কথা না বলে বটুয়াটা টেবিলে রাখল টাকমাথা লোকটা। তুলে নিল পিট। তারপর পিট একটা খাম রাখল টেবিলে, টাকমাথা লোকটা তুলে নিল।

'তুমি খুব ভালো মানুষ, জন,' পিট বলল।

'চুপ, আস্তে,' অস্বস্তিতে নড়েচড়ে উঠল জন।

'সরি,' হাসল পিট, 'তুমি ভালো মানুষ, মিস্টার এক্স।'

টেবিলে কোকাকোলার দুটো নতুন ক্যান রাখলেন মুর। 'আমি বাইরে যাচ্ছি,' বললেন তিনি, 'এখানে মূল্যবান কিছু নেই, তাই আমার কোনো কিছু খোয়ানোর ভয়ও নেই।' বলে দুজনের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

সঙ্গে সঙ্গে কথা বলার জন্য সামনে ঝুঁকল জন। ভালো করে শোনার জন্য দরজাটা আরেকটু ফাঁক করল মুসা।

'তথ্যগুলো চুরি তো করলাম পামডেইল ফ্যাকাল্টি থেকে, তোমাকে দিলাম,' ফিসফিস করে বলল জন। 'এখন ঈশ্বরই জানেন কোনো বিপদে কি না।'

'আরে ধুর, কিসের বিপদ,' হাত নেড়ে যেন উড়িয়ে দিল পিট। কোকের ক্যানে চুমুক দিল, 'একটা ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিলাম, বুঝলে, সে জন্যই আসতে দুদিন দেরি হয়েছে আমার। তোমাকে এখনো সন্দেহ করেনি ছেলে দুটো। তবে আমি বেশিদিন বাঁচতে পারব না। যেকোনো সময় আমি কী করছি জেনে যাবে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে এই স্টেট ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

'কবে যাবে?' জিজ্ঞেস করল জন।

'কাল সাড়ে সাতটা নাগাদ,' জন জবাব দিল, 'একজন আমার কাছে একটা পুরোনো কার্গো বিমান বিক্রি করেছে, ওটা নিতে হবে উইডোস ড্রাই লেক থেকে। জায়গাটা ডেথ ভ্যালির একটা বিচ্ছিন্ন অংশ। কাজেই প্লেনটা ওড়ার সময় কারও চোখে পড়বে না।'

'কোথায় যাবে তুমি?' জন জিজ্ঞেস করল। মুসার কাঁধের কাছে কিশোর তখন একটা মেমো প্যাডে লিখে চলেছে।

'সকাল নয়টায় মিস্টার জেডকে তুলে নেব আমি,' পিট বলল, 'তারপর দুজনে উড়ে যাব মেক্সিকোতে। কিছুদিন হয়তো থাকব ওখানে, তারপর জেড তার

Generated by CamScanner from intsig.com

প্ল্যানের পুরোটাই বিক্রি করে দেব সাগরপারের ক্রেতাদের কাছে।'

'আরও আগে বেরিয়ে যাচ্ছ না কেন?' উত্তেজিত ভঙ্গিতে ওর ক্যানটা টেবিলে রেখে ঘোরাচ্ছে জন।

'পারলে তো চলেই যেতাম,' পিট জবাব দিল, 'কিন্তু জেড বলেছে, নয়টার আগে রেডি হতে পারবে না ও। তাই আজ রাতটা কোনোমতে ডেথ ভ্যালিতে কাটিয়ে কাল সকালে ঝরঝরে হয়ে রওনা হব। চিন্তা কোরো না, জন। কেউ কিছু জানার আগেই প্ল্যানটা নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারব।'

'পারলেই ভালো,' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল জন।

ঠিক ওই মুহূর্তে স্টোরের দরজার দিকে চোখ পড়ল পিটের। ঝট করে ফাঁক থেকে চোখ সরিয়ে নিল মুসা। চিন্তিত হলো, ওকে দেখতে পায়নি তো পিট?

'ঠিক আছে, চলো, বেরিয়ে যাই,' পিট বলল। টেবিলে কোকের বিলের টাকাটা ক্যান চাপা দিয়ে রাখল।

দুজনকে 'গুড-বাই' জানালেন মুর। তারপর দুটো ইঞ্জিনের শব্দ হলো। ক্রমশ দূরে চলে গেল শব্দটা।

'কিশোর,' স্টোররুম থেকে বেরিয়ে এসে মুসা বলল, 'মনে হচ্ছে পামডেইল থেকে কোনো গোপন তথ্য চুরি করেছে টাকমাথা লোকটা।'

কিশোর জবাব দেওয়ার আগেই ঘরে ঢুকলেন মুর। টেবিল থেকে টাকা তুলে নিলেন। কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার মুর, আপনার ফোনটা ব্যবহার করা যাবে?'

'সরি, নষ্ট,' মুর বললেন, 'অভিযোগ জানিয়ে রেখেছি। যেকোনো দিন ফোন কোম্পানির লোক চলে আসবে। দশ মাইল দক্ষিণে একটা ফোন বুদ আছে। বেশি জরুরি হলে ওখানে গিয়ে ফোন করতে পারো। তা তোমাদের চমকটা কেমন হলো?'

'সাংঘাতিক,' হেসে জবাব দিল মুসা, 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

কিশোর ততক্ষণে দরজার কাছে চলে গেছে।

বাইরে বেরিয়ে বাইকে চড়ল দুজন। বালির ওপর দিয়ে ছুটে চলল রাস্তার দিকে।

'তাহলে পিটই আমাদের আসামি,' ইঞ্জিনের গর্জনের মাঝে চেঁচিয়ে বলল মুসা, 'কিন্তু এয়ার ফোর্সের গোপন তথ্য চুরি করল কেন ও?'

'করবে না-ই বা কেন?' জবাব দিল কিশোর, 'ওর চোখ খারাপ হয়ে গেছে। এ জন্য এয়ার ফোর্স ওকে প্লেন চালাতে দেয়নি। চুরি করে চালাতে গিয়ে ধরা পড়ার পর চাকরি থেকে বের করে দিয়েছে। অথচ পিটের কাছে

Generated by CamScanner from intsig.com

জীবনের সবচেয়ে বড় বিনোদন এফ-১৬ ওড়ানো।'

'তার মানে, বলতে চাও, এয়ার ফোর্সের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে ও,' মুসা বলল।

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল, 'আর যেহেতু ওকে অসম্মানজনকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে, বড় কোনো বাণিজ্যিক এয়ারলাইনেও চাকরি পায় না ও। তাই এক ঢিলে দুই পাখি মারল—প্রতিশোধও নেওয়া হলো, আবার প্ল্যান বিক্রি করে টাকাও পাওয়া যাবে।'

'কিন্তু, বুঝলাম না,' মুসা বলল, 'এসবের সঙ্গে ডন ডপলারের সম্পর্ক কোথায়?'

পেছনে ইঞ্জিনের শব্দ শুনে ফিরে তাকাল কিশোর। পরক্ষণে চেঁচিয়ে উঠল, 'মুসা, সাবধান!'

ফিরে তাকাল মুসা। দেখল, বড় একটা গুহা থেকে বেরিয়ে ছুটে আসছে দুটো গাড়ি। একটা জনের রেঞ্জ রোভার, আরেকটা পিটের ট্রাক।

আচমকা বাইকের স্পিড বাড়িয়ে পাশের বালিতে নেমে পড়ল কিশোর ও মুসা। রুক্ষ উঁচুনিচু মরুভূমি দিয়ে দুজনকে তাড়া করল গাড়ি দুটো।

'দরজার ফাঁক দিয়ে নিশ্চয় আমাকে দেখেছে ও,' চেঁচিয়ে বলল মুসা, 'তারপর বেরিয়ে গিয়ে আমাদের অপেক্ষায় লুকিয়ে ছিল।'

'রাস্তার বাইরে আমাদের বাইক সুবিধে পাবে বেশি,' কিশোর বলল।

'দুজন দুদিকে চলে যাই,' মুসা বলল, 'তাহলে দুজনে একসঙ্গে আর আমাদের পিছে থাকতে পারবে না।'

মুহূর্তে মোড় নিয়ে কিশোর চলে গেল একদিকে, মুসা আরেক দিকে। গাড়ি দুটোও আলাদা হয়ে যেতে বাধ্য হলো। জন রইল মুসার পেছনে, আর পিট কিশোরের।

পুরো গতি দিয়ে ছুটতে লাগল কিশোর। ইঞ্জিনের গর্জন বেড়ে গেল অনেক। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল। পিটের গাড়ি আর ওর বাইকের মাঝে দূরত্ব বাড়ছে।

কিন্তু আবার যখন সামনের দিকে তাকাল কিশোর, হঠাৎ মনে হলো, অজানা কোনো বিপদের দিকে ধেয়ে চলেছে ও।

বিপদটা কী, বুঝতে সময় লাগল না। সামনে খাড়া একটা ফাটল, যার নিচে রয়েছে গভীর খাদ।

Generated by CamScanner from intsig.com

বারো

এত জোরে ঝাঁকি দিয়ে ডানে কাটল কিশোর, বাইকটা সরে যেতে চাইল ওর নিচ থেকে। বাইক নিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল, ঠিক পাশেই রয়েছে খাদের দেয়ালটা। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, মুখ বিকৃত করে রেখেছে পায়ের ব্যথায়। পড়ে গিয়ে ডান পায়ে ব্যথা পেয়েছে।

কাছে এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল লাল ট্রাকটা। লাফিয়ে নামল পিট।

'আরেকটা কারাতে কোপ খেলে কেমন হয়?' চেঁচিয়ে বলেই হাতের এক পাশ দিয়ে দা দিয়ে কোপানোর মতো করে কিশোরের ঘাড়ে কোপ মারল ও। এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সময়ই পেল না কিশোর। টুঁ শব্দ না করে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

গর্জন করে বাইক নিয়ে এসে কিশোরের কাছে হাজির হলো মুসা। পেছন পেছন গাড়ি নিয়ে পৌঁছল জন।

বাইক থেকে লাফিয়ে নামল মুসা। রাগে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল পিটের ওপর। মুসার পেটে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল পাইলট। ওর চোয়াল লক্ষ্য করে মুসাও ঘুসি মারল। ঝট করে মাথা সরিয়ে নিল পিট। ঘুসিটা লাগল না জায়গামতো। মুসার হাতটা চেপে ধরল পিট। মুচড়ে নিয়ে এল পিঠের ওপর। ওভাবেই চাপ দিয়ে উপুড় করে মাটিতে শুইয়ে ফেলে গায়ের ওপর চেপে বসল।

'ট্রাক থেকে দড়ি নিয়ে এসো,' চেঁচিয়ে জনকে বলল পিট, 'গুলি করতে পারলেই ভালো হতো। কিন্তু এই বিচ্ছুগুলোকে দিয়ে ফেলেছিলাম বড়দিনের উপহার হিসেবে।' মুসা বুঝতে পারল, এয়ারপোর্টে যে পিস্তলটা কিশোরের ব্যাগে পাওয়া গিয়েছিল, ওটার কথাই বলছে পিট।

কয়েক মিনিট পর, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মাটিতে পড়ে রইল দুজনে। টানাটানি করে খোলার চেষ্টা করছে মুসা, এ সময় হুঁশ ফিরল কিশোরের।

'ওরা কতখানি জানে বুঝতে পারছি না, জন,' পিটকে বলতে শুনল মুসা, 'তবে সরিয়ে দেওয়াই নিরাপদ। এমন কোনো জায়গায় ফেলে দেব, যাতে কেউ খুঁজে না পায়। এই মরুভূমির ওপর দিয়ে প্রচুর প্লেন যাতায়াত করে।'

'এতটা কি দরকার আছে, আসলে?' জন বলল।

Generated by CamScanner from intsig.com

'মেরে ফেলার কথা বলছ তো?' পিট বলল, 'দরকার আছে।'

'বেশ। ফেলে দেওয়ার একটা ভালো জায়গা চিনি আমি,' জন বলল, 'মারাও যাবে, একইসঙ্গে লাশগুলোও গুম হয়ে যাবে। কেউ কোনো দিন খুঁজে পাবে না আর। স্পেসল্যান্ডের পাইপলাইন।'

'খুব ভালো,' পিট বলল, 'বাইক দুটো আমার ট্রাকে তুলে নিয়ে গিয়ে গুহায় লুকিয়ে রাখব, যেটাতে আমরা লুকিয়েছিলাম। তারপর তোমার রেঞ্জ রোভারটাতে করে পাইপলাইনে চলে যাব। এখান থেকে কত দূর?'

'এক শ চল্লিশ মাইল,' জন বলল।

পনেরো মিনিট পর, রেঞ্জ রোভারে করে হাইওয়ে ধরে চলল চারজনে। গাড়ি চালাচ্ছে জন, ওর পাশে বসেছে মুসা। পেছনের সিটে কিশোর ও পিট।

জশোয়া গাছগুলোর লম্বা, আঁকাবাঁকা ছায়া বালিতে ফেলেছে ডুবন্ত সূর্য। চুপ করে রয়েছে মুসা আর কিশোর। গোপনে দড়ি খোলার চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে সুবিধে করতে পারছে না।

'আপনাদের চুরির প্ল্যানটা কী?' অবশেষে আর কৌতূহল দমাতে না পেরে নীরবতা ভাঙল কিশোর।

'ওসব শোনার দরকার নেই,' পিট জবাব দিল।

'আহা, বলুনই না,' কিশোর বলল, 'সামনে অনেক রাস্তা পড়ে আছে। আমরা তো আর পালাতে পারছি না। পাইপলাইনের ভেতর আটকা পড়ে মরব। মরার আগে সবকিছু জেনেই যাই, এটুকু আনন্দ তো দিতে পারেন আমাদের।'

'তা ভালোই বলেছ,' মৃদু হাসল পিট, 'বেশ, সব বলব তোমাদের। গল্পটাকে মিস্টার এক্স, ওয়াই, জেড-এর গল্প বলতে পারো।'

'নামটা ভালোই দিয়েছেন,' সামনে থেকে বলল মুসা।

সহজ হয়ে গেছে এখন পিট। আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠেছে।

'বছর খানেক আগে,' শুরু করল পিট, 'সিয়েরাভিলে এক রাতে এক ক্লাবে দেখা হয়েছিল জনের সঙ্গে। ওর আসল নাম জন বার্নার। ফিউয়েল স্পেশালিস্ট। লকওয়েল নামে একটা এয়ারোনটিক্যাল কোম্পানিতে চাকরি করে। এয়ার ফোর্সের জন্য অনেক কাজ করে ওই কোম্পানিটা। পামডেইলে দশ বছর একটা অত্যন্ত গোপন প্রোজেক্টের ওপর কাজ করেছে জন।'

'কিসের প্রোজেক্ট?' জানতে চাইল মুসা।

'একটা টপ সিক্রেট এরোপ্লেন,' পিট বলল, 'এত সময় নিয়ে একটামাত্র প্লেন বানাতে পেরেছে ওরা, পরীক্ষামূলকভাবে উড়িয়েছে নেভাডা মরুভূমিতে।'

'পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুত গতির এরোপ্লেন,' জন বলল, 'শব্দের গতির চেয়ে

Generated by CamScanner from intsig.com

ছয় গুণ বেশি দ্রুত উড়তে পারে হাইপারসনিক।'

'তার মানে এয়ার ফোর্স শুধু হাইপারসনিক গবেষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই আর,' মুসা বলল, 'ইতিমধ্যেই একটা বানিয়েও ফেলেছে।'

জেনারেল ফোর্ডকে হাইপারসনিক গুজবের কথা জিজ্ঞেস করেছিল রবিন, জবাবটা এড়িয়ে গিয়েছিলেন তিনি। মনে পড়ল এখন কিশোরের।

মরুভূমিতে অন্ধকার নামছে। বাতাসও ঠাণ্ডা হচ্ছে। শুরুর দিকে কয়েকটা গ্যাসস্টেশন আর ছোট ছোট শহর পেরিয়েছিল রেঞ্জ রোভার, কিন্তু এখন রাস্তার দুই পাশে লোকালয়ের কোনো চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না আর।

'যা-ই হোক,' বলে চলল পিট, সানগ্লাস খুলে ফেলল, 'একটা প্রমোশনের জন্য মরিয়া হয়ে গিয়েছিল জন, আর আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম এয়ার ফোর্স আমাকে লাথি মেরে বের করে দেওয়াতে। তাই দুজনে মিলে আলোচনা করতে লাগলাম কীভাবে প্রতিশোধ নেওয়া যায়। ঠিক করলাম, টপ সিক্রেট প্লেনটার ডিজাইন চুরি করব। বুঝতে পারছিলাম, কাজটা করতে পারলে প্রতিশোধও নেওয়া হবে, প্রচুর টাকাও কামাতে পারব।'

এয়ার পুলিশরা কীভাবে জায়গাটা ঘিরে রেখেছে মনে করে মুসা বলল, 'পামডেইলে তো নিরাপত্তাব্যবস্থা অনেক কড়া।'

'অবশ্যই কড়া,' জন বলল। 'এতই গোপনতার সাথে কাজ করা হয় ওখানে, লকওয়েলের বেশির ভাগ শ্রমিকই জানে না কী কাজ করা হচ্ছে। এই গোপনীয়তার নাম দিয়েছে সরকারি লোকেরা "মোস্ট *সিক্রেট ব্ল্যাক*"। শুধু যার যার দায়িত্বটুকুর কথাই জানে ওরা। কিন্তু আমি যেহেতু একজন ফিউয়েল এক্সপার্ট, আর এরোপ্লেনের সারা বডিতেই তেলের প্রভাব পড়ে, তাই আমাকে পুরো ডিজাইনটাই দেখাতে বাধ্য হয়েছে কর্তৃপক্ষ।'

'আর সে কারণেই ডিজাইনের একটা কপি চুরি করা সম্ভব হয়েছে আপনার পক্ষে,' কিশোর বলল, 'মোস্ট *সিক্রেট ব্ল্যাক*, অর্থৎ সবচেয়ে কালো গোপনীয়তা আপনি "সাদা" করে ফেলেছেন। কিন্তু কীভাবে?'

'কোনো কাগজপত্র বা ছবি ওখানে ফটোকপি করতে দেওয়া হয় না,' জন বলল, 'তাই ওগুলো দেখে মুখস্থ করে নিতাম, তারপর বাড়ি গিয়ে সেগুলোর নকল আঁকতাম। কাজটা ভীষণ কঠিন, বিশ্বাস করো। আর ভয়ানক ঝুঁকির ব্যাপার। সারা জীবনের জন্য জেলে চলে যেতে পারতাম।'

'আর এই ঝুঁকিটা কেন নিয়েছিল ও, সেটা তো আগেই বলেছি,' পিট বলল, 'ডিজাইনের নকল পকেটে রেখে দিয়ে কোনো লাভ নেই, কারও কাছে বিক্রি করতে হবে। একজন টাকাওয়ালা মানুষের খোঁজ করতে লাগলাম। পেয়েও গেলাম।'

Generated by CamScanner from intsig.com

'তিনজন যুক্ত হলেন আপনারা,' কিশোর বলল, 'জন মিস্টার এক্স, আপনি মিস্টার ওয়াই ও কোটিপতি লোকটা মিস্টার জেড।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল পিট, 'দুই মাস পর পর জন কিছু তথ্য জোগাড় করে নিয়ে আসত আমার কাছে। আমি তখন ওই তথ্য নিয়ে সান ফ্রান্সিসকোয় উড়ে যেতাম। সেগুলো জেডকে দিয়ে তার কাছ থেকে টাকা নিতাম। টাকার একটা ভাগ নিজে রেখে বাকিটা এক্সকে দিতাম।'

'আর জেড যখন সমস্ত তথ্যগুলো পেয়ে যাবে,' কিশোর বলল, 'ওগুলো ও বিক্রি করে দেবে, আমেরিকার বাইরে অন্য কোনো দেশের সরকারের কাছে।'

'হ্যাঁ,' পিট বলল, 'এবার নিয়ে আমাকে ছয়বার তথ্য দিয়েছে জন, আর এটাই শেষ। পুরো ডিজাইনটা হাতে পাওয়ার পর বিক্রি করবে জেড, যে সবচেয়ে বেশি দাম দিতে রাজি হবে তার কাছে।'

'একটা কথা বুঝতে পারছি না,' মুসা বলল, 'আপনিই কি ডন ডপলারের প্লেনটা স্যাবোটাজ করেছেন?'

'হ্যাঁ, আমিই করেছি,' স্বীকার করল পিট, এমন ভঙ্গিতে বলল ও, যেন নিজের বাহাদুরিতে গর্বিত, 'রকি বিচে প্লেনের ভেতরে দুটো টাইম বোমা বসিয়ে দিয়েছিলাম। এমনভাবে সেট করে দিয়েছিলাম, যাতে আমি যেখানে ফাটাতে চাই সেখানেই ফাটে বোমাগুলো। প্লেনের সামনের অংশের বোমাটা ইঞ্জিন আর রেডিও ধ্বংস করেছিল, পেছনেরটা ইএলটি উড়িয়ে দিয়েছিল।'

জানালা দিয়ে বাইরে মরুরাতের অন্ধকারের দিকে তাকাল কিশোর। ধীরে ধীরে বলল, 'এখন বুঝলাম, আপনি আসলে ডপলারকে খুন করতে চাননি, করতে চেয়েছিলেন মিস্টার জিম হ্যারল্ডকে।'

'হ্যাঁ, চেয়েছিলাম,' মৃদু হাসল আবার পিট।

'যে আপনাকে চাকরি দিল, অসময়ে সাহায্য করল, তাঁকেই?'

'বিশ্বাস করো, সত্যিই আর কোনো উপায় ছিল না আমার।'

'কিন্তু তাঁকে খুন করতে চেয়েছিলেন কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'বুঝলে না?' জবাবটা দিল কিশোর, 'দুই মাস পর পর সান ফ্রান্সিসকোতে উড়ে যেত পিট, জনের কাছ থেকে কাগজপত্র নেওয়ার জন্য। কিন্তু কেউ তাকে সন্দেহ করুক, এটা চায়নি। তাই মার্টিন ক্রুজকে আবিষ্কার করেছিল। দুই মাস পর পর কনসালট্যান্ট সেজে হ্যারল্ড এয়ারের প্লেন ভাড়া করত ক্রুজ। যাতে কোনো রকম সন্দেহ না জাগিয়ে তার সঙ্গে যেতে পারে পিট।'

'হুঁ, এতক্ষণে বুঝলাম,' মুসা বলল, 'পিট ওকে সান ফ্রান্সিসকোয় উড়িয়ে নিয়ে

Generated by CamScanner from intsig.com

যেত। তারপর ছদ্মনামে কোনো বাণিজ্যিক প্লেনে করে সিয়েরাভিলে গিয়ে জনের সঙ্গে দেখা করত। কাজ সেরে আবার সান ফ্রান্সিসকোয় ফিরে ক্রুজকে তুলে নিয়ে রকি বিচে ফিরে আসত।'

'আপনাকে কেউ সন্দেহ করলেও কিছু প্রমাণ করতে পারত না। কারণ চমৎকার অ্যালিবাই ছিল আপনার,' পিটকে বলল কিশোর, 'ফ্লাইট রেকর্ডে দেখা যেত, সারাটা সময়ই আপনি সান ফ্রান্সিসকোতে ছিলেন।'

'সত্যি,' পিট বলল, 'বুদ্ধি আছে তোমার, কিশোর।'

'কিন্তু এই মার্টিন ক্রুজটা কে?' মুসা জানতে চাইল, 'ওর আসল পরিচয় কী?'

'একজন বেকার ফ্লাইট মেকানিক,' পিট জানাল, 'জীবনে ও কখনো কোনো ভালো কাজ পায়নি। ওর আসল নাম ডিগো জিলবার। টাকার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল ও। তাই আমি ওকে ভাড়া করেছিলাম। ও জানে, কোন ধরনের বেআইনি কাজ করছি আমি, তবে কী কাজ, সেটা জানে না। আমার পেছনে গোয়েন্দা লেগেছে শুনে সামান্য ঘাবড়ে গিয়েছিল ও।'

'আর তাই,' পিটের কথার সূত্র ধরে কিশোর বলল, 'স্রেফ সময় কাটানোর জন্য সান ফ্রান্সিসকো এয়ার অ্যান্ড স্পেস মিউজিয়ামে ঘুরতে গিয়েছিল ক্রুজ, মানে ডিগো।'

কিশোর থামতেই মুসা বলল, 'আপনি সাবধান করে দেওয়াতেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল, সতর্কও হয়ে গিয়েছিল, সে জন্যই আমি যে ওর পিছু নিয়েছি, সেটা দেখে ফেলেছিল।'

মাথা ঝাঁকাল পিট, 'বাকি জীবন মুখ বন্ধ রাখার জন্য ডিগোকে মোটা টাকা দিয়েছি আমি। মনে হয় এতক্ষণে নিজের শহর ছেড়ে দূরে কোথাও উড়ে চলে গেছে ও, দীর্ঘ ছুটি কাটাতে।'

'এয়ারপোর্টে দেখেছি আমরা ওকে,' চশমাবিহীন ক্রুজের কথা ভাবল কিশোর।

'কিন্তু আমি এখনো বুঝতে পারছি না,' মুসা বলল, 'মিস্টার হ্যারল্ডের প্লেনটাকে স্যাবোটাজ করলেন কেন আপনি?'

'ডিগোকে সন্দেহ শুরু করেছিলেন মিস্টার হ্যারল্ড,' মুসার প্রশ্নের জবাবটা দিল কিশোর, 'তদন্ত করলে আর সত্য বেরিয়ে এলে পিটের সর্বনাশ হয়ে যেত। তাই তাঁকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল ও।'

'আসলে, এত জটিলতার মধ্যে না গিয়ে স্রেফ গুলি করে মেরে ফেললেই হতো,' পিট বলল, 'কিন্তু তাহলে পুলিশি তদন্ত হতো, আর আমি সেটা চাইনি।'

'কাজেই এমনভাবে সাজালেন নাটকটা,' কিশোর বলল, 'যাতে ডন ডপলার

Generated by CamScanner from intsig.com

প্লেনে থাকার সময় দুর্ঘটনাটা ঘটে। আপনার ইচ্ছা সফল হলো। সবাই ভাবল, আমরাসহ ডপলারকে খুন করার জন্যই তাঁর শত্রুদের কেউ ষড়যন্ত্র করে প্লেনটাকে স্যাবোটাজ করেছে। আপনার আসল লক্ষ্য ছিল জিম হ্যারল্ড। সেটাকে সুন্দরভাবে আড়াল করেছেন ডপলারকে সামনে নিয়ে এসে।'

'সাংঘাতিক চালাকি!' মুসা বলল।

'আর সফলও প্রায় হয়েই গিয়েছিলাম,' পিট বলল, 'যদি তোমরা তিনজন বাগড়া না দিতে। শিকারি কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকতে শুরু করলে তোমরা। প্রথমেই সন্দেহ করেছ ক্রুজকে। ওকে ধরে ফেললে মহা বিপদে পড়তাম আমি। তাই তোমাদের অনুসরণ করে ক্রুজের বাড়িতে গিয়ে তোমাদের গাড়ির ব্রেক নষ্ট করে রেখেছিলাম। অন্ধকার বৃষ্টির রাতে অতিরিক্ত খারাপ আবহাওয়ায় একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করলে কেউ সন্দেহ করত না। কিন্তু তোমাদের মারতে পারলাম না। আমার ভয় হচ্ছিল, ক্রুজের পিছু নিয়ে সান ফ্রান্সিসকোয় চলে যাবে তোমরা। আর সেটাই করলে। আমি শিওর ছিলাম, সান ফ্রান্সিসকো এয়ারপোর্টেই তোমাদের প্লেনটা পাওয়া যাবে। তাই সেদিন আর জনের সঙ্গে দেখা না করে, দেখা করার নতুন দিন ঠিক করলাম। সিয়েরাভিলে যাওয়া বাদ দিয়ে আগে তোমাদের একটা ব্যবস্থা করা বেশি জরুরি মনে করলাম।'

'তখন আপনি গিয়ে সেজনার কারব্যুরেটর-হিট কন্ট্রোল মেকানিজমটা নষ্ট করে দিলেন,' কিশোর বলল। 'তারপর তাড়াতাড়ি ক্রুজকে নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই রকি বিচে ফিরে গেলেন। আপনি ভেবেছিলেন, তিনটা ছেলেকে নিয়ে একটা প্লেন যদি ধ্বংস হয়ে যায়ই, কেউ কোনো সন্দেহ করবে না।'

'আপনার দুর্ভাগ্য,' মুসা বলল, 'প্লেনের টিকিটটা ভুলে সেজনার কাছে ফেলে গিয়েছিলেন। কোথায়, কবে একজন লোকের সঙ্গে দেখা করবেন, টিকিটের পেছনে ওটা লিখে রেখেও বোকামি করেছেন। জুরান বুলম্যান ছদ্মনামে যে টিকিটটা কিনেছেন, সেটা বের করতেও দেরি হয়নি আমাদের।'

'ও, এভাবেই ডেড স্যান্ডে আমাদের খুঁজে বের করেছ তোমরা,' পিট বলল, 'আমি তো অবাকই হয়ে গিয়েছিলাম তোমরা দুজনে জাদুকর কি না ভেবে! টিকিটটা যে হারিয়ে ফেলেছি, রকি বিচে ফেরার আগে জানতেই পারিনি। ভেবেছি, বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, ঝাড়ুদার ঝাড়ু দিয়ে ফেলে দেবে, কিন্তু তোমাদের হাতে পড়বে, কল্পনাও করিনি। যা-ই হোক, প্রথমটা হারানোর পর একই ফ্লাইটে আরেকটা টিকিট কিনলাম।'

'জানি,' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কিশোর বলল, 'সে রাতে আমাকে হ্যাঙারে দেখে এতটা চমকে যাওয়ার কারণ, আপনি কল্পনাই করেননি আমি

Generated by CamScanner from intsig.com

ফিরে আসব। ভেবেছিলেন সাগরের তলায় চলে গেছি আমি।'

'সেরাতে হ্যাঙারেই তোমাকে মেরে ফেলতাম,' পিট বলল, 'মারিনি, তার কারণ, মুসা আর রবিন ছিল ম্যারিন কাউন্টিতে, আর হ্যারল্ডও বেঁচে ফিরে এসেছে, হাসপাতালে সুস্থ হয়ে উঠছে। তোমাকে ওভাবে মারলে ঝুঁকিটা বেশি হয়ে যেত।'

'তাই ভাবলেন,' কিশোর বলল, 'বিপদ এড়িয়ে আমাকে বিপথে চালিত করা গেলেই বরং ভালো হয়। সে জন্য হ্যাঙারের আলো নিভিয়ে দিয়ে আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন অন্য কোনোও খারাপ লোক কাজটা করেছে। আমাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য নিজেই নিজের গাল কেটে ফেললেন।'

'এহ্!' সামনের সিট থেকে বলে উঠল ভিগো।

'আর কিছু করারও ছিল না আমার,' পিট বলল, 'এমনই নাছোড়বান্দা তোমরা, সহজ কিছু করে পার পেতাম না।'

'এয়ারপোর্টে আমার ব্যাগে পিস্তলটা রাখলেন কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'এইখানে আমার ভাগ্য আমাকে সাহায্য করেছে,' পিট বলল, 'সাথে একটা পিস্তল রেখেছিলাম, বিপদে-আপদে কাজে লাগবে ভেবে। কিন্তু এয়ারপোর্টে পৌঁছে বুঝলাম, গার্ডদের সামনে মেটাল ডিটেক্টরকে ফাঁকি দিয়ে ওটা পার করিয়ে নিয়ে যেতে পারব না। তারপর তোমাদের দেখলাম টিকিট কাউন্টারের সারিতে। বুঝে গেলাম, আমার পেছনেই লেগেছ। তখন তাড়াতাড়ি একটা গিফট বক্স আর ফিতে কিনে, তার ভেতরে পিস্তলটা রেখে, বাক্সে তোমার নাম লিখে, তোমার ব্যাগে ভরে দেওয়ার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলাম।'

'এয়ারপোর্টে ভিড় ছিল,' কিশোর বলল, 'আমার অলক্ষ্যে পিস্তলটা ব্যাগে ঢুকিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন এ জন্যই।'

'ভিড়ের চেয়েও বড় সুযোগ পেয়েছিলাম,' পিট বলল, 'যখন ওই বিশ্রী চেহারার শোফারটাকে তাড়া করলে তুমি। ব্যাগটা তোমার কাঁধ থেকে পড়ে গিয়েছিল। দিলাম বাক্সটা তোমার ব্যাগে ঢুকিয়ে। জানতাম, এই পিস্তলটার কারণে ফ্লাইটটা মিস করতে বাধ্য হবে তুমি।'

'কিন্তু আমাদের ভাগ্য ভালো,' কিশোর বলল, 'আমরা এক জোড়া এফ-১৬ পেয়েছিলাম, যেগুলো আমাদের জায়গামতো পৌঁছে দিয়েছে।'

'এফ-১৬!' উত্তেজিত শোনাল পিটের কণ্ঠ, 'কেমন লাগল যাত্রাটা? সাংঘাতিক, তাই না?'

'তুলনাই হয় না,' মুসা বলল, 'আপনি যেমন বলেছিলেন, ঠিক তেমনি।'

Generated by CamScanner from intsig.com

রাত দশটা নাগাদ নেভাডা সীমান্তের অন্য পাশে পৌঁছল ওরা।

'এসেছি,' পিট বলল।

গাড়ি থেকে কিশোর ও মুসাকে টেনে নামাল পিট ও ডিগো। চারপাশে তাকাল দুই গোয়েন্দা। কিছুই চোখে পড়ল না। অন্ধকার ছাড়া কিছু নেই। দূরে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে পর্বতের অবয়ব। আর কয়েক গজ দূরে মস্ত কয়েকটা ফিউয়েল ট্যাংক, অন্ধকারে কালো দেখাচ্ছে।

'এই ট্যাংকগুলো এখানে কেন?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'আনকোরা নতুন একটা পাইপলাইনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে এই ট্যাংকগুলো,' ডিগো বলল। মাটিতে ম্যানহোলের মতো একটা গর্তের দিকে এগোল, 'সবে পাইপগুলো লাগানো শেষ হয়েছে, ব্যবহার শুরু হয়নি এখনো।'

'এই ট্যাংক থেকে কোথায় তেল নিয়ে যাওয়া হয়?' জানতে চাইল কিশোর।

'পঞ্চাশ মাইল দূরে,' ডিগো জানাল। পকেট থেকে পর পর একটা চাবি বের করল, 'ওই পর্বতগুলোর ওপাশে। ওখানে একটা অত্যন্ত গোপন এয়ার ফোর্স বেইস আছে। পাইপ দিয়ে এই ট্যাংক থেকে বেইসে হাইপারসনিক প্লেনের জন্য হাইড্রোজেন ফিউয়েল নিয়ে যাওয়া হয়।'

'এত দূর থেকে কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'হাইড্রোজেন ফিউয়েল প্রচণ্ড বিস্ফোরক পদার্থ,' ডিগো বলল, 'তাই এমন জায়গায় রাখা হয়, যেখানে কোনো কিছু নেই। লোকালয় থেকে বহুদূরে। কাজেই তোমরা কোথায় রয়েছ এখন, বুঝতে পেরেছ?'

ম্যানহোলের ঢাকনার তালায় চাবিটা ঢুকিয়ে মোচড় দিল ও। টান দিয়ে উঁচু করল গোল ঢাকনাটা। কিশোর লক্ষ করল, ইস্পাত দিয়ে পুরু করে তৈরি ওটা।

কিশোরকে ম্যানহোলের কাছে নিয়ে চলল পিট। গোড়ালিতে দড়ি বাঁধা থাকায় হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে কিশোরের। ম্যানহোলের কাছে এসে নিচে তাকিয়ে দেখল, মই নেমে গেছে গাঢ় অন্ধকারে। ওদিকে মুসাকে গর্তটার কাছে হাঁটিয়ে আনল ডিগো।

'শোনো,' নরম সুরে বলল পিট, 'কাজটা করতে মোটেও ভালো লাগছে না আমার। কিন্তু বাকি জীবনটা জেলে কাটাতেও রাজি নই আমি, তাই...' থেমে গেল ও। এক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বলল, 'এই ম্যানহোলটাই তোমাদের কবর হবে, পানির অভাবে মারা যাবে তোমরা, ভাবতে সত্যিই খারাপ লাগছে আমার।'

'আহা, কী দরদি মন!' মুসা বলল।

'নামো এখন,' কিশোরকে বলল পিট, 'হাত-পা বাঁধা নিয়ে মই বেয়ে নামতে পারবে না, তাই লাফ দিতে হবে তোমাদের।'

বাধা দেওয়ার কথা ভাবল একবার কিশোর। কিন্তু পরক্ষণে বাতিল করে দিল

Generated by CamScanner from intsig.com

ভাবনাটা। জানে, লাভ হবে না। ঝুঁকে নিচের দিকে তাকাল। তারপর শরীরটাকে ঢিল করে দিয়ে, পা সোজা করে লাফ দিল। সাবধানে রইল, যাতে শুধু পায়ের ওপর ভর দিয়ে নামতে পারে।

নিরাপদেই নামল। ব্যথা পেল না কোথাও। অনুমান করল পাঁচ ফুট ব্যাসের বেশ মোটা একটা পাইপ চলে গেছে ম্যানহোলের দেয়ালের একপাশ থেকে। মুহূর্ত পরই ওর পাশে নামল মুসা।

'বিদায়, বিচ্ছুরা,' ওপর থেকে পিটের কথা শোনা গেল। তারপর খটাং করে লেগে গেল ম্যানহোলের ঢাকনা। ঢাকনার ধাতব হুড়কোটা লাগানোর শব্দ শোনা গেল।

দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত চুপচাপ ম্যানহোলের মেঝেতে বসে রইল দুজন। কী করবে বুঝতে পারল না।

ভারী দম নিল মুসা। পাইপটা কবরের মতো অন্ধকার। নীরব। মনে হচ্ছে চামড়া-মাংস ভেদ করে হাড়ের মজ্জায় ঢুকে যাচ্ছে এই নীরবতা।

'সাহায্যের জন্য চেঁচানো যেতে পারে,' মুসা বলল।

'মরুভূমির মাঝখানে একটা পাইপের মধ্যে রয়েছি আমরা,' কিশোর বলল, 'কে শুনবে আমাদের চিৎকার?'

'তার মানে এবারে আমাদের মৃত্যু আর রোধ করা যাবে না, তাই না?' মুসার প্রশ্ন।

কিশোর যখন কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল, মুসা বুঝল, গভীর চিন্তা চলেছে কিশোরের মাথায়।

তেরো

'বেরোনোর কোনো না কোনো পথ নিশ্চয় আছে,' অবশেষে কিশোর বলল, 'দেখি, আমাকে ভাবতে দাও।'

'ভাবো,' জবাব দিল মুসা, 'তুমি ভাবতে থাকো, আমি দেখি তোমার দড়িগুলো খুলতে পারি কি না।'

'দেখো,' ঘুরে বসে মুসার দিকে কবজি দুটো বাড়িয়ে দিল কিশোর।

মুসা দড়ির বাঁধনটাকে কামড়াল, টানল, তারপর দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে টেনে খোলার চেষ্টা করল।

অবশেষে বাঁধনমুক্ত হতে পারল কিশোর। কবজি থেকে দড়িটা খুলে ফেলে দিতে দিতে অন্ধকারে হেসে বলল, 'নিশ্চয় খিদে পেয়েছে তোমার? তবে যা-ই হোক, মাথা গরম কোরো না।' হাত মুক্ত হওয়ার পর প্রথমে নিজের গোড়ালির বাঁধন খুলল কিশোর। তারপর মুসার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিল।

'একটা কাজ করতে পারি এখন,' কিশোর বলল, 'পাইপ দিয়ে ট্যাংকের দিকে এগোতে পারি।' বলে একটা মুহূর্তও দেরি না করে পাইপে ঢুকে এগোতে শুরু করল। মুসা অনুসরণ করল ওকে। পাঁচ ফুট উঁচু পাইপ। হাঁটার সময় মাথা নিচু করে রাখতে হচ্ছে। অনুমান করল, কয়েক গজ পরই রয়েছে ট্যাংকটা। হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'পাইপের মুখটা যেখানে জোড়া লেগেছে, সেখান দিয়ে ট্যাংকে ঢুকে যাব। তারপর ট্যাংকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাব।'

সোজা এগিয়েছে মসৃণ পাইপ।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল কিশোর।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কি, পাওয়া গেছে?'

'গেছে,' জবাব দিল কিশোর, 'তবে পাইপের মুখ হ্যাচকভার দিয়ে আটকানো। এত কাঁচা কাজ করেনি পিট। এখন একটাই উপায়। উল্টো দিকে হাঁটা। আর কোনো মুখ খোলা পাওয়া যায় কি না দেখা। হয়তো শেষ মাথায় চলে যেতে হবে।'

'তা হবে,' হতাশ কণ্ঠে বলল মুসা, 'মাত্র পঞ্চাশ মাইল হাঁটতে হবে আর কি। তা-ও যদি সোজা হয়ে হাঁটা যেত। মাথা নিচু করে রাখতে রাখতে ঘাড় ব্যথা হয়ে যাবে।'

'বসে থাকার চেয়ে হাঁটা ভালো,' কিশোর বলল।

দীর্ঘ দুটো কষ্টকর ঘণ্টা গভীর অন্ধকার পাইপের ভেতর দিয়ে হাঁটল দুজনে। সারাটা সময় মাথা নিচু করে রাখতে হচ্ছে। ঘাড় আর পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয়েছে। মাংসপেশিকে বিশ্রাম দিয়ে ব্যথা কমানোর জন্য চিত হয়ে শুয়ে পড়ল ওরা। পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে। সেই সঙ্গে নতুন আরেকটা বিপদ টের পেল। পিপাসা। পানি পাওয়ার কোনো ব্যবস্থাই নেই। ক্রমেই পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত একভাবে পড়ে রইল ওরা।

'এভাবে চলে বেইসে পৌঁছতে কম করে হলেও এক হপ্তা লাগবে আমাদের,' মুসা বলল, 'তত দিনে আমরা মরে ভূত হয়ে যাব।'

'থামো,' ফিসফিস করে কিশোর বলল, 'পাইপের পাশে কিছু দেখতে পাচ্ছ?'

Generated by CamScanner from intsig.com

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল মুসা 'কি, ভূত নাকি?'

মুসা দেখল, একজোড়া হলুদ চোখ তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। অনেকক্ষণ ধরে রয়েছে অন্ধকারে, চোখে সয়ে গেছে অন্ধকার, আর তাই অস্পষ্টভাবে হলেও দেখতে পেল লম্বা প্রাণীটাকে। ভূত নয় দেখে হাঁপ ছাড়ল মুসা। ফিসফিস করে বলল, 'মরুভূমির গিরগিটি। এখানে ঢুকল কী করে?'

'আমিও তো সেটাই ভাবছি,' কিশোর বলল, 'গিরগিটি যদি হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে পারে, তাহলে আমরাও হামাগুড়ি দিয়ে বেরোতে পারব। হয়তো কোনো একটা ম্যানহোলের ঢাকনা ফাঁক হয়ে আছে, আর সেখান দিয়ে গিরগিটিটা ঢুকেছে। পাইপলাইনটার ব্যবহার এখনো শুরু হয়নি। তাই ঠিকমতো এটার দেখাশোনাও করা হচ্ছে না। এসো, ওঠো, দেরি করার কোনো মানে হয় না।'

আরও চল্লিশ মিনিট পর আরেকটা ম্যানহোলের মধ্যে ঢুকে পড়ল ওরা, যেটা দিয়ে ওদের নামানো হয়েছিল, সেটার মতো। সহজেই মই বেয়ে ওপরে উঠে এল কিশোর।

'ফাঁক দিয়ে বাতাস আসছে,' চেঁচিয়ে মুসাকে জানাল ও। 'ঢাকনাটা খোলা...' বলতে বলতেই হাত উঁচু করে জোরে ঠেলা দিল ঢাকনায়। খুলে গেল ওটা।

গিরগিটিটা অনেক আগেই সরে পড়েছে। ওটাকে উদ্দেশ করে কৃতজ্ঞ স্বরে চেঁচিয়ে বলল মুসা, 'থ্যাংক ইউ, মিস্টার গিরগিটি।'

গায়ে উইন্ডব্রেকার ছিল দুজনেরই, পাইপের ভেতর প্রচণ্ড গরম লাগায় খুলে হাতে নিয়েছিল। কিশোর তার উইন্ডব্রেকারটা কাঁধে ঝুলিয়ে, ম্যানহোলের মুখের কিনার দুই হাতে চেপে ধরে টান দিয়ে দেহটা ওপরে তুলে আনল। বেরিয়ে এল বাইরে। ওর পেছনে বেরোল মুসা। বাতাস এখন অনেক ঠান্ডা। উইন্ডব্রেকারগুলো আবার পরে নিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে দুজনেই শুয়ে পড়ল মরুভূমির বালিতে।

'আহ্, কী আরাম এখানে!' মুসা বলল। আকাশের দিকে মুখ। চাঁদটা দেখতে পাচ্ছে। অনেক বড় একটা গোল চাঁদ উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে। মরুর আকাশের তারাগুলো এতই বড় আর কাছে মনে হচ্ছে, যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে।

ঘড়ি দেখল কিশোর, 'একটা বাজে। বসে না থেকে বেইসের দিকেই হাঁটতে থাকি, কী বলো? দিনের আলো ফুটতে এখনো কয়েক ঘণ্টা বাকি, তখন প্রচণ্ড গরম পড়বে, এখন ঠান্ডার মধ্যে হাঁটাই ভালো। দেখা যাক, রাস্তাটাস্তা চোখে পড়ে কি না। পিটকে হয়তো আটকাতে পারব না, কিন্তু রাস্তা পেলে আমরা

Generated by CamScanner from intsig.com

হয়তো এই মরুভূমি থেকে বেরিয়ে যেতে পারব।'

পরের তিনটি ঘণ্টা মরুভূমির বালিতে পা টেনে টেনে এগোল দুজনে। একঘেয়ে দৃশ্য। সমতল বালির সমুদ্র, মাঝেসাঝে পাথরের চাঙড়। কখনো-সখনো এক-আধটা গিরগিটি কিংবা পেঁচা ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী চোখে পড়ল না। তবে থামল না ওরা। হাঁটতেই থাকল দূরের পর্বতটা লক্ষ্য করে। এত হাঁটা হেঁটেও মনে হলো না পর্বতটা সামান্যতম কাছে আসছে।

'আমার একটা হাড্ডিও আর আস্ত নেই,' গুঙিয়ে বলল মুসা, 'এত ব্যথা করছে। আসলে পাইপের মধ্যে ঝুঁকে হাঁটতে গিয়েই এই সর্বনাশটা হয়েছে।'

'আর আমার পা দুটোকে মনে হচ্ছে...' কথা শেষ না করেই থেমে গেল কিশোর প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের মতো শব্দে।

বিস্ফোরণটা হয়েছে আকাশে। যেন আকাশটা চিরে দুই ভাগ করে দিয়েছে। মাটি কাঁপছে। মাটিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে কিশোর ও মুসা। দুই হাতে কান ঢাকা। খানিক পরই মাটি কাঁপা থেমে গেল।

'কী ওটা?' আস্তে করে মাথা তুলে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'ভূমিকম্প?'

'হয়তো হাইড্রোজেন ফিউয়েলের ট্যাংক ফেটেছে,' কিশোর অনুমান করল। চারপাশে তাকাল আগুন চোখে পড়ে কি না দেখার জন্য।

মাথার ওপর তীক্ষ্ণ একটা শিস কাটার মতো শব্দ কানে এল ওদের। শব্দটা বাড়ছে। আকাশের দিকে তাকাল দুজনে। চাঁদের আলোয় লম্বা একটা আঁকাবাঁকা ধোঁয়ার রেখা চোখে পড়ল। জেট প্লেনের পেছনে এ রকম ধোঁয়া দেখা যায়, তবে ওটার সঙ্গে এটার তফাত হলো, এটা দেখতে মোটা দড়ির মতো, আর একটু পর পর ধোঁয়ার মধ্যে একটা করে গোল রুটি—যেন দড়িতে আটকানো রুটির একটা চেইন। মুহূর্ত পরই শিস কাটার শব্দটা থেমে গেল।

অদ্ভুত ধোঁয়ার রেখাটাও আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। আবার উঠে হাঁটতে শুরু করল ওরা।

'কোনো ধরনের প্লেন ওটা,' কিশোর বলল, 'কিংবা স্পেসশিপ।'

'এই, আরেকটা কী যেন দেখতে পাচ্ছি,' মুসা বলল, 'হয় ওটা জোশোয়া গাছ। নয়তো ভূত!'

মরুভূমির শূন্যতার দিকে তাকিয়ে কিশোরের মনে হলো সে-ও কিছু দেখতে পাচ্ছে, 'ঠিকই বলেছ। আমিও দেখতে পাচ্ছি। তবে আমার কাছে গাছ মনে হচ্ছে না, ভূতও না। নড়ছে।'

'খাইছে! আমাদের দিকেই তো আসছে!' মুসা বলল।

'কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হলো ওটা? বালি ফুঁড়ে নাকি?'

Generated by CamScanner from intsig.com

'মানুষের মতো লাগছে! পিট কিংবা ডিগো হতে পারে।' এদিক-ওদিক তাকাল মুসা, 'কিন্তু তা কী করে হয়? কোনো রাস্তাই তো দেখতে পাচ্ছি না আমরা।'

আরও কাছে এল মূর্তিটা। দাঁড়িয়ে গেল কিশোর ও মুসা। সতর্ক হয়ে গেছে। বিপদের আশঙ্কা বোঝামাত্র বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে। আরেকবার বন্দী হতে চায় না।

মূর্তিটা আরেকটু কাছে এলে গায়ে গাঢ় রঙের সুট রয়েছে বোঝা গেল। হাতে কিছু রয়েছে। আরও কাছে এলে চোখ দুটো দেখা গেল। মস্ত বড়, আর চকচকে। সভ্য জগৎ থেকে দীর্ঘ সময় বিচ্ছিন্ন রয়েছি, ভাবছে মুসা, নইলে মানুষকে এমন উদ্ভট দেখাবে কেন? আর কিশোর ভাবছে, ওগুলো বড় আকারের গগলস।

দেখতে দেখতে ওদের কাছে চলে এল মূর্তিটা। চোখের মতো জিনিসটা ওপর দিকে ঠেলে তুলে দিল। চাঁদের আলোয় ভালোমতোই দেখা গেল এখন মানুষের মুখ। একটা কণ্ঠ জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের চেনা চেনা লাগছে?'

'মিস্টার মুর!' অস্ফুট কণ্ঠে বলল কিশোর। লোনলি সিডিং ক্যাফের মালিককে চিনতে পেরে অবাক হলো।

'আপনি এখানে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'আমি ওই এরোপ্লেনটা দেখতে এসেছি,' কর্কশ কণ্ঠে মুর জবাব দিলেন, 'সে জন্যই এই ইনফ্রারেড গগলসটা চোখে দিয়েছি। এটা দিয়ে অন্ধকারেও দেখা যায়।'

'তাহলে ওটা এরোপ্লেনই ছিল,' কিশোর বলল, 'বিস্ফোরণের শব্দটা তাহলে সনিক বুম ছিল, শব্দের গতিকে অতিক্রম করার সময় ওই শব্দ করেছে জেট প্লেনের ইঞ্জিন।'

উত্তেজিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'হাইপারসনিক প্লেন না তো?'

'হ্যাঁ, ঠিকই অনুমান করেছ,' চাঁদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন মুর, 'পরীক্ষামূলকভাবে ওড়ানোর জন্য প্লেনটা বের করেছে ওরা। রাতকে বেছে নিয়েছে যাতে কারও চোখে না পড়ে।'

'প্লেনটার চেহারাও নিশ্চয় গোপন রাখতে চেয়েছে,' মুসা বলল।

'গোপনের চেয়েও গোপন,' মুর বললেন, 'ওই পর্বতের ওপাশে রয়েছে ওদের বেইস। ওই বেইসটাও এতই গোপন, ম্যাপেও নেই। ওটার কোনো অফিশিয়াল নাম নেই...যদিও একটা ডাকনাম দেওয়া হয়েছে : *স্পেসল্যান্ড*।'

'সবকিছু যদি এতই গোপন হয়ে থাকে, আপনি জানলেন কী করে?'

Generated by CamScanner from intsig.com

কিশোরের প্রশ্ন। অবাক চোখে দেখছে এখন বুড়ো মানুষটাকে।

'পৃথিবীর কোনো গোপন বিষয়ই বেশি দিন গোপন রাখা যায় না,' মুর বললেন, 'বহু বছর ধরেই এই প্লেনটার গুজব শোনা যাচ্ছিল,' হাসলেন তিনি, 'আর সেটা শুনে আমার মতো এক-আধজন উন্মাদ এসে যদি দেখার লোভে এই নির্জন মরুভূমিতে বাস করা শুরু করে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। রাতের বেলা বেরিয়েছি শুধু আমি ওই প্লেনটা দেখার জন্য।'

'জিপ, না ট্রাকে করে?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'চার মাইল দূরে রেখে এসেছি জিপটা,' মুর জানালেন, 'কেন, কোথাও তোমাদের পৌঁছে দিতে হবে নাকি?'

প্রস্তাবটা লুফে নিল দুই গোয়েন্দা। সঙ্গে আনা ফ্লাস্ক থেকে ওদের পানি খাওয়ালেন মুর। তারপর নিয়ে চললেন জিপের দিকে, 'আমি এখানে কেন, সেটা তোমাদের জানালাম,' হাঁটতে হাঁটতে বললেন তিনি, 'এবার তোমাদের পালা।'

পরস্পরের দিকে তাকাল কিশোর ও মুসা। এই মানুষটাকে বিশ্বাস করা যায় কি না ভাবছে। তবে এখন এই মরুভূমি থেকে প্রাণে বেঁচে বেরোতে হলে এঁকে ছাড়া গতি নেই। মুসার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। তারপর এক্স, ওয়াই, জেড-এর গল্পটা বলতে শুরু করল।

'একটা টেলিফোন দরকার এখন আমাদের,' সমস্ত ঘটনা শোনার পর মুর বললেন, 'ওই পিটারটা আটকানো দরকার। কিংবা ওকে জেভের কাছে যেতে দিলেও মন্দ হয় না। পিছু নিতে হবে। যাতে ডিজাইনটা বাইরের কারও কাছে হস্তান্তর করার আগেই হাতেনাতে ধরা যায় দুজনকে। এই জেড লোকটা কে, নিশ্চয় জানো না তোমার, তাই না?'

'না,' মুসা জবাব দিল, 'তবে এমন কেউ হবে, যার টাকার কোনো অভাব নেই।'

'আমি আন্দাজ করতে পারছি লোকটা কে,' কিশোর বলল।

'কে?' হোঁচট খেয়ে যেন দাঁড়িয়ে গেল মুসা।

'ডন ডপলরা!' কিশোর বলল, 'তাঁর টাকার কোনো অভাব নেই। সেই সঙ্গে স্বার্থপর আর ভীষণ নির্দয়। তা ছাড়া তাঁর এখন প্রচুর টাকা দরকার, নিজের মেয়ের কাছ থেকে কোম্পানি বাঁচানোর জন্য।'

'মিলে যাচ্ছে,' উত্তেজিত হয়ে উঠল মুসা, 'মার্টিন ক্রুজ যে ডপলার করপোরেশন থেকে চেক পেত, সেটা মিস্টার হ্যারল্ডের প্লেনভাড়ার টাকা,' কিশোর বলল, 'চেকের মাধ্যমে টাকাটা পরিশোধ করতেন ডপলার, চেকটা

Generated by CamScanner from intsig.com

পিটের হাতে দিতেন, পিট সেটা ক্রুজের মাধ্যমে মিস্টার হ্যারল্ডের হাতে তুলে দিত। এতেই বোঝা যায় ডপলার জড়িত।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'আর পর্বতে প্লেন দুর্ঘটনাটা ঘটানো হয়েছে ডপলারকে প্লেনে রেখে। মনে করে দেখো, রবিন বলেছে, প্যাসেঞ্জার নিয়ে খুব কমই যেতেন ওর মামা। কিন্তু ডপলার ইচ্ছে করেই এমন সময় প্লেন ভাড়া চেয়েছেন যখন আর কোনো পাইলট মিস্টার হ্যারল্ডের হাতের কাছে ছিল না, সবারই শিডিউল বুক করা হয়ে গিয়েছিল। পিটই নিশ্চয় খবরটা ডপলারকে জানিয়েছিল। আরেকটা কথা মনে করে দেখো, মিস্টার হ্যারল্ড আমাদের বলেছেন প্লেনটা ধসে পড়ার আগের মুহূর্তে মাথায় বাড়ি খেয়ে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিসে বাড়ি খেয়েছেন, মনে করতে পারেননি তিনি। আমার ধারণা, ডপলারই তাঁকে বাড়ি মেরে বেহুঁশ করে ফেলেছিলেন।'

'আর ডপলারের কাছে প্যারাস্যুট ছিল,' মনে করল মুসা।

'আমি শিওর, পর্বতের ওপরে প্লেন থেকে ঝাঁপ দেওয়ার পরিকল্পনা করেই ওই প্যারাস্যুট সাথে নিয়েছিলেন তিনি,' কিশোর বলল, 'হয়তো তিনিই বাইরের কারও কাছে হাইপারসনিক প্লেন বিক্রির কুবুদ্ধিটা করেছিলেন।' একটু থেমে বলল ও, 'মিস্টার ডপলারকে এভাবে সন্দেহ করতে ভালো লাগছে না আমার, কিন্তু এটাই একমাত্র জবাব। যতই ভাবছি, ততই শিওর হচ্ছি। ডন ডপলারই এই গল্পের জেড।'

'কিশোর,' হঠাৎ বলে উঠলেন মুর, 'নোড়ো না, সাপ!'

হাঁটতে গিয়ে ডান পা'টা উঁচু করেছিল কিশোর, সেভাবে রেখেই স্থির হয়ে গেল, নামাল না আর। চাঁদের আলোয় দেখতে পেল, মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে কুণ্ডলী পাকিয়ে রেখেছে মস্ত একটা র‍্যাট্‌লস্নেক। এই সাপের দাঁত এতই শক্ত আর চোখা, ছোবল দিয়ে অনায়াসেই ওর জুতো ফুটো করে মাংসে বিষ ঢুকিয়ে দিতে পারবে।

ধীরে ধীরে অসংখ্য বোতাম বসানো লেজটা নাড়তে আরম্ভ করল সাপটা। মৃদু ঝনঝন শব্দ হতে লাগল। এটা একধরনের ঝুমঝুমি। খাবার যদি না হয়, তাহলে ছোবল দেওয়ার আগে এই ঝুমঝুমি বাজিয়ে শত্রুকে সাবধান করে র‍্যাট্‌লস্নেক, যাতে সামনে না এগোয়। সামনে এগোলে ছোবল মারে। কিন্তু এই সাপটা সেই নিয়ম মানল না, হয় বেশি ঘাবড়ে গেছে, নয়তো কিশোরের পা'টা ওর বেশি কাছে চলে গেছে, আচমকা ফণা তুলে চোখের পলকে ছোবল মারল।

Generated by CamScanner from intsig.com

চোদ্দ

কিশোরও নড়ে উঠল। ডান পা'টা উঁচু করে রেখে, বাঁ পায়ে ভর দিয়ে চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরে গেল। বাতাসে শিস কেটে বালিতে আঘাত হানল সাপটার ছোবল। একবারের বেশি আর ছোবল মারার চেষ্টা করল না ওটা। বোধ হয় বালিতে ঠোকর খেয়ে যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আস্তে মাথা নামিয়ে চলতে শুরু করল।

'খুব বেশি লোক র‍্যাট্‌ল্ সাপের ছোবল এড়াতে পারে না!' বলে উঠলেন বিস্মিত মুর।

'তবে আমার এই বন্ধুটি খুবই ভাগ্যবান,' হাসল মুসা।

'সে তো দেখতেই পেলাম।' রাতের আকাশের দিকে তাকালেন মুর। তারাগুলোর উজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে আসছে 'কিন্তু তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার আমাদের। পিটকে আটকাতে হবে।'

আবার হাঁটতে শুরু করল তিনজনে। মরুভূমির বালির ওপর দিয়ে প্রায় দৌড়ে চলল। 'ডিজাইনটা বাঁচাতে এত আগ্রহী কেন আপনি?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'প্রথম কথা, নিজের দেশের জিনিস অন্যের হাতে পড়তে দিতে রাজি নই আমি,' মুর বললেন, 'তা ছাড়া, বহুকাল আগে আমিও একজন টেস্ট-পাইলট ছিলাম। সুপারসনিক চালাতে যখন ভয় পেত পাইলটরা, আমি তখন ওই জিনিস উড়িয়েছি খুব মজা করে। বন্ধুরা আমাকে পাগল বলত। কাজেই, সুপারসনিকের পরের প্রজন্মের প্রতি আমার আগ্রহ থাকাটাই স্বাভাবিক। শব্দের গতির ছয় গুণ বেশি স্পিড। কল্পনা করতে পারো! এক সেকেন্ডে এক মাইল গতিবেগ!'

'এই হাইপারসনিক প্লেনটা কত দিন আগে বানিয়েছে এয়ার ফোর্স?' জানতে চাইল মুসা।

'স্পেসল্যান্ডে এটার পরীক্ষা চালাচ্ছে তিন বছর ধরে,' মুর বললেন, 'শুনেছি, প্লেনটার বেশির ভাগ খুঁতই নাকি সারিয়ে ফেলেছে। পরীক্ষামূলক পর্যায়টা শেষ হলেই ব্যবহারের জন্য হাইপারসনিক বানানো শুরু করবে।'

তিরিশ মিনিট পর মুরের পুরোনো জিপটা দেখা গেল, একটা সরু রাস্তার পাশে দাঁড়ানো। আকাশের কালো অন্ধকার ধূসর হতে আরম্ভ করেছে।

Generated by CamScanner from intsig.com

তারাগুলো নিভু নিভু হয়ে এসেছে।

'তোমাদের নিশ্চয় খিদে পেয়েছে,' জিপ থেকে কাগজের ব্যাগে ভরা স্যান্ডউইচ আর পানির বোতল বের করে দিলেন মুর, 'নাও।' তারপর বললেন, 'সমস্যাটা হলো, যতটা সময় লাগবে ভেবেছি, তার চেয়ে বেশি সময় লেগে যাবে আমাদের জায়গামতো পৌঁছাতে। এখন বাজে সাড়ে ছয়টা। পিট বলেছে উইডোস ড্রাই লেক থেকে রওনা হবে সাড়ে সাতটায়। কিন্তু সাড়ে সাতটার আগে টেলিফোনের কাছে পৌঁছতে পারব না আমরা।'

'তাহলে আমাদেরই ওকে আটকানোর চেষ্টা করতে হবে,' ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে স্যান্ডউইচ চিবাতে চিবাতে কিশোর বলল।

'এখান থেকে উইডোস ড্রাই লেকে যেতে আমাদের পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগবে,' মুর বললেন, 'ওখানেও টেলিফোন নেই। তাড়াতাড়ি গিয়ে বাধা দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ও দেখছি না আমি।'

'কিন্তু তাতেও সমস্যা থেকেই যাবে,' কিশোর বলল, 'পিটকে হয়তো থামাতে পারব, কিন্তু ডপলারকে পারব না। ডিজাইনের প্রথম পাঁচটা অংশ নিয়েই পালিয়ে যাবেন। বিশেষজ্ঞদের হাতে পড়লে শেষ অংশটা বাদ দিয়েও হাইপারসনিক প্লেন বানিয়ে ফেলতে পারবেন।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নির্জন মরুভূমির শূন্যতায় ভরা বিশাল বিস্তারের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর, মুসা ও মুর। কী করা যায় ভাবছে তিনজনেই।

'ওদের ঠেকানো খুব জরুরি,' আকাশের প্রায় নিভে আসা একটা বড় তারার দিকে তাকিয়ে বলল মুসা, 'ওই লোকগুলো খুনি। শুধু আমাদেরই খুন করার চেষ্টা করেনি, এখন সারা দুনিয়ার জন্যই হুমকি হয়ে দাঁড়াতে যাচ্ছে।'

'হুঁ,' অবশেষে কিশোর বলল, 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।'

'জিপে ওঠো,' টান দিয়ে দরজা খুললেন মুর, 'তারপর বলো।'

পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর জোশোয়া গাছের একটা ঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল কিশোর ও মুসা। পর্বতের মাথায় লাল সূর্যটা উঁকি দিতে দেখছে। বাতাসে ঝুলে রয়েছে ভোরের হালকা কুয়াশা।

ওদের কয়েক শ গজ দূরে, শুকনো লেকের তলায় দাঁড়িয়ে আছে একটা পুরোনো কার্গো প্লেন। গায়ে টোল পরা। বহু জায়গায় রং উঠে গেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ল্যান্ড রোভারে করে এসে হাজির হলো পিট। প্লেনের কাছাকাছি গাড়ি রেখে নেমে এল। গায়ে চামড়ার জ্যাকেট, চোখে সানগ্লাস, হাতে একটা বটুয়া, যেটা ওকে মুরের ক্যাফেতে দিয়েছিল ডিগো। প্লেনটার চারপাশে হাঁটতে লাগল পিট। ঘুরে ঘুরে দেখে পরীক্ষা করছে।

Generated by CamScanner from intsig.com

'এই!' হঠাৎ জোশোয়া গাছের আরেকটা ঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে পিটের দিকে দৌড়ে চললেন মুর, 'আমার জিপের চাকা একটা গর্তে পড়ে গেছে। একা একা তুলতে পারছি না। বুড়ো এই পাইলটকে একটু সাহায্য করবে?'

সন্দিহান ভঙ্গিতে মুরের দিকে মুখ তুলে তাকাল পিট। ক্যাপটা মুখের ওপর এত বেশি নামিয়ে দিয়েছেন মুর, ভালোমতো দেখা যাচ্ছে না। ইচ্ছে করেই এ কাজ করেছেন তিনি, যাতে লোনলি লিভিংয়ের মালিক হিসেবে তাঁকে চিনতে না পারে পিট।

'আসছি,' মুরের দিকে এগিয়ে গেল ও।

তাকিয়ে আছে কিশোর ও মুসা। জিপের দিকে এগোচ্ছে পিট আর মুর। জিপের চাকা এমনভাবে গর্তে ফেলা হয়েছে, তোলাটা বেশ কঠিন হবে।

পিট সরে যেতেই আড়াল থেকে বেরিয়ে প্লেনের দিকে দৌড় দিল দুই গোয়েন্দা। ঢুকে পড়ল ভেতরে। সামনের দিকের একটা খোলামেলা কেবিনে দুটো সিট রয়েছে। পেছনে মাল রাখার পুরোনো কতগুলো ধাতব বাক্স, আর কিছু যন্ত্রপাতি। একটা তেরপলও আছে, যেটার ভেতরে লুকিয়ে বসতে পারল দুজনে।

ওখান থেকেই ফাঁক দিয়ে নজর রাখল ওরা। পিটকে প্লেনে উঠতে দেখল। পাইলটের সিটে বসে, হাতের বটুয়াটা পায়ের কাছে ছুড়ে ফেলে পুরোনো ইঞ্জিনটা স্টার্ট দিল পিট। মরুভূমিতে গড়াতে শুরু করল প্লেনের চাকা। শূন্যেও উঠল।

তেরপলের নিচে চুপচাপ বসে অপেক্ষা করতে লাগল দুই গোয়েন্দা। ঘণ্টা খানেক পর কার সঙ্গে যেন কথা বলতে শুরু করল পিট। সতর্ক হয়ে গেল ওরা। তবে মুহূর্ত পরই বুঝল, একঘেয়েমি কাটানোর জন্য নিজে নিজেই কথা বলছে পাইলট।

'আর বিশ মিনিটের মধ্যেই পাম স্প্রিংয়ে পৌঁছে যাব আমি,' ইঞ্জিনের গর্জনকে ছাপিয়ে জোরে জোরে বলছে পিট, 'পার্কিং লটের পাশের মরুভূমিতে প্লেন নামাব। জেডকে তুলে নেব। তারপর চলে যাব রোদেলা মেক্সিকোতে।'

কিশোর অনুমান করল, *পাম স্প্রিং* হয়তো ডপলারের কোনো একটা ডিপার্টমেন্ট স্টোর।

'মেক্সিকান ভাষায় ধনীকে কী যেন বলে? *এল রিচো*! হ্যাঁ, এখন আমি *এল রিচো*।' তারপর বেসুরো, ষাঁড়ের মতো গলায় জোরে জোরে এয়ার ফোর্সের গান ধরল, 'অফ উই গো ইনটু দা ওয়াইল্ড ব্লু ইয়োন্ডার, রাইডিং হাই ইনটু দ্য স্কাই!'

আনন্দে গান গাইতে গাইতে হঠাৎ কন্ট্রোল লিভার টেনে প্লেনের নাক উঁচু করে ফেলল পিট। গড়িয়ে পড়তে শুরু করল দুই গোয়েন্দা। লেজের কাছের দেয়ালে পিঠ ঠেসে ধরে নিজেদের আটকাল ওরা। শব্দ যাতে করে না ফেলে

Generated by CamScanner from intsig.com

সেদিকে খেয়াল রাখল। তারপর ধনুকের মতো বাঁক নিয়ে নাক নিচু করে নিচের দিকে নামতে শুরু করল।

কয়েকটা ধাতব বাক্স আর কিছু যন্ত্রপাতি গড়িয়ে গেল কেবিনের মেঝেতে। কিশোর আর মুসাও ওগুলোর সঙ্গে গড়িয়ে পড়ল। শব্দ শুনে ঝটকা দিয়ে ঘুরে, সানগ্লাসের ভেতর দিয়ে দুই গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে রইল পিট।

চুপ করে থাকার আর কোনো মানে নেই, তাই হাসিমুখে বলল কিশোর, 'এই যে স্যার, কেমন আছেন?'

'তোমরা তো দেখি তেলাপোকারও বাড়া!' রাগে, বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল পিট, 'কোনমতেই মরো না!'

'কোনো উন্মাদ পাইলট আশপাশে থাকলে মরতে ইচ্ছে করে না আমাদের,' জবাব দিল মুসা। উঠে দাঁড়িয়ে টলোমলো পায়ে পিটের দিকে এগোল, 'হাল ছেড়ে দিচ্ছেন না কেন, পিট? আপনি একা, আমরা দুজন, সংখ্যায় বেশি। আমরাই জিতব।'

'উঁহুঁ, আমার তা মনে হয় না,' পিট বলল, 'লড়াইটা শেষ হওয়ার আগেই বালিতে আছড়ে পড়বে প্লেন।'

ঠিকই বলেছে পিট, মনে মনে কিশোরও একমত হলো। সিটে পাইলট না থাকলে অনিয়ন্ত্রিত একটা প্লেন মাটিতে ধসে পড়তে বাধ্য। তাতে কেউ জিততে পারবে না।

'শুনুন,' বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর, 'আপনি যদি আপনার কাজে সফল হনও, কোনো দিন আর আমেরিকায় ফিরে আসতে পারবেন না। এটা আপনার বাড়ি, পিট। যা কিছু পরিচিত, আত্মীয়স্বজন, সবই আপনার এখানে। চিরকালের জন্য এসব ছেড়ে কি যেতে পারবেন আপনি?'

কন্ট্রোল লিভারে একটা হাত রেখে সানগ্লাসের ভেতর দিয়ে কিশোরের দিকে তাকাল পিট। মনে হলো ক্ষণিকের জন্য দ্বিধায় পড়েছে। মুখে বেদনার ছাপ। কিশোরের কথাগুলো নিয়ে ভাবছে।

তারপর হঠাৎ নিচু হয়ে পায়ের কাছ থেকে একটা রেঞ্চ তুলে নিল। কন্ট্রোল ছেড়ে দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল।

'এই দেশটা আর আমার আপন নয়,' রাগত স্বরে বলল পিট, 'আমার শত্রু হয়ে গেছে। এয়ার ফোর্স প্রথমে আমার ওড়া নিষিদ্ধ করেছে, তারপর ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। এই দেশটা যদি আর কোনো দিন দেখতে না পাই, কিছুই এসে যাবে না আমার। নিজের দেশ বলতে আর কিছু নেই আমার!'

রেঞ্চ দিয়ে জোরে বাড়ি মেরে রেডিওটা ভেঙে ফেলল পিট। ঝাঁকি লেগে

Generated by CamScanner from intsig.com

সানগ্লাসটা খুলে উড়ে গিয়ে পড়ল। কিশোররা দেখল, রাগে সবুজ আগুনের মতো জ্বলছে পিটের চোখ দুটো।

'এয়ার ফোর্স আমার ওড়া কেড়ে নিয়েছে!' পিট বলল, 'আমি ওদের ডিজাইন কেড়ে নিয়েছি!' রেঞ্চ দিয়ে পাগলের মতো কন্ট্রোল লিভারে বাড়ি মারতে লাগল ও। লাফাতে লাগল প্লেনটা, ওপর-নিচে ঝাঁকি খেতে লাগল বারবার।

'ওকে থামাও!' ভারসাম্য বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল কিশোর। কিন্তু মুসারও কিছু করার নেই, ভয়ানকভাবে দুলতে থাকা প্লেনটার মধ্যে সে-ও সোজা হতে পারছে না।

'এখন আমি ধনী! টাকা থাকলে যা খুশি করা যায়! দেশ নিয়ে আর আমি মাথা ঘামাই না!' প্রথম লিভারটা ভেঙে ফেলে দ্বিতীয়টাতে বাড়ি মারতে শুরু করল পিট। পাগলা ঘোড়ার মতো লাফাচ্ছে প্লেনটা।

'এই প্লেনটা চেয়েছিলে তো?' পিট বলল আবার, 'এই নাও, দিয়ে দিলাম। তবে এটা আর ওড়াতে পারবে না।'

মেঝে থেকে একটা প্যারাস্যুট তুলে নিয়ে কাঁধে জড়াল ও।

'দাঁড়ান!' লাফ দিয়ে সামনে এগোল মুসা।

'সরো! কাছে আসবে না বলে দিলাম!' চিৎকার করে উঠে লম্বা রেঞ্চটা দিয়ে মুসাকে বাড়ি মারার ভঙ্গি করল পিট। পরক্ষণে নিচু হয়ে মেঝে থেকে বটুয়াটা তুলে নিল। পিছিয়ে যেতে শুরু করল দরজার দিকে। লাথি মেরে খুলে ফেলল দরজাটা। প্রবল বাতাসের ঝাপটা যেন ঝড় বইয়ে দিল কেবিনের ভেতর।

'ধরা আপনি পড়বেনই,' কিশোর বলল। মনের ভয়টা প্রকাশ পেতে দিল না। 'পালানোর চেষ্টা না করে প্লেনে থেকে আমাদের সাহায্য করুন। আমরা আপনার শাস্তি কমানোর জন্য অনুরোধ করব।'

'উঁহুঁ!' বাতাস আর ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে চিৎকার করে বলল পিট, 'মিস্টার জেভের সঙ্গে দেখা করতে সামান্য দেরি হয়ে যাবে হয়তো, তবে দেখা আমি করবই। বিদায়, তেলাপোকারা!'

একটা হাত উঁচু করে সামান্য ঝাঁকাল পিট। তারপর বটুয়াটা দাঁতে কামড়ে ধরে, প্যারাস্যুট নিয়ে বাইরে ঝাঁপ দিল। দরজার কাছে ছুটে গেল মুসা। শূন্যে ডিগবাজি খেতে দেখল পাইলটকে। এক মুহূর্ত পরই খুলে গেল প্যারাস্যুট। নিরাপদে ঝুলে ঝুলে নিচে নামতে লাগল পিট।

ঠিক এই সময় নাক নিচু করে ফেলল প্লেন। আরেকটু হলেই বাইরে পড়ে যেত মুসা, হাত বাড়িয়ে দরজার কিনার আঁকড়ে ধরে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে নিজেকে বাঁচাল। গর্জন তুলে ওর মুখে বাড়ি মারছে বাতাস। মরুভূমির বাদামি রঙের বালি

Generated by CamScanner from intsig.com

যেন দ্রুত ধেয়ে আসছে ওদের দিকে।

'কিছু একটা করো!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'ধসে পড়ছে প্লেন!'

'কন্ট্রোলই তো নেই, কী দিয়ে কী করব!' হাঁচড়েপাঁচড়ে কেবিনের মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল কিশোর।

আরেকবার দরজার বাইরে উঁকি দিল মুসা। প্লেনটা নিচের দিকে ছুটে যেতে দেখে পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল ওর।

পনেরো

'রবিন কী বলেছিল, মনে আছে?' আতঙ্কিত না হওয়ার চেষ্টা করল কিশোর।

'কী?'

'মাথা ঠান্ডা রাখতে,' কিশোর বলল।

'স্টিয়ারিং হুইল ছাড়া কী করব!' চেঁচিয়ে জবাব দিল মুসা। অনুমান করল, মাটিতে পড়ে প্লেনটা ধ্বংস হতে বড়জোর আর মিনিট খানেক লাগবে।

কিন্তু পাইলটের চেয়ারে বসে পড়েছে ততক্ষণে কিশোর। ইনস্ট্রুমেন্টস প্যানেলের দিকে তাকিয়ে আছে। থ্রটল লিভার ধরে টান দিল। ফ্ল্যাপ লিভারটা টেনে তুলল। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করল, গতি আর আগের মতো নেই।

'গতি কমিয়ে দিয়েছি,' বলল ও। আর কী করা যায় ভাবছে। বিড়বিড় করল, 'অটোপাইলট নেই, কিন্তু...এলিভেটর ট্রিমের সাহায্যে নাকটা সোজা করা যেতে পারে।' বড় একটা হুইল ঘোরাতে শুরু করল ও। কিন্তু প্লেনের ডাইভ দেওয়া বন্ধ হলো না।

'জলদি!' দরজা থেকে চেঁচিয়ে বলল মুসা। একটা করে সেকেন্ড যাচ্ছে, আর আরও কাছে এগিয়ে আসছে মরুভূমি।

চাকাটা পুরো ঘুরিয়ে দিল কিশোর। তারপর প্রায় দম আটকে অপেক্ষা করল পনেরো সেকেন্ড। সোজা হতে শুরু করল বিমানের নাক। নিচু দিয়ে উড়ছে। তবে সোজা হয়ে।

'হয়েছে!' চেঁচিয়ে উঠল ও।

Generated by CamScanner from intsig.com

দড়াম করে দরজাটা লাগিয়ে দিল মুসা। বাতাস আসা বন্ধ হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কি বাঁচব?'

'আপাতত তো বাঁচলাম,' জবাব দিল কিশোর, 'প্লেনটাকে ধ্বংস হওয়া থেকে বাঁচালাম, কিন্তু নামানোর কোনো উপায় দেখতে পাচ্ছি না।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল মুসা, 'তেল ফুরিয়ে গেলেই পড়ে যাবে। রেডিওটা ভেঙে দিয়ে গেছে, যোগাযোগও করতে পারব না...'

'রেঞ্চ!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। তাড়াতাড়ি মেঝে থেকে তুলে নিল লম্বা হাতলওয়ালা রেঞ্চটা, যেটা দিয়ে কন্ট্রোল লিভারটা ভেঙেছে পিট, 'হয়তো এটা ব্যবহার করে প্লেনটা সামলাতে পারব।'

ঝুঁকে বসে, ভেঙে ফেলা একটা লিভারের সামান্য বেরিয়ে থাকা ডান্ডার মাথায় রেঞ্চটা আটকাল ও। তারপর রেঞ্চের হাতল ধরে সাবধানে রডটা টান দিল নিজের দিকে।

ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে যেতে লাগল প্লেনের নাক।

'কাজ হচ্ছে!' চেঁচিয়ে বলল কিশোর। 'রাডার পেডালটাও সম্ভবত ঠিক আছে। ভাগ্য অনেক বেশি ভালো হলে প্লেনটা নিয়ন্ত্রণ করে নামাতে পারব আমরা।'

'ভাগ্যিস, রেঞ্চের বুদ্ধিটা মাথায় এসেছিল,' কিশোরের পাশে কো-পাইলটের সিটে বসে পড়ল মুসা, 'পাম ডেইলের অনেক কাছে চলে এসেছি আমরা। পিট যাওয়ার আগেই আমরা চলে যেতে পারলে ভালো হতো। ডপলারের কাছে আমরা সময়মতো পৌঁছতে না পারলে, কিংবা যদি কিছু সন্দেহ করে বসে, তো ডিজাইনের পাঁচটা অংশ নিয়েই পালাবে।'

'হয়তো,' শক্ত করে রেঞ্চের হাতল ধরে রেখে বলল কিশোর, 'স্টোরের কাছে পার্কিং লটের পাশে নামার কথা ছিল পিটের।'

মেঝেতে ফেলে রাখা একটা ম্যাপ তুলে নিল মুসা, 'এই যে ম্যাপ।' মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল, 'দক্ষিণ-পশ্চিমে এগোতে থাকলে শিগগির পাম স্প্রিংটা পেয়ে যাব আমরা।'

'আকাশ থেকে সহজেই দেখতে পাব,' কিশোর বলল, 'ঘিঞ্জি এলাকা নয়।'

কিশোরকে সাহায্য করল মুসা। দুজনে মিলে খোঁড়া প্লেনটা চালিয়ে নিয়ে চলল। পনেরো মিনিট পরই মরুভূমির মাঝখানে একটা সুন্দর মরূদ্যান দেখা গেল। বাড়িঘরগুলো অভিজাত চেহারার, আর খুব সুন্দর করে বানানো। প্রতিটি বাড়ির সামনে একটা করে সুইমিং পুল।

'পাম স্প্রিং!' উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল মুসা। জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে। মরুভূমির ধূসর বালির পটভূমিতে সবুজ লন আর নীল পানির সুইমিং

Generated by CamScanner from intsig.com

পুলগুলোকে ছবির মতো লাগছে। প্লেন আরেকটু এগোতেই ডপলারের বিশাল ডিপার্টমেন্ট স্টোরটা দেখতে পেল। স্টোরের পার্কিং লটের ওপাশ থেকে শুরু হয়েছে খোলা মরুভূমি।

'কাউকে জখম না করে নামার জন্য প্রচুর জায়গা পাব আমরা,' মুসা বলল।

'থ্রটল কমিয়ে দাও,' কিশোর বলল।

থ্রটল নব ধরে টানল মুসা, একই সময়ে রেঞ্চের হাতল ধরে সামনে ঠেলে দিল কিশোর। প্লেনের নাক নিচু হতে শুরু করল।

'মাটিতে চাকা ছোঁয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক চাপবে,' মুসাকে বলল কিশোর।

হঠাৎ মাটিতে চাকা লেগে ভীষণভাবে ঝাঁকি খেল প্লেন। লাফিয়ে উঠল। আবার নামল। আবার ঝাঁকি খেল। এভাবে দু-তিনবার লাফানোর পর মরুভূমির শক্ত মাটিতে চেপে বসল চাকাগুলো। পা দিয়ে রাডার পেডাল চেপে ধরে রাখল মুসা, যতক্ষণ না গতি কমতে কমতে একেবারে থেমে গেল।

'উফ্, মৃত্যুর ওপার থেকে ফিরে এলাম,' রেঞ্চ ছেড়ে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিল কিশোর। ডান হাতের মুঠো উঁচু করে স্লোগান দেওয়ার ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'তিন গোয়েন্দার জয়!'

'আনন্দ করার সময় নেই!' চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল মুসা, 'স্টোরের দিকে যেতে হবে!'

দরজা দিয়ে মাটিতে লাফিয়ে নামল দুজনে। স্টোরের দিকে দৌড় দিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পার্কিং লটের গাড়িগুলোর মাঝখান দিয়ে ছুটল, মাথা নিচু করে রেখে।

'নিশ্চয় অফিসে লুকিয়ে রয়েছে ডপলার,' ছুটতে ছুটতে মুসা বলল।

'ওখানেই আগে যাব,' বলল কিশোর।

ধাক্কা দিয়ে স্টোরের কাচের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল দুজনে। রোববারের এত সকালেও দোকানে ক্রেতার ভিড়। বড়দিনের সাজে সাজানো দোকান, অথচ ক্রেতাদের পরনে গরমের পোশাক, কেমন যেন বেমানান লাগল মুসার কাছে। বড়দিনের সময় রকি বিচে থাকে প্রচণ্ড শীত, জবরজং শীতের পোশাক পরা জবুথবু হয়ে থাকা মানুষই শুধু দেখে এসেছে এতকাল।

দোকানের ভেতর দিয়ে এগিয়ে, টকটকে লাল রঙের কাপড় পরা সান্তা ক্লজের পাশ কাটাতে গেল কিশোর। সান্তা ক্লজের হাতে উপহার ভরা বড় থলে।

'হোহ্ হোহ্ হো!' কিশোরকে স্বাগত জানাল সান্তা।

'ওই যে এলিভেটর,' কিশোরের হাত ধরে টান দিয়ে হাসিখুশি সান্তার কাছ থেকে সরিয়ে নিল মুসা।

Generated by CamScanner from intsig.com

এলিভেটরে চড়ে টপ ফ্লোরে উঠল দুজনে। একটা রিসিপশন এরিয়া দেখল, যেটা অবিকল রকি বিচের ডপলার স্টোরটার মতো। কাউকে দেখল না এখানে।

'তুমি ডানের বারান্দা দিয়ে যাও,' মুসা বলল, 'আমি বাঁয়েরটাতে যাচ্ছি।'

নড়ল না কিশোর। দেয়ালে ঝোলানো ডপলারের একটা ছবির দিকে তাকিয়ে আছে। রকি বিচে যে ছবিটা আছে, সেটারই নকল এটা।

'মুসা!' চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ কিশোর, 'নিচে যে সান্তা ক্লজকে দেখলাম, তিনিই ডন ডপলার। সান্তা ক্লজ সেজেছেন।'

'কী?' কিশোরের কাছে দৌড়ে এল মুসা।

'এই ছবিটার মতোই নিচের সান্তা ক্লজের কালো, মোটা ভুরু,' উত্তেজিত কণ্ঠে কিশোর বলল, 'পিটের অপেক্ষা করছিলেন ডপলার। অফিসে বসে জানালার বাইরে নজর রেখেছিলেন। প্লেন থেকে পিটের বদলে আমাদের নামতে দেখে তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়ে সান্তা ক্লজ সেজে দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য। আমি শিওর, সান্তা ক্লজই ডপলার। আর তাঁর সঙ্গেই রয়েছে ডিজাইনগুলো।'

'নাহ্, ডিটেকটিভ হলে এমনই হওয়া উচিত!' বন্ধুর প্রশংসা না করে পারল না মুসা, 'আমার মতো না।'

সচল সিঁড়ি বেয়ে গ্রাউন্ড ফ্লোরে নেমে এল আবার দুজনে। সান্তা ক্লজকে যেখানে দেখেছিল, সেখানে চলে এল।

'কোথায় গেল?' চারপাশে তাকাল মুসা, 'লাল সুট পরা একজন মোটা লোক এত তাড়াতাড়ি কোথায় লুকাতে পারে?'

'ওই যে তাঁর ব্যাগ!' মেঝেতে পড়ে থাকা উপহারের থলেটা দেখাল কিশোর।

'আর ওই যে যাচ্ছেন!' স্টোরের সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে দৌড়াতে শুরু করেছেন ডপলার।

জিনিস কিনতে ব্যস্ত ক্রেতাদের ভিড় ঠেলে দরজার দিকে ছুটল কিশোর ও মুসা। কাচের দরজা খুলে প্রায় ছিটকে বেরোল বাইরে।

সামনে দেখতে পেল সান্তা ক্লজকে। পার্কিং লটের ভেতর দিয়ে দৌড়াচ্ছেন। হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ। কালো রঙের একটা ছোট প্লেনের দিকে চলেছেন তিনি।

'এই প্লেনটা এল কোথা থেকে?' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

'কী করে বলব?' মুসা জবাব দিল, 'তবে আমি শিওর, ওই চামড়ার ব্যাগের মধ্যেই রয়েছে ডিজাইনের কপিগুলো। এখনই ওই প্লেনের ওঠা

Generated by CamScanner from intsig.com

থামাতে না পারলে হাতছাড়া হয়ে যাবেন।'

মরিয়া হয়ে দৌড়াতে লাগল কিশোর ও মুসা। সান্তা ক্লজ যখন প্লেনের কাছে পৌঁছলেন, ওরাও তাঁর ঠিক পেছনে চলে এল। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল প্লেনের দরজা। ভেতরে ঢুকলেন সান্তা ক্লজ। মরুভূমিতে চলতে শুরু করল প্লেনটা।

'আমাদের না নিয়ে যেতে পারবেন না!' চেঁচিয়ে বলল মুসা। খোলা দরজার কিনার খামচে ধরে ঝুলে পড়ল ও। এক দোল দিয়ে উঠে পড়ল প্লেনে। হাত বাড়িয়ে কিশোরকে টেনে তুলল। আর ঠিক এই সময় মাটি ছেড়ে শূন্যে ওড়াল দিল প্লেন।

'এই, এই, হচ্ছে কী?' তুতলে বললেন সান্তা ক্লজ, 'কে তোমরা?'

সান্তা ক্লজের কথা শুনে ঝটকা দিয়ে দরজার দিকে ঘুরে গেল পাইলটের মুখ, পিটার গ্লেনসন।

'আমি আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না!' পিট বলল, প্লেন ওড়ানোয় ব্যস্ত থাকায় আবার সামনের দিকে তাকাতে বাধ্য হলো ও।

'তাহলে চশমা লাগিয়ে নিন,' মুসা বলল।

'এই প্লেন পেলেন কোথায়?' কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'মরুভূমিতে আটকা পড়ার ভান করে নামিয়েছেন, তারপর হাইজ্যাক করেছেন?'

'ঠিক তাই,' গর্ব করেই বলল পিট।

সান্তা ক্লজের দিকে তাকাল কিশোর। ইতিমধ্যে টুপি, সাদা পরচুলা, সাদা দাড়ি খুলে ফেলেছেন। পেটমোটা মানুষটা ডপলারই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, ছবির সঙ্গে পুরোপুরি মিল রয়েছে, ঝোপের মতো ভুরুজোড়াসহ।

'মিস্টার ডপলার,' কিশোর বলল, 'কয়েক দিন ধরেই আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

'শুনে কৃতার্থ হলাম,' কড়া ব্রিটিশ টানে বললেন ডপলার, 'তোমরা যে কী ধরনের তেলাপোকা, পিট আমাকে বলেছে।'

'আপনাকেও তো আমরা সেটাই বলতে পারি, তাই না?' মুসা বলল, 'পড়ে যাওয়া প্লেন থেকে বাঁচা, দুর্গম পর্বত থেকে ফিরে আসা...ভালো কথা, ফিরলেন কী করে?'

'খুব সহজ,' জবাব দিলেন ডপলার, 'প্লেন থেকে প্যারাস্যুট নিয়ে নামলাম। তারপর শর্টওয়েভ রেডিওতে কথা বলে আরেকটা প্লেন ডেকে আনলাম। আমাকে তুলে নিল ওটা। আগে থেকেই ব্যবস্থাটা করে রেখেছিলাম। আমি যে নিখোঁজ হয়েছি, এটা কেউ জানার আগেই নিরাপদ জায়গায় চলে গেলাম।'

'কোথায় গেলেন?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

Generated by CamScanner from intsig.com

'কোথায় গেলাম, সেটা তোমাদের জানার দরকার নেই, লুকিয়ে রইলাম,' হাসলেন ডপলার, 'সারা দুনিয়ায় আমার শত্রুর অভাব নেই। আমি জানতাম, পুলিশ আর এফবিআই—সবাই ধারণা করবে আমার কোনো শত্রুই আমাকে খুন করার জন্য প্লেনটা স্যাবোটাজ করেছে। কেউ কল্পনাই করতে পারবে না, ওটা ছিল জিম হ্যারল্ডকে খুন করার প্ল্যান।'

'বাকি জীবনটাও কি লুকিয়েই কাটাতে চান?' ডপলারের পায়ের কাছে রাখা চামড়ার ব্যাগটার দিকে তাকাল কিশোর।

'নিশ্চয়ই না,' ডপলার জবাব দিলেন, 'এই চোরাই ডিজাইনগুলো বিক্রি করার পর আবার আমি বেরিয়ে আসব। বলব, শত্রুরা আমাকে খুন করবে বুঝতে পেরে কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে ছিলাম। নিরাপদ বুঝে বেরিয়ে এসেছি। সবাই বিশ্বাস করবে। তারপর আবার স্বাভাবিক ব্যবসা আরম্ভ করব। আমার ওই বিপজ্জনক মেয়েটার হাত থেকে আমার সম্পত্তি বাঁচাতে হবে।'

'কিন্তু ওই ডিজাইনগুলো বিক্রি করব কীভাবে এখন?' সামনের পাইলটের সিট থেকে বলল পিট, 'এই বিচ্ছুগুলো তো সব জেনে ফেলেছে।'

'সবচেয়ে মারাত্মক বিচ্ছু ঠেকানোর জন্যও ছোটখাটো কিছু জিনিস বহন করে সান্তা ক্লজ,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন ডপলার। কোমরের চকচকে কালো চওড়া বেল্টের ভেতর থেকে ছোট একটা পিস্তল টেনে বের করলেন, 'প্রথমে ওই কালো ছেলেটাকে খুন করাই বোধ হয় ভালো।'

মুসার মনে হলো, আর কোনো আশা নেই, প্লেনের ইঞ্জিনের শব্দটাই ওর জীবনের শেষ শব্দ শুনছে। হঠাৎ জোরালো বাতাসের ঝাপটায় ফিরে তাকিয়ে দেখে হাঁ হয়ে খুলে গেছে প্লেনের দরজা।

'এগুলো যদি বাঁচাতে চান, তাহলে গুলি করবেন না!' কিশোর বলল। দরজার বাইরে ঝুলিয়ে ধরেছে ডপলারের চামড়ার ব্যাগটা।

মুসা দেখল, পিটের বটুয়াটা পড়ে আছে ওর পায়ের কাছে। আর ডপলারের নজর এখন কিশোরের দিকে। ঝটকা দিয়ে নিচু হয়ে একটানে বটুয়াটা তুলে নিয়ে, ওটাও দরজার বাইরে ঝুলিয়ে ধরল মুসা, 'এটাও পাবেন না।'

'তোমরা কি ভেবেছ ওগুলোর কপি নেই আমার কাছে?' শান্ত কণ্ঠে বললেন ডপলার। পিস্তলটা সরালেন না মুসার দিক থেকে।

'প্রথম পাঁচটা অংশের নকল থাকতে পারে,' কিশোর বলল, 'কিন্তু শেষটা—বটুয়াতে যেটা রয়েছে—সেটার কপি আপনার কাছে নেই। আর নকলগুলো যদি থাকেও, ওগুলো পাবেন কীভাবে? আপনাদের এই ডিজাইন চুরির কথা আমরা ছাড়াও আরও লোকে জানে। নকলগুলো নেওয়ার জন্য আমেরিকার

Generated by CamScanner from intsig.com

মাটিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট করা হবে আপনাদের। সুতরাং, আমার হাতে যেগুলো রয়েছে, সেগুলোই নিতে হবে আপনাকে।'

'সুতরাং *হোহ্ হোহ্ হো* এখন নিজেকে নিয়েই করুন,' মুসা বলল।

'হুম্,' খাঁটি ব্যবসায়ীর ভঙ্গিতে বললেন ডপলার, 'যদি তোমরা মিথ্যে কথাও বলে থাকো, দেখা যাচ্ছে, সত্যিই একটা প্যাঁচে ফেলেছ আমাদের। তবে দশ মিনিটের মধ্যে মেক্সিকোর সীমান্ত পেরিয়ে যাব আমরা। সীমান্ত পার হয়ে মাটিতে নামার পরই গুলি করব। তখন কী করবে?'

কিশোর বুঝতে পারছে, ঠিকই বলেছেন ডপলার। এই ডিজাইনগুলো যতক্ষণ ওদের হাতে থাকবে, ততক্ষণই বাঁচতে পারবে, তবে সেটাও একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। প্লেনটা মেক্সিকোতে পৌঁছে গেলে আর কিছুই করার থাকবে না ওদের। চিন্তায় পড়ে গেল কিশোর।

ঠিক এ সময় পরিষ্কার নীল আকাশে আরেকটা প্লেন দেখতে পেল মুসা, ওদের ঠিক পেছনেই রয়েছে। দরজা দিয়ে যতটা সম্ভব দেহটা বাইরে বের করে দিয়ে জোরে জোরে হাত নাড়তে লাগল ও। যেন তার ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেই গতি বেড়ে গেল পেছনের প্লেনটার। দেখতে দেখতে আরও কাছে চলে এল সবুজ প্লেনটা।

'কী করছ?' ডপলার জিজ্ঞেস করলেন, 'ওখানে কী আছে?'

মুসা দেখল, বাতাসে ডিগবাজি খেল একবার সবুজ প্লেনটা। অদ্ভুতভাবে বাঁক নিল, পাক খেল। হঠাৎ বুঝে ফেলল কী করছে ওটা। বাতাসে অদৃশ্য *'আর'* লিখেছে।

'রবিন!' আনন্দে চিৎকার করে উঠল মুসা, 'এখানে কী করে এল ও, জানি না, তবে রবিনই!'

কালো প্লেনটার পাশ কাটিয়ে সামনে চলে গেল সবুজ প্লেনটা। পিটের পথরোধ করার চেষ্টা করছে। কন্ট্রোল হুইল ধরে মরিয়া হয়ে সরার চেষ্টা করল পিট। ওপরে তুলে, নিচে নামিয়ে, সামনের প্লেনটার আগে যেতে চাইল। কিন্তু রবিনের সঙ্গে পারল না। কোনোমতেই পিটকে আগে যেতে দিল না ও।

'দারুণ, দারুণ, চালিয়ে যাও!' বলে রবিনের উদ্দেশে চিৎকার করে উঠল মুসা। যদিও জানে, ইঞ্জিনের শব্দে ওর কথা শুনতে পাচ্ছে না রবিন। কিশোরকে সরে যেতে বলে দরজাটা লাগিয়ে দিল মুসা।

মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে এক মোচড়ে নিজের প্লেনটা পুরো এক শ আশি ডিগ্রি ঘুরিয়ে ফেলল পিট। প্রচণ্ড ঝাঁকিতে ছোট্ট কেবিনের অপরিসর মেঝেতে যাত্রীরা সব গড়াগড়ি খেতে লাগল। ওদিকে রবিনও ছাড়ল না। পিট পাশ কাটানোর

Generated by CamScanner from intsig.com

আগেই সে-ও প্লেন ঘুরিয়ে কালো প্লেনটার সামনে এসে আবার পথ আটকাল।

'মেক্সিকোতে চলো, যেভাবে পারো!' চেঁচিয়ে আদেশ দিলেন ডপলার, 'এক্ষুনি।'

'কিন্তু আমার পথ আটকে রেখেছে তো!' পিট বলল, 'কোনোমতেই বেরোতে দিচ্ছে না।'

'মামার কাছে শিখে ওস্তাদ হয়ে গেছে রবিন,' পিটের ভয়টা আরও বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য বলল মুসা, 'সার্কাসের দড়াবাজিকর যেমন প্লেন নিয়ে খেলতে পারে, রবিনও পারে।'

আকাশে বিমানের পাশ কাটানোর লড়াইটা পুরো দশ মিনিট ধরে চলল। মাথা ঘুরতে আরম্ভ করেছে কালো প্লেনের যাত্রীদের। রবিনের প্লেনটাকে হঠাৎ সরে যেতে দেখে অবাক হলো কিশোর ও মুসা।

তবে কারণটা বুঝতে দেরি হলো না ওদের। দূরের আকাশ থেকে যেন ভোজবাজির মতো উদয় হলো দুটো ধূসর বিমান। এফ-১৬ ফাইটার। পানিতে হাঙর যেভাবে ছোটে, তেমনিভাবে ছুটে এল কালো প্লেনটার দুই পাশ থেকে।

'এয়ার ফোর্স এসে গেছে!' উল্লাসে চিৎকার করে উঠল কিশোর।

'এখন কী করব?' পিটকে জিজ্ঞেস করলেন ডপলার।

'সব শেষ,' অসহায় ভঙ্গিতে পিট তাকিয়ে আছে ওদের দুই পাশ দিয়ে চলে যাওয়া জেট ইঞ্জিনের সাদা রঙের দুটো বাষ্পরেখার দিকে, 'ওগুলোর বিরুদ্ধে কিছুই করার নেই আমাদের। একসময় আমিও ওই জিনিস উড়িয়েছি, ভালো করেই জানি।'

বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ডপলারের দিকে তাকাল পিট। আবার চোখ ফেরাল সামনের দিকে। অযথা আর পালানোর চেষ্টা না করে নামতে শুরু করল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মরুভূমিতে নেমে পড়ল প্লেন। নজর রেখেছে জেট প্লেন দুটো। মেঘের মধ্যে লুকোচুরি খেলছে। দশটা স্টেট ট্রুপার গাড়ি ওখানে না পৌঁছানো পর্যন্ত নজর রাখল। তারপর হারিয়ে গেল মেঘের আড়ালে। ইতিমধ্যে সবুজ প্লেনটা নিয়ে রবিনও নেমে পড়েছে।

পিট আর ডপলারের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা। হাইপারসনিক প্লেনের ডিজাইনগুলো তাদের হাতে তুলে দিল কিশোর ও মুসা।

বন্দিদের যখন গাড়িতে তোলার জন্য নিয়ে যাচ্ছে ট্রুপাররা, একজন ট্রুপার এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দার কাছে। বলল, 'ডিগোকেও ধরেছি আমরা। অবিশ্বাস্য এক কাহিনি শুনিয়েছেন আমাদের ড্যানিয়েল মুর নামে একজন রিটায়ার্ড পাইলট। তাঁর কথা শুনেই ছুটে এসেছি।'

Generated by CamScanner from intsig.com

'এখন বলো তো,' রবিনকে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'তুমি এখানে এলে কীভাবে?'

'কাল রাতে পামডেইলে ফোন করেছিলাম তোমাদের খোঁজ নেওয়ার জন্য,' রবিন বলল, 'ওরা জানাল, কাল বিকেলে বেরিয়েছ তোমরা, তারপর আর কোনো খোঁজ নেই। ভাবলাম, নিশ্চয় কোনো বিপদে পড়েছ। রাতেই সিয়েরাভিলে উড়ে এলাম। এই সবুজ ট্যালন প্লেনটা আমাকে ধার দিয়েছে এয়ার ফোর্স। সেই ভোর থেকে মরুভূমিতে তোমাদের খুঁজে বেড়িয়েছি আমি।'

'নিশ্চয় কালো প্লেনটার দরজায় দেখেছ আমাদের,' কিশোর বলল।

'দেখেছি,' রবিন বলল, 'বুঝতে পেরেছিলাম, তোমাদের সঙ্গে পিটও রয়েছে প্লেনটাতে। তবে ও কী করছে, সেটা বুঝিনি। পিছু নিলাম। তারপর যখন মুসাকে দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমার দিকে হাত নাড়তে দেখলাম, শিওর হলাম, বিপদেই পড়েছ। রেডিওতে এয়ার ফোর্সকে জানিয়ে দিলাম। ওদের বোঝাতে বেশ কষ্ট হয়েছে আমার, বিশ্বাসই করতে চাইছিল না।'

'তুমি সময়মতো না এলে আজ সত্যি সত্যি মারা যেতাম,' মুসা বলল।

*

সে রাতে অতি গোপন এমন একটা জায়গায় এল তিন গোয়েন্দা, যেটা ম্যাপে নেই। এটাই স্পেসল্যান্ড। ওদের স্পেশাল গেস্ট হিসেবে দাওয়াত দিয়ে এনেছে এয়ার ফোর্স; ওদের অসম্ভব বীরত্বের প্রতি সম্মান দেখিয়ে।

একটা টারম্যাকে দাঁড়িয়ে আছে তিনজনে। সঙ্গে সারি দিয়ে দাঁড়ানো এয়ার ফোর্সের চল্লিশ জন সদস্য। হাইপারসনিক প্লেনটা একনজর দেখার জন্য অপেক্ষা করছে সবাই। বেইসটাকে ঘিরে রেখেছে পর্বতের গোলাকার দেয়াল, দেখতে অনেকটা ডিমের মতো। পুরো এলাকাটাই অন্ধকার, শুধু রানওয়েটা বাদে। ওটার দুই পাশে সারি দিয়ে জ্বলছে ফ্যাকাশে সাদা আলো, দেখতে কেমন ভুতুড়ে লাগছে।

'তাহলে এটাই সেই স্পেসল্যান্ড,' জোরেই বলতে হলো মুসাকে। কারণ ইয়ারপ্লাগ পরে রেখেছে সবাই। কানে যাতে বেশি শব্দ না ঢোকে।

'আর ওই যে ড্রিম,' রবিন বলল।

বিশাল একটা হ্যাঙার থেকে কালো একটা ছায়া ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল। পৃথিবীর প্রথম হাইপারসনিক এরোপ্লেন। কালো রং করা মসৃণ দেহ, লম্বা একটা ত্রিভুজের মতো করে বানানো। অন্ধকারের জন্য বিমানটার আর কিছু চোখে পড়ছে না।

'এখন থেকে বহু বছর পর কোনো একদিন এত আধুনিক এরোপ্লেনও

Generated by CamScanner from intsig.com

স্মিথসোনিয়ানে দেখা যাবে,' গম্ভীর স্বরে, দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল মুসা।

ধীরে ধীরে রানওয়েতে ওদের পাশ কাটাল বিমানটা।

ভিতরে কী আছে দেখার মতো কোনো উইন্ডশিল্ড বা জানালা নেই। তবে ওদের জানানো হয়েছে, তিনজন মানুষ আছে ককপিটে বসা।

'ওখানে মিস্টার মুরকে বসিয়ে একটা ভালো কাজ করেছে এয়ার ফোর্স,' কিশোর বলল, 'এ রকম বিমানের যাত্রাশুরুতে তাঁকেই মানায়। সুপারসনিকের ককপিটে বসেছিলেন একসময়, এখন বসলেন হাইপারসনিকের।'

'উড়াল দেবে এখন,' রবিন বলল। তীব্র গতিতে রানওয়েতে ছুটতে শুরু করেছে প্লেনটা। দ্রুত, আরও দ্রুত, আরও। তারপর বজ্রের গর্জন তুলে, হালকা পালক ওড়ার মতো স্বচ্ছন্দে মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠল এত ভারী আকাশযানটা।

উঠতে না উঠতেই গায়েব। আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেছে কালো ছায়াটা। কালো আকাশ যেন আলখেল্লার মতো গিলে নিয়েছে কালো এরোপ্লেনটা।

দুই সেকেন্ড পর গর্জনও থাকল না আর। শুধু শিস কাটার মতো শব্দ শোনা যেতে লাগল। আকাশে রয়ে গেল অস্পষ্ট সাদা ধোঁয়ার রেখা।